পরিমার্জিত ডিপিএড

প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি)

# মডিউল ০৫

# ভাষা শিক্ষা: বাংলা

## প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**

# মডিউল ০৫: ভাষা শিক্ষা বাংলা


**লেখক (১ম সংস্করণ, জুন ২০২৩)**

শুভাশিস চক্রবর্ত্তী, পিটিআই
নিরেশ চন্দ্র মুখার্জী, পিটিআই
লিটন দাস, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
মো. শরীফ উল ইসলাম, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

**লেখক (২য় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০২৪)**

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
মীর মোঃ আরিফুর রহমান, বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
অর্চ্চনা সাহা, সহকারী সুপারিনটেনডেন্ট, জামালপুর পিটিআই
মো. ইলিয়াস আহমেদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), দাদনচক ফজলুল হক পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মো. সোহেল রানা, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), রংপুর পিটিআই
শরীফ উদ্দিন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), মুন্সিগঞ্জ পিটিআই

**লেখক (৩য় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০২৫)**

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ, উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
শাহীন মিয়া, ডিপিইও, কক্সবাজার
মুহাম্মদ শাহাদাত হুসাইন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই মাদারীপুর
মো. ইলিয়াস আহমেদ, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), দাদনচক ফজলুল হক পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মোসা. রুমানা খাতুন, ইন্সট্রাক্টর (সাধারণ), পিটিআই, চাঁপাইনবাবগঞ্জ
মো: রেজাউল ইসলাম, সহকারি বিশেষজ্ঞ, নেপ

**সম্পাদক**

মোহাম্মদ আহসান ইবনে মাসুদ
উর্ধ্বতন বিশেষজ্ঞ, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)



**সার্বিক সহযোগিতা**

মোহাম্মদ কামরুল হাসান, এনডিসি, পরিচালক (প্রশিক্ষণ), প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর
দিলরুবা আহমেদ, পরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
সাদিয়া উম্মুল বানিন, উপপরিচালক (প্রশাসন), জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ

**সার্বিক তত্ত্বাবধান**

ফরিদ আহ্মদ
মহাপরিচালক, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)

**প্রচ্ছদ**

মোঃ মুশফিকুর রহমান সোহাগ, সমর এবং রায়হানা

**প্রকাশক ও প্রকাশকাল**

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ), ময়মনসিংহ
জানুয়ারি, ২০২৬

সচিব
**প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়**
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

# মুখবন্ধ

আজকের এ বিশ্বায়নের যুগে শিক্ষকের পেশাগত উন্নয়নের ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য কার্যকর ও যুগোপযোগী প্রশিক্ষণের কোনো বিকল্প নেই। পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার আলোকে শিক্ষার্থীদের বিশ্বমানের করে গড়ে তুলতে শিক্ষক প্রশিক্ষণের মডেলকে নিয়মিত হালনাগাদ ও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে এগিয়ে নিতে হয়। শিক্ষকের প্রায়োগিক দক্ষতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণকে আরও অর্থবহ ও ফলপ্রসূ করার লক্ষ্যে আমাদের প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ধারাবাহিক সমন্বয় সাধন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন ও কার্যকর শিখন নিশ্চিত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি হলেন শিক্ষক। তবে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাব, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও প্রশিক্ষকের পেশাগত তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের ঘাটতির কারণে অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তুর উপর গভীর জ্ঞান এবং কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা থাকা অত্যন্ত জরুরি।

প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের জন্য প্রবর্তিত ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্স দীর্ঘদিন ধরে মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে সংগতি রেখে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডির আলোকে কোর্সটি পরিমার্জন করে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) চালু করা হয়। পরবর্তীতে বিটিপিটি ইফেক্টিভনেস স্টাডি, বিগত বছরের মনিটরিং রিপোর্ট এবং অংশীজনদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মতামতের ভিত্তিতে বিটিপিটি কোর্সের কাঠামো ও সময়সূচিতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনা হয়। পরিবর্তিত সময়সূচি ও বাস্তব চাহিদার সাথে সংগতি রেখে চলমান বিটিপিটি কোর্সের মডিউলসমূহে এ পরিমার্জন করা হয়েছে।

এ পরিমার্জনের ধারাবাহিকতায় এবার উপ-মডিউল কাঠামো বাতিল করে কেবল মডিউলভিত্তিক কাঠামো প্রবর্তন করা হয়েছে। অধিবেশনসমূহের মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধন করা হয়েছে, বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি পরিহার করা হয়েছে এবং একাধিক অবিন্যস্ত অধিবেশন সুবিন্যস্ত করে অধিবেশনের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছে। পাশাপাশি বিষয়গুলো আরও সহজ, সুস্পষ্ট ও ব্যবহারিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে এবং মূল্যায়ন পদ্ধতিতেও প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনা হয়েছে।

বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন ও মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিতকরণে শিক্ষকগণের পেশাগত জ্ঞান, প্রায়োগিক দক্ষতা ও কার্যকর নেতৃত্ব বিকাশ অপরিহার্য। প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা, প্রায়োগিক ব্যবহার ও মূল্যবোধের বিকাশ ঘটবে। এর ফলে দক্ষ, সৃজনশীল, অভিযোজনক্ষম, প্রতিফলনমূলক অনুশীলনে পারদর্শী, সহযোগী মানসিকতার এবং জীবনব্যাপী শিখনে আগ্রহী শিক্ষক তৈরি হবে বলে আমি প্রত্যাশা করি।

এ প্রশিক্ষণ মডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সেই সাথে মডিউল সম্পাদনা ও পরিমার্জনের কাজে সম্পৃক্ত সকল ব্যক্তি ও অংশীজনদের ধন্যবাদ জানাই। পিটিআইতে শিক্ষক প্রশিক্ষণে ব্যবহৃত এই মডিউলসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

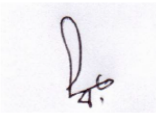

**(আবু তাহের মোঃ মাসুদ রানা)**
সচিব
প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়

# প্রসঙ্গকথা

বাংলাদেশের প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জন্য প্রবর্তিত ডিপিএড (ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন) কোর্স এযাবৎকাল মানসম্মত শিক্ষক তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখে এসেছে। তবে সময়ের পরিবর্তন ও যুগের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের লক্ষ্যে ডিপিএড ইফেক্টিভনেস স্টাডি ও অন্যান্য গবেষণার ফলাফলের আলোকে কোর্সটি পরিমার্জন করে প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্স চালু করা হয়।

শিক্ষক প্রশিক্ষণের যেকোনো কোর্স পরিচালনার মূল লক্ষ্য হলো প্রাথমিক শিক্ষাক্রম ও সংশ্লিষ্ট শিখন সামগ্রীর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা। ইতোমধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাক্রমে ব্যাপক রূপান্তর ঘটেছে এবং শিক্ষার্থীদের জন্য প্রণীত পাঠ্যপুস্তকসমূহও পরিমার্জনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সময়ের প্রয়োজনে শিক্ষক প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার সংস্কার ও যুগোপযোগী করা অত্যাবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় পিটিআই পর্যায়ে ১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সটি পরিমার্জন সময়ের দাবি হয়ে ওঠে।

পরিমার্জিত প্রশিক্ষণ কাঠামোর আওতায় প্রশিক্ষণার্থীগণ ০৭ মাস পিটিআইতে সরাসরি প্রশিক্ষণ গ্রহণের পাশাপাশি ০৩ মাস প্রশিক্ষণ বিদ্যালয়ে তাত্ত্বিক পেশাগত জ্ঞানের বাস্তব অনুশীলনের সুযোগ পাচ্ছেন। এর ফলে প্রশিক্ষণার্থীগণ পিটিআইতে অর্জিত তাত্ত্বিক জ্ঞান অনুশীলন বিদ্যালয়ে প্রয়োগের মাধ্যমে দক্ষতার উৎকর্ষ সাধন করতে পারছেন। পরবর্তীতে অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতা নিজ নিজ বিদ্যালয়ে প্রয়োগ করে মানসম্মত শিক্ষা বাস্তবায়নে তারা কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবেন।

শিক্ষার্থীদের নির্ধারিত যোগ্যতা অর্জন ও কার্যকর শিখনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছেন শিক্ষক। কিন্তু শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির অভাব, প্রশিক্ষণ উপকরণ, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা এবং প্রশিক্ষকের মানগত সীমাবদ্ধতার কারণে অনেক সময় শিক্ষকের কাঙ্ক্ষিত পেশাগত উন্নয়ন ব্যাহত হয়। এ প্রেক্ষাপটে একজন শিক্ষকের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা, বিষয়গত জ্ঞান, কার্যকর শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল এবং উপযুক্ত মূল্যায়ন পদ্ধতি সম্পর্কে দক্ষতা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি।

১০ মাসব্যাপী প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) কোর্সের আওতায় প্রণীত এ মডিউলসমূহে বর্ণিত অধিবেশনগুলো শিক্ষকগণের পেশাগত দায়িত্ব পালনে, সরকারি চাকরির বিধি-বিধান অনুসরণে এবং শ্রেণিকক্ষে কার্যকর পাঠদানে সহায়ক ভূমিকা রাখবে। অংশীজনদের মতামত ও চাহিদার ভিত্তিতে এ মডিউলসমূহের বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে। নির্বাচিত বিষয়বস্তুর আলোকে জাতীয় পর্যায়ের দক্ষ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক বিষয়বস্তুর পরিমার্জন ও প্রয়োজন অনুযায়ী উন্নয়ন করা হয়েছে। পরে ব্যবহারকারী ও বিশেষজ্ঞদের মতামতের আলোকে মডিউলসমূহ চূড়ান্ত করা হয়েছে।

মেধা ও নিরলস শ্রম দিয়ে এ মডিউলসমূহ প্রণয়ন, উন্নয়ন ও পরিমার্জনে যাঁরা অবদান রেখেছেন তাঁদের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

**(আবু নূর মোঃ শামসুজ্জামান)**
মহাপরিচালক
প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

# অবতরণিকা

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ) ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দীর্ঘমেয়াদি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। সার্টিফিকেট-ইন-এডুকেশন (সিইনএড) এবং পরবর্তীতে ২০১২ সাল থেকে চালু হওয়া ডিপ্লোমা ইন প্রাইমারি এডুকেশন (ডিপিএড) কোর্সের প্রশিক্ষণ নকশা, প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়ন ও বাস্তবায়নে নেপ ধারাবাহিকভাবে কাজ করেছে। সর্বশেষ ২০২৩ সালের জুলাই মাস থেকে শুরু হওয়া পরিমার্জিত ডিপিএড, অর্থাৎ প্রাথমিক শিক্ষকদের জন্য মৌলিক প্রশিক্ষণ (বিটিপিটি) বাস্তবায়নের কাজও চলমান রয়েছে।

বিটিপিটি প্রশিক্ষণটি প্রচলিত সিইনএড ও ডিপিএড কোর্সের তুলনায় ধারণাগত দিক থেকে এবং বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় নতুন। কোর্সটিকে যুগের চাহিদা ও পরিবর্তিত শিক্ষাব্যবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে কোর্স সামগ্রী ও নির্দেশিকা সামগ্রীতে পরিমার্জনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। সে অনুযায়ী ২০২১ সাল থেকে এই প্রশিক্ষণের কারিকুলাম প্রণয়ন, প্রশিক্ষণ নকশা ও প্রশিক্ষণ সামগ্রী উন্নয়নের কার্যক্রম শুরু হয়।

২০২৩ সালের জুলাই মাসে পাইলটিংভিত্তিতে নির্ধারিত ১৫টি পিটিআইতে বিটিপিটি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়ন করা হয়। পাইলটিং চলাকালে পরিচালিত মনিটরিং কার্যক্রম, পাইলটিং-এর ফলাফল, বিটিপিটি এফেক্টিভনেস স্টাডি এবং অংশীজনদের মতামতের আলোকে প্রশিক্ষণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া, মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং মডিউল ও তথ্যপুস্তকসমূহে প্রয়োজনীয় পরিমার্জন আনা হয়। পাশাপাশি পিটিআইভিত্তিক অধিবেশন কাঠামো ও অনুশীলন সময়কাল (৭ মাস ও ৩ মাস) পুনর্বিন্যাস করা হয়।

এই মডিউলসমূহ নতুন চাহিদাভিত্তিক পরিমার্জিত সংস্করণ। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে শিক্ষার্থীর চাহিদা ও আগ্রহ অনুধাবনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সার্বিক উন্নয়নে কার্যকর ভূমিকা পালনে এই মডিউল ও তথ্যপুস্তকসমূহ সহায়ক হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি।

জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমির তত্ত্বাবধানে এ পরিমার্জন কার্যক্রমে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, পিটিআই, উপজেলা রিসোর্স সেন্টার এবং মাঠপর্যায়ের প্যাডাগোজি ও এন্ড্রাগোজি বিশেষজ্ঞগণ অংশগ্রহণ করেছেন। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় এই ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ মানসম্মত রূপ লাভ করেছে। সুষ্ঠুভাবে দায়িত্ব পালনের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, অতিরিক্ত মহাপরিচালকবৃন্দ, পরিচালক (প্রশিক্ষণ) ও অন্যান্য কর্মকর্তাবৃন্দ এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়, অতিরিক্ত সচিব ও যুগ্মসচিববৃন্দের দিকনির্দেশনা ও সহযোগিতায় এই ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ কাঙ্ক্ষিত মানে উন্নীত করা সম্ভব হয়েছে। তাঁদের সকলের প্রতি আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

পরিশেষে আমি আশা করি, এই পরিমার্জিত ম্যানুয়াল ও তথ্যপুস্তকসমূহ পিটিআই ইন্সট্রাক্টর, প্রশিক্ষণার্থী ও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য কার্যকর সহায়ক হিসেবে ব্যবহৃত হবে এবং প্রাথমিক শিক্ষার সার্বিক মানোন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

**(ফরিদ আহ্‌মদ)**
মহাপরিচালক
জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি (নেপ)
ময়মনসিংহ

# মডিউল ৫: ভাষা শিক্ষা : বাংলা

# বাংলা মডিউল পরিচিতি

পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১ (প্রাথমিক স্তর)-এ অন্তর্ভুক্ত বাংলা শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে বাংলা প্রশিক্ষণ মডিউলটি প্রণীত হয়েছে। বাস্তবতার নিরিখে এই মডিউলটি ২০২৬ সালের জন্য পরিমার্জন করা হয়েছে। এই মডিউলে বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা এবং বাংলা বিষয়ে কার্যকর পাঠদান কলা-কৌশল উপস্থাপন ও পর্যাপ্ত অনুশীলনের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**মডিউলটির বৈশিষ্ট্য:**

১. পরিমার্জিত জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০২১-এর নির্ধারিত শিখনক্ষেত্রসমূহ এবং প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তুকে বিবেচনা করে এ মডিউলের বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে।

২. প্রতিটি অধিবেশনের শেষে শিখনফলের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৩. অধিবেশনে নির্ধারিত কাজের মাধ্যমে শিখনফলসমূহ অর্জিত হওয়ার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৪. শিখনফল অর্জনে এসব কাজে প্রশিক্ষণার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের সুযোগ রাখা হয়েছে।

৫. অধিবেশন পরিচালনায় প্রশিক্ষণার্থী-কেন্দ্রিক বিভিন্ন পদ্ধতি ও কৌশলের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

৬. প্রত্যেক অধিবেশন শেষে মূল্যায়নের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

**অধিবেশন কাঠামো:**

১. মডিউলটিতে ৩২টি অধিবেশন সংযোজন করা হয়েছে।

২. প্রতিটি অধিবেশনের জন্য ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট সময় নির্ধারণ করা হয়েছে।

৩. প্রতিটি অধিবেশনের শিখনফল, পদ্ধতি ও কৌশল, উপকরণ ও সময় বিভাজন সংযোজন করা হয়েছে।

৪. শিখনফল নির্ধারণপূর্বক অধিবেশনের কাজকে ক, খ, গ, ঘ অংশে বিভক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি অধিবেশন শেষে সহায়ক তথ্যপত্র সংযোজন করা হয়েছে।

৫. অধিবেশনকে ফলপ্রসূ করার জন্য প্রশিক্ষণার্থীর সম্ভাব্য উত্তর, চার্ট/ছক, কেস স্টাডি সংযোজন করা হয়েছে।

৬. সবশেষে প্রশিক্ষণার্থীর অগ্রগতি যাচাই করার জন্য মূল্যায়ন কৌশল রাখা হয়েছে।

## প্রশিক্ষক নির্দেশনা

প্রশিক্ষণের প্রতিটি পর্যায়ে প্রশিক্ষকের গুরুত্বপূর্ণ কিছু করণীয় রয়েছে। প্রশিক্ষণের পর্যায় অনুযায়ী এসব করণীয় উল্লেখ করা হলো-

**প্রশিক্ষণ শুরুর আগে-**

১. প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন কিনা তা যাচাই করা। প্রয়োজনে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ব্যবস্থা নেওয়া।
২. পর্যাপ্ত আলো-বাতাসের ব্যবস্থা করা।
৩. প্রশিক্ষণ কক্ষে আসনবিন্যাস ঠিক আছে কিনা পর্যবেক্ষণ করা। প্রয়োজনে আসনবিন্যাস ঠিক করা।
৪. অধিবেশন উপস্থাপনে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়ার ব্যবহার নিশ্চিত করা।
৫. প্রশিক্ষণ কক্ষে প্রয়োজনীয় বিশেষ সামগ্রী, যেমন: কাগজ, পেনসিল, পয়েন্টার, পুশপিন ইত্যাদি রয়েছে কিনা যাচাই করা।
৬. প্রশিক্ষণ কক্ষে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ ব্যবস্থা নিশ্চিত করা
৭. ইলেকট্রিক ও ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি আগে থেকেই যাচাই করে প্রস্তুত রাখা।
৮. প্রশিক্ষণ দিনের জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষা উপকরণের তালিকা আগের দিন প্রণয়ন করা। প্রয়োজনে তালিকা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি ও সংগ্রহ করে রাখা।
৯. বিভিন্ন সামগ্রী ও শিক্ষা উপকরণ অধিবেশনের কর্মসূচি অনুযায়ী সাজিয়ে রাখা।
১০. দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচির একটি সংক্ষিপ্ত পরিকল্পনা প্রণয়ন করা।

**প্রশিক্ষণ চলাকালে-**

১. প্রশিক্ষণ পরিচালনায় সকল ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বজায় রাখা।
২. প্রশিক্ষক ও প্রশিক্ষণার্থী উভয়ের সুসম্পর্ক বজায় রাখা।
৩. প্রতিটি প্রশিক্ষণ অধিবেশন প্রাণবন্ত রাখার জন্য আনন্দদায়ক কিছু করা।
৪. প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি পোস্টার পেপারে লিখে কক্ষে টাঙিয়ে রাখা।
৫. প্রশিক্ষণ কর্মশালার নিয়মাবলি সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের ব্যবস্থা করা।
৬. পরিকল্পনা অনুযায়ী অধিবেশন পরিচালনা করা।
৭. সর্বক্ষণ প্রশিক্ষণার্থীদের সক্রিয় রাখা।
৮. দল গঠনে আকর্ষণীয় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বন করা।
৯. কথা বলা, হাঁটা-চলা এবং উপস্থাপনে মার্জিত 'শারীরিক ভাষা' প্রয়োগ করা।
১০. প্রশিক্ষণার্থীদের শ্রবণযোগ্য স্বরে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে চলিতরীতিতে কথা বলা।
১১. উপস্থাপন পদ্ধতি ও কৌশলে প্রশিক্ষণার্থী/অংশগ্রহণকারীদের সাথে দৃষ্টিসংযোগ বজায় রাখা।

**দিনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি শেষে-**

১. প্রশিক্ষণ কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
২. পরবর্তী দিনের জন্য আসনবিন্যাস করা।
৩. প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী পরবর্তী দিনের জন্য উপকরণাদি প্রস্তুত ও সংগ্রহ করা।

## সূচিপত্র


| অধিবেশন | অধিবেশনের শিরোনাম | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|
| ১ | বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি | ১০ |
| ২ | ভাষাদক্ষতা বিকাশ (গ্রহণমূলক দক্ষতা: শোনা ও পড়া) | ১৪ |
| ৩ | ভাষাদক্ষতা বিকাশ (প্রকাশমূলক দক্ষতা: বলা ও লেখা) | ২০ |
| ৪ | বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা (প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) | ২৫ |
| ৫ | বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি) | ২৫ |
| ৬ | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ (প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) | ২৮ |
| ৭ | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ (তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি) | ৩৬ |
| ৮ | পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা | ৪২ |
| ৯ | বাংলা স্বরধ্বনি পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি | ৪৮ |
| ১০ | বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি | ৫৪ |
| ১১ | ধ্বনি সচেতনতা | ৫৮ |
| ১২ | বাংলা ভাষার বর্ণপ্রকরণ : বর্ণ, যুক্তবর্ণ, কার ও ফলা চিহ্ন | ৬২ |
| ১৩ | বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল | ৭০ |
| ১৪ | বাংলা যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতি | ৭৬ |
| ১৫ | যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল | ৮১ |
| ১৬ | শব্দজ্ঞান শিখন-শেখানো কৌশল ও প্রয়োগ অনুশীলন | ৮৬ |
| ১৭ | পঠন সাবলীলতা শিখন-শেখানো কৌশল ও প্রয়োগ অনুশীলন | ৯২ |
| ১৮ | বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন | ৯৭ |
| ১৯ | ছবি পড়া ও ছবির পাঠ | ১০১ |
| ২০ | ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি | ১০৪ |
| ২১ | ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল | ১০৮ |
| ২২ | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল | ১১১ |
| ২৩ | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন | ১১৪ |
| ২৪ | লেখা শেখা ও লিখন অনুশীলন | ১১৬ |
| ২৫ | সৃজনশীল লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখা | ১২০ |
| ২৬ | বাংলা বানানের নিয়ম | ১২২ |
| ২৭ | যতি বা ছেদ চিহ্ন পরিচিতি ও ব্যবহার | ১২৭ |
| ২৮ | ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ | ১৩১ |
| ২৯ | শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন | ১৩৭ |
| ৩০ | বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার | ১৪১ |
| ৩১ | বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন | ১৪৪ |
| ৩২ | বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো অনুশীলন | ১৪৭ |

| অধিবেশন-০১ | বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা ভাষাদক্ষতার আলোকে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা পর্যালোচনা করতে পারবেন;

খ. বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. শিখনফলের আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় শনাক্ত করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** শ্রেণিকরণ, উপস্থাপন।

**উপকরণ:** ভাষাদক্ষতার কার্ড, কার্ডে লেখা বাংলা প্রান্তিক যোগ্যতার সেট, পোস্টার পেপার, কাঁচি, আঠা, মার্কার পেন, প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম।

| অংশ-ক | বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা | সময়: ৪৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীগণের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন। এরপর বলুন যে, এখন আমরা বাংলা ভাষাদক্ষতার আলোকে বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা এবং বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করব।

২. প্রশিক্ষণার্থীগণকে জিজ্ঞেস করুন, বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা কী? উত্তর আহ্বান করুন এবং এ সম্পর্কে ধারণা দিন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে কর্মপত্রে বর্ণিত একসেট করে ভাষাদক্ষতার কার্ড (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) এবং বাংলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা লেখা কার্ড আলাদা করে কেটে বিতরণ করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীগণকে দলে আলোচনা করে নির্দিষ্ট ভাষাদক্ষতার সাথে বাংলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা-সংশ্লিষ্ট বিবৃতিগুলো পোস্টার পেপারে শ্রেণিকরণ করে আঠা দিয়ে লাগাতে বলুন।

৫. দলগত কাজ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন এবং প্লেনারি আলোচনায় কীসের ভিত্তিতে শ্রেণিকরণ করা হয়েছে তা আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

| অংশ-খ | বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো | সময়: ১৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামোর প্রত্যেকটি অংশ প্রদর্শন করুন এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান করুন;

২. অতঃপর ১ম থেকে ৫ম যেকোনো একটি শ্রেণির বিস্তৃত শিক্ষাক্রম প্রদর্শন করুন এবং প্রদর্শিত কাঠামোর সাথে এর সম্পর্ক উদাহরণসহ পর্যালোচনা করুন। আলোচনার ভিত্তিতে সকলের ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

| অংশ-গ | শিখনফলের আলোকে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করে নিচের বিবৃতি দুটি বোর্ডে বা প্রজেক্টরে প্রদর্শন করুন।

| |
|---|
| ক. পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তুর ওপর ভিত্তি করে শিখনফল লেখা হয়। |
| খ. শিখনফলের ওপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু রচিত হয়। |

গ. প্রশিক্ষণার্থীদের বিবৃতি দুটি পড়তে বলুন। এ পর্যায়ে কেউ কারো সাথে কথা বলবেন না – তা সকলকে বলুন। এবার কয়জন **ক** নম্বর বিবৃতিকে সমর্থন করেন তা হাত উঁচিয়ে দেখাতে বলুন। সংখ্যা গণনা করে বোর্ডে লিখে রাখুন। একইভাবে কতজন **খ** নম্বর বিবৃতিকে সমর্থন করেন তা সংখ্যায় লিখে রাখুন।

ঘ. প্রত্যেক পক্ষের কয়েকজনকে তাদের মতামতের সপক্ষে ব্যাখ্যা দিতে বলুন। ব্যাখ্যা প্রদান শেষে প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামোর প্রবাহচিত্র (**তথ্যপত্র অংশ-খ**) প্রয়োজনে মনে করিয়ে দিন বা প্রদর্শন করুন।

ঙ. প্রবাহ বিশ্লেষণ করে কোন বিবৃতিটি সঠিক তার বিস্তারিত ধারণা প্রদান করুন।

চ. প্রশিক্ষণার্থীদের নিচের ছকে প্রদত্ত প্রথম শ্রেণির শিখনফল প্রদর্শন করুন এবং প্রশ্নোত্তরে আলোচনায় সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করুন যে, শিখনফল অনুযায়ী কোন ধরনের বিষয় প্রত্যাশা করা যায়। অতঃপর প্রথম শ্রেণির পাঠ থেকে নির্দিষ্ট পাঠটি (**সংখ্যা শেখা**) বিষয়বস্তুর যৌক্তিকতা তুলে ধরুন।

**প্রথম শ্রেণি**

| **শিখনফল** | **বিষয়বস্তু** |
|---|---|
| ১১.১.২ এক থেকে বিশ পর্যন্ত সংখ্যাবাচক শব্দ পড়তে পারবে। | |

ছ. আলোচনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিচের তথ্যের অবতারণা করুন এবং সকলের ধারণা স্পষ্ট হতে সহায়তা করুন।

শিখনফলকে পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এরূপ একটি পাঠ বিনির্মাণ করতে হবে যেখানে বাক্য থাকবে। প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করলে দেখতে পাবেন কোন পাঠটি বর্ণিত শিখনফলের আলোকে রচনা করা হয়েছে। সহজেই বোঝা যায় এটি হলো **সংখ্যা শেখা**।

| **অংশ-ঘ** | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ১০ মিনিট** |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা কয়টি?

খ. শিখন-শেখানো কাজের সাথে শিখনফলের সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ কেন?

| সহায়ক তথ্য: ০১ | অধিবেশন-০১: বাংলা শিক্ষাক্রম পরিচিতি |
|---|---|

| অংশ-ক | বাংলা বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা |
|---|---|

**কর্মপত্র**

**বাংলা বিষয়ের বিষয়ভিত্তিক প্রান্তিক যোগ্যতা-সংশ্লিষ্ট বিবৃতি**

| নম্বর | বিবৃতি |
|---|---|
| ১ | বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। |
| ২ | বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত (অডিও-ভিডিও ও অন্যান্য) প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশ, অনুজ্ঞা, শিষ্টাচারমূলক বাক্য, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি শুনে বিষয়বস্তু বুঝতে পারা। |
| ৩ | বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয়ে শুনে তথ্য, মূলভাব ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন বুঝতে পারা। |
| ৪ | বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদি শুনে মূলভাব বুঝতে ও আনন্দ লাভ করতে পারা। |
| ৫ | বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। |
| ৬ | বিভিন্ন মাধ্যমে ব্যবহৃত প্রমিত বাংলা ভাষায় প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে অংশগ্রহণ করতে পারা এবং মতামত প্রকাশ করতে পারা। |
| ৭ | বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনার মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি ব্যক্ত করতে পারা। |
| ৮ | বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক, কমিক ইত্যাদির মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা ও নিজস্ব অনুভূতি, উপলব্ধি প্রকাশ করতে পারা। |
| ৯ | বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। |
| ১০ | বিভিন্ন মাধ্যমে প্রকাশিত ও বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, নামফলক, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি (বাংলা হরফে মুদ্রিত, হাতে ও ডিজিটাল ডিভাইসে) লেখা পড়ে বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা। |
| ১১ | বাংলা ভাষায় রচিত বর্ণনামূলক, তথ্যমূলক ও প্রতিবেদনমূলক রচনা পড়ে মূলভাব বা বিষয়বস্তু বুঝে বলতে পারা। |
| ১২ | বাংলা ভাষায় রচিত ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা, কৌতুক বা কমিক ইত্যাদি পড়ে আনন্দ লাভ করা, বিষয়বস্তু ও মূলভাব বুঝতে পারা এবং মত প্রকাশ করতে পারা। |
| ১৩ | বাংলা ভাষার গঠন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। |
| ১৪ | বিভিন্ন প্রেক্ষাপট নির্ভর প্রশ্ন, নির্দেশনা, অনুজ্ঞা, কথোপকথন, আলোচনা, বক্তৃতা, ঘোষণা, সংকেত, বিজ্ঞপ্তি, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির বিষয় বুঝে লিখতে পারা এবং সাধারণ পত্র, আবেদনপত্র লিখতে ও ছক, ফরম বুঝে পূরণ করতে পারা। |
| ১৫ | বর্ণনা, তথ্য ও প্রতিবেদনমূলক রচনার বিষয় বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং অনুরূপ রচনা লিখতে পারা। |
| ১৬ | চিত্র ও ছবি, ছড়া, কবিতা, রূপকথা, গল্প, নাটিকা ইত্যাদির বিষয়বস্তু বুঝে মূলভাব, নিজস্ব মতামত ও উপলব্ধি লিখে প্রকাশ করতে পারা এবং সৃজনশীল রচনা লিখতে পারা। |

| শোনা | বলা | পড়া | লেখা |
|---|---|---|---|

| | |
|---|---|
| অংশ-খ | বাংলা বিষয়ের বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো |

## বিস্তৃত শিক্ষাক্রম কাঠামো

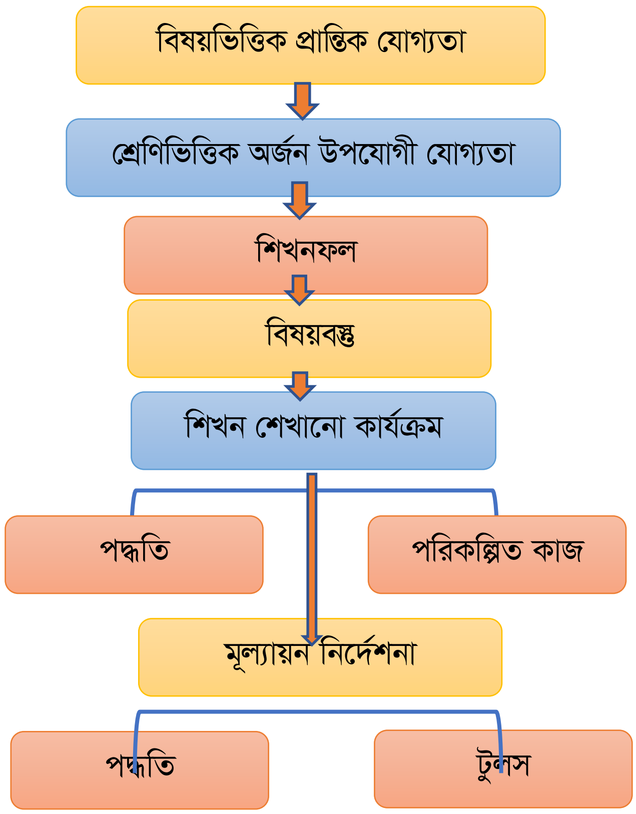

| অধিবেশন: ০২ | ভাষাদক্ষতা বিকাশ (গ্রহণমূলক দক্ষতা: শোনা ও পড়া) |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ভাষাদক্ষতার বিকাশ সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (শোনা ও পড়া) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
গ. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা ও পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, মাইন্ডম্যাপিং, দলগত কাজ, জোড়ায় কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা।

**উপকরণ:** পিপিটি স্লাইড, বাংলা পাঠ্যপুস্তক (২য় থেকে ৫ম শ্রেণি), পোস্টার পেপার, মার্কার।

| অংশ-ক | ভাষাদক্ষতার বিকাশ | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অধিবেশনে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

১. ভাষা কী? কয়েকজনের নিকট থেকে শুনে ধারণা স্পষ্ট করুন।
২. ভাষাদক্ষতার বিকাশ বলতে কী বোঝায়? বোর্ডের মাঝখানে লিখে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন। সকলের উত্তর শুনে একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করুন। সহায়ক তথ্যপত্র থেকে বিষয়টি পরিষ্কার করুন।

| অংশ-খ | ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (শোনা ও পড়া) | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের দলে ভাগ করে দিন। তাঁদের বলুন যে, আমরা একটা খেলা খেলব। যেকোনো একটি বর্ণ দিয়ে একটি করে শব্দ বলতে বলুন।
২. যেমন- ক, এক দল বলল কলা, অন্য দল কলম, আর এক দল কলস এভাবে যে কটি দল আছে প্রত্যেক দলের বলা হলে আবার প্রথম দল বলবে, এভাবে খেলা চলতে থাকবে। তবে যে শব্দ বলা হয়েছে সেটা পুনরায় ব্যবহার করা যাবে না। যদি কেউ ব্যবহার করা শব্দ বলে সে দল খেলা থেকে বাদ যাবে। যে দল শেষ পর্যন্ত থাকবে তারা জয়ী হবে। এবার বলুন যে, একই শব্দ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করার কারণ কী? মনোযোগ দিয়ে না শোনার জন্য শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।
৩. বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামের তালিকা মাল্টিমিডিয়াতে দিয়ে পড়তে দিন এবং সময় নির্দিষ্ট করে দিন। নির্দিষ্ট সময় শেষে তালিকা নামিয়ে দিয়ে নামগুলো বলতে দিন। কে কতগুলো নাম বলতে পারে? অর্থাৎ কে পড়ে মনে রাখতে পেরেছে?
৪. উপরের দুটি কার্যক্রম থেকে শোনা ও পড়ার ধারণা স্পষ্ট করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে,

> ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা ও পড়া গ্রহণমূলক (Receptive skills) এবং বলা ও লেখা প্রকাশমূলক দক্ষতা (Productive skills)। শুনে ও পড়ে আমরা সাধারণত তথ্য গ্রহণ করি।

তথ্যপত্র থেকে এ সম্পর্কিত তথ্য পিপিটিতে উপস্থাপন করুন।

৫. তথ্যপত্রের সহায়তায় গ্রহণমূলক দক্ষতা অর্থাৎ শোনা ও পড়া দক্ষতা শেখানোর তিনটি পর্যায় বুঝিয়ে দিন।
৬. শোনা ও পড়া দক্ষতা শেখানোর তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে একটি পাঠ শোনা ও পড়ার ব্যবস্থা করুন।
৭. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে প্রতি দলে শোনা ও পড়ার তিনটি পর্যায় সংবলিত তথ্যপত্র এবং তৃতীয় শ্রেণির একটি গল্প নির্বাচন করে দিন। দলে আলোচনা করে শোনা ও পড়া দক্ষতা উন্নয়নের জন্য বর্ণিত তিনটি পর্যায়ের উপকরণ বা প্রশ্ন তৈরি করতে বলুন। উপকরণ বা প্রশ্ন তৈরি করা শেষে যেকোনো একদলের একজনকে পাঠটি উপস্থাপন ও অন্যদের পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। উপস্থাপন শেষে মুক্ত আলোচনার ব্যবস্থা করুন।

| অংশ-গ | শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা ও পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. ‘শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা ও পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা কী হতে পারে’, প্রশিক্ষণার্থীদের চিন্তা করে খাতায় পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন।
২. এরপর জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
৩. কয়েক জোড়ার নিকট থেকে শুনুন।
৪. তথ্যপত্র থেকে পয়েন্টগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে তুলে ধরুন। যাদের সাথে যেগুলো মিলেছে, কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে বলতে বলুন।
৫. সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারণ করুন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. ভাষাদক্ষতা (শোনা ও পড়া) বিকাশের কৌশল কী কী?
খ. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা ও পড়া) বিকাশে শিক্ষকের দুটি ভূমিকা বলুন।

| সহায়ক তথ্য: ০২ | অধিবেশন-০২: ভাষাদক্ষতা বিকাশ (গ্রহণমূলক দক্ষতা: শোনা ও পড়া) |
|---|---|

| অংশ-ক | ভাষাদক্ষতার বিকাশ |
|---|---|

**ভাষাদক্ষতার বিকাশ**

মানুষের মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগযন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনি দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত, স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, বাক্যে প্রযুক্ত শব্দ-সমষ্টিকে ভাষা বলে। সহজভাবে বলতে গেলে -

- ভাষা মানব সমাজে বিদ্যমান এবং সমাজেই এর বিকাশ ঘটে;
- ধ্বনি ভাষার মূল উপাদান;
- অর্থবহ ধ্বনিসমষ্টি একটি ভাষার গৃহীত শব্দ;
- প্রতিটি শব্দ একটি অর্থ প্রকাশ কওে;
- শব্দ বাক্যে ব্যবহার হয়ে বিশিষ্টার্থক হয়;
- ভাষার মূল ভিত্তি হলো বাক্য।

ভাষা একটি সমাজ ও জাতির সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং পারস্পরিক সংযোগের প্রধান বাহন। কার্যকর সংযোগ মাধ্যম হিসেবে ভাষা ব্যবহারের বিভিন্ন দক্ষতা অর্জন অপরিহার্য। 'দক্ষতা' বলতে ব্যবহারিক ক্ষমতাকে বোঝানো হয়।

আমরা জানি, ভাষার দক্ষতা চারটি। শোনা, বলা, পড়া ও লেখা। যেকোনো ভাষা শিখতে হলে এ চারটি দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। শিশু তার নিকট পরিবেশ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে শোনা ও বলার দক্ষতা দক্ষতা অর্জন করে। বিদ্যালয়ে এসে আনুষ্ঠানিক পরিবেশে শোনা ও বলার সঙ্গে সঙ্গে পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করে। যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ উপায় বা মাধ্যম হলো ভাষা। শ্রেণিকক্ষে ভাষা শেখানোর জন্য কয়েকটি পর্যায় অনুসরণ করা হয়।

- প্রথম পর্যায়ে শিশুকে শুনতে দিতে হয়।
- দ্বিতীয় পর্যায়ে তাদের বলতে দিতে হয়।
- তৃতীয় পর্যায়ে ভাষার লিখিত রূপ পড়তে দিতে হয়।
- চতুর্থ পর্যায়ে শিশুকে লিখতে দিতে হয়।

এভাবেই শোনা, বলা, পড়া ও লেখা অনুশীলনের মাধ্যমে শিশুরা ভাষা শেখার কাজটি করে। ভাষাদক্ষতা অর্জনে (Language acquisition) শ্রেণিকক্ষে শোনা, বলা, পড়া ও লেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত দক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার জন্য পর্যায়ক্রমে শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়।

কোনো শিশুর যোগাযোগ ও বিকাশের ক্ষমতার জন্য ভাষাদক্ষতা অপরিহার্য। এই দক্ষতাগুলোই শিশুকে তার চারপাশের লোকজন, পরিবেশ ও শ্রেণিকক্ষে যোগযোগ করতে সহায়তা করে। ভাষাদক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশু কতগুলো শব্দ নিয়মানুযায়ী একত্র করে মনের ভাব ও অনুভূতি বলে বা লিখে প্রকাশ করে।

| অংশ-খ | ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (শোনা ও পড়া) |
|---|---|

**শোনার দক্ষতা বিকাশের কৌশল**

শোনার দক্ষতা অর্জনের যে প্রক্রিয়াগুলো রয়েছে তার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করার জন্য আমাদের অবশ্যই কথ্য ভাষার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য বিবেচনা করা দরকার, যা লেখার দক্ষতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো একটি লেখা বার বার পড়ে তার অর্থ উদ্ধার করা সম্ভব হয়; কিন্তু কোনো কথা একবার বলা হয়ে গেলে তা আর শোনার উপায় থাকে না। সুতরাং শ্রোতাকে অবশ্যই বক্তার কথা শুনে তাৎক্ষণিকভাবে তার অর্থ বুঝে নিতে হবে। আলাপচারিতা অথবা কোনো কথা বলার সময় শ্রোতা যেন তাৎক্ষণিকভাবে সে কথার মর্মোদ্ধার করতে পারে সে বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য শিশুদের বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে সক্ষম করে তোলা যেতে পারে। একজন বলবে, অন্যজন তা শুনে লিখবে, আর দুজন তা পরিমার্জন করবে, এভাবে যদি ধারাবাহিকভাবে শিশুদের কাজ দেওয়া যায় তাহলে এধরনের কাজ থেকে শিশুরা অবশ্যই শোনা দক্ষতার উন্নয়ন করতে সক্ষম হবে। এ পরিপ্রেক্ষিতে নিচের কাজগুলো বিশেষভাবে অনুশীলন করা যেতে পারে-

- আদেশ, নির্দেশ পালন করতে দিয়ে;
- গল্প/গল্পের অংশ শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;

- সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে প্রশ্ন করতে দিয়ে;
- নাটিকা ও নাট্যাংশ শুনিয়ে বা দেখিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;
- অডিও, টিভি ও ক্যাসেট শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;
- কথোপকথন/ বক্তৃতা শুনিয়ে প্রশ্ন করে তার উত্তর বলতে ও লিখতে দিয়ে;
- কোনো বিষয়বস্তু শুনিয়ে তার উপর কোনো কাজ সম্পাদন করতে দিয়ে শিক্ষক শোনা দক্ষতা বিকাশে সহায়তা করবেন।

**পড়ার দক্ষতা বিকাশের কৌশল**

ভাষার চারটি দক্ষতার মধ্যে শোনা ও পড়া গ্রহণমূলক দক্ষতা (Receptive skills) এবং বলা ও লেখা প্রকাশমূলক দক্ষতা (Productive skills) শুনে ও পড়ে আমরা সাধারণত তথ্য গ্রহণ করি। আর বলে ও লিখে আমরা গৃহীত তথ্য প্রকাশ করি। গ্রহণমূলক দক্ষতা অর্থাৎ শোনা ও পড়া দক্ষতা অনুশীলন করানোর তিনটি পর্যায় রয়েছে-

- **শোনা ও পড়ার আগের কৌশল:** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠসংশ্লিষ্ট ছবি বা শিরোনাম দেখিয়ে ছড়া বা কবিতা বা গল্পটি কী সম্পর্কে লেখা তা অনুমান (prediction) করতে দিতে পারেন।
- **শোনা ও পড়ার সময়ের কৌশল:** এই পর্যায়ে শিক্ষক শোনা ও পড়ার সময় পাঠটি সম্পর্কে সাধারণত ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠের কিছু প্রশ্ন বা কথোপকথন বা মজার কোনো অংশ উল্লেখ করতে পারেন। শ্রুত বা পঠিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়ার জন্য পাঠে দ্রুত চোখ বুলিয়ে যাওয়া (skimming) একটি গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। সাধারণত পাঠ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা নিতে ও গুরুত্বপূর্ণ জায়গা খুঁজে বের করতে এটি সরব পাঠের আগে করা হয়।
- **শোনা ও পড়ার পরের কৌশল:** এই পর্যায়ে শিক্ষক পাঠটির মূল ধারণা বা বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য কিছু প্রশ্ন বা আলোচনার ব্যবস্থা করতে পারেন। নীরব পাঠের সময় কোনো সুনির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়ার ক্ষেত্রে (scanning) ক্ষেত্রে এটি করা হয়। এক্ষেত্রে তিন ধরনের প্রশ্ন করা হয়; সরাসরি-উত্তর প্রশ্ন (Literal question), বিকল্প-উত্তর প্রশ্ন (inferential question) ও মুক্ত-উত্তর প্রশ্ন (open ended question)

**শিক্ষার্থীদের পড়ার জন্য প্রয়োজনীয় শব্দজ্ঞান বৃদ্ধির কৌশল: পাঠ্যবইয়ের নতুন শব্দ**

শিশুর পড়া ও লেখা দক্ষতা অর্জনে শব্দজ্ঞান জরুরি। এজন্য শিক্ষক শিশুকে পাঠে ব্যবহৃত নতুন বা কঠিন শব্দের অর্থ বুঝতে সহায়তা করবেন। তাছাড়া শিক্ষার্থীরা যাতে নিজেরাই নতুন নতুন শব্দ সঠিক বানানে ও শুদ্ধ উচ্চারণে পড়ে অর্থ খুঁজে বের করতে পারে এবং প্রয়োজন অনুসারে বাক্যে ব্যবহার করতে পারে সেই দক্ষতা বৃদ্ধিতে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

### ভাষার কাঠামো শিখতে সহায়তা করা ও শব্দ তৈরি

শিশুদের নতুন শব্দ শিখতে সহায়তা করার একটি কার্যকর পদ্ধতি হলো শব্দের মূল অংশ চিনতে সহায়তা করা। এক্ষেত্রে প্রথম দিকে শিশুর পরিচিত শব্দ থেকে কোনো একটির মূল অংশ ব্যবহার করে নতুন শব্দ তৈরি করার খেলার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যেমন– 'ক' শিশুর কাছে একটি পরিচিত শব্দ, এটিকে মূল শব্দ বা শব্দাংশ বিবেচনা করে নতুন শব্দ তৈরির কৌশল দেওয়া হলো–

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এভাবে যেকোনো একটি মূল শব্দ বা শব্দাংশ (শুরু/শেষ) দিয়ে নতুন শব্দ তৈরির খেলা করা যায়। এর মাধ্যমে শিশুরা নতুন নতুন শব্দ গঠন করতে শেখে।

**প্রাসঙ্গিক ধারণার ব্যবহার**

কোনো অপরিচিত শব্দ সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক ধারণা দিয়ে এর অর্থ বোঝানো যায়। যেমন–কোনো পাঠে 'স্থানান্তর' শব্দটি শিক্ষার্থীর কাছে নতুন। এর আভিধানিক অর্থ "কোনো কিছুর অবস্থানের পরিবর্তন" অর্থাৎ এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাওয়া। কিন্তু এ অর্থ শিশুর কাছে প্রথম অবস্থায় নিরর্থক হবে। যতক্ষণ না সে এর প্রকৃত অর্থ বুঝতে পারে। তাই শব্দটির অর্থ বোঝাতে সহজ উদাহরণ বা বাস্তব প্রেক্ষাপট দিয়ে ব্যাখ্যা করলে তা শিখনে সহায়ক হবে।

**একই শব্দ খুঁজে বের করা**

যেকোনো নতুন শব্দ মাত্র একবার পড়ে মনে রাখা খুবই কঠিন। পড়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো পাঠে বা অন্যান্য কাজে নতুন শব্দটি ব্যবহার করা যায়। এমনকি ঐ মাসের পাঠ্য বিষয় থেকে এরূপ অপরিচিত শব্দগুলো শনাক্ত করে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের দৃষ্টিসীমার মধ্যে শব্দকোষ বা শব্দের ক্যালেন্ডার হিসেবে তৈরি করে টাঙিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে শিশুরা অপরিচিত শব্দটি বারবার দেখার সুযোগ লাভ করবে।

| অংশ-গ | শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা ও পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা |
|---|---|

**শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (শোনা ও পড়া) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা:** প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিশুর বয়স অনুযায়ী ভাষার বিকাশের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে। এই স্তরে গ্রহণমূলক ভাষাদক্ষতা শোনার দক্ষতা উন্নয়নে জোর দিতে হবে। প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে (প্রাক-প্রাথমিক থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি) ভাষাদক্ষতা শোনার প্রতি জোর দিতে হবে। এরপর ধীরে ধীরে পড়ার প্রতি জোর দিতে হবে।

শিশু তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশে প্রতিনিয়ত শুনে শুনে এক ধরনের দক্ষতা অর্জন করে বিদ্যালয়ে আসে। মাতৃভাষায় দক্ষতা অর্জন করার প্রধান উপায় শোনা। ধ্বনির পার্থক্য, আদেশ, নির্দেশ ইত্যাদি বিষয় তার শোনার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়। শোনা শুধুমাত্র ধ্বনি, শব্দ, বাক্য বা কোনো ধারাবাহিক বর্ণনা নয়- শোনার পর সেই বিষয়ে শিশুর সঠিক প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি মুখ্য।

**শ্রেণিকক্ষে শোনার দক্ষতা অনুশীলন**

প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের শোনার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন প্রয়োজন। কেননা প্রাথমিক স্তর ভাষা-শিক্ষার জন্য উত্তম সময়। শ্রেণিকক্ষে শোনার-দক্ষতা অনুশীলনে শিক্ষকের করণীয়-

**উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি**

শ্রেণিকক্ষে শোনার অনুশীলনের জন্য শোনার উপযোগী একটি পরিবেশ আবশ্যক। কোলাহলমুক্ত পরিবেশ, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর আদর্শ অনুপাত শোনার দক্ষতা অনুশীলনের অন্যতম শর্ত। এক্ষেত্রে শিক্ষক ভাষাশিক্ষা ল্যাবরেটরি, সাউণ্ড-সিস্টেম, অডিও-ভিডিও ব্যবহার করতে পারেন।

**আগ্রহ সৃষ্টি**

শোনার দক্ষতা অনুশীলনের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে। শিক্ষকের বক্তৃতামূলক পাঠদানের পর কুইজ প্রতিযোগিতা করে পুরস্কার দিলে শিক্ষার্থীদের পাঠের প্রতি অধিক মনোযোগ ও শোনার দক্ষতা বৃদ্ধি পাবে।

**আকর্ষণীয় বিষয়**

শিক্ষক শ্রেণিতে শোনাকে আকর্ষণীয় ও কার্যকর করার জন্য বিভিন্ন ধরনের উপকরণের ব্যবহার করতে পারেন। যেমন- অডিও-ভিডিও, মোবাইল ফোন, টেপ রেকর্ডার, টেলিভিশন, মাল্টিমিডিয়া ইত্যাদি।

**শিক্ষকের বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপন কৌশল**

শ্রেণিতে শোনার অনুশীলনের জন্য শিক্ষকের বাচনভঙ্গি ও উপস্থাপনা অর্থাৎ কণ্ঠস্বর স্পষ্ট ও নির্ভুল উচ্চারণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকের বক্তব্য শুনে শিক্ষার্থীরা শেখে। এছাড়াও শোনার দক্ষতা বৃদ্ধিও জন্য শিক্ষক শ্রেণিতে শ্রুতলিখন, গল্প বলা, বক্তৃতা, আবৃত্তি, কথোপকথন ইত্যাদির আয়োজন করতে পারেন।

| অধিবেশন: ০৩ | ভাষাদক্ষতা বিকাশ (প্রকাশমূলক দক্ষতা: বলা ও লেখা) |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (বলা ও লেখা) ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (বলা ও লেখা) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা।

**উপকরণ:** পিপিটি স্লাইড, বাংলা পাঠ্যপুস্তক (২য় থেকে ৫ম শ্রেণি), পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র।

| অংশ-ক | ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (বলা ও লেখা) | সময়: ১ ঘণ্টা |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, বলে ও লিখে আমরা তথ্য বা ভাব প্রকাশ করি। প্রকাশমূলক দক্ষতা অর্থাৎ বলা ও লেখা দক্ষতা অর্জন কৌশল আলাদা। বলার ক্ষেত্রে সঠিকভাবে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্যের উচ্চারণে বা সাবলীলতায় জোর দিতে হয়।
২. এবার বলার দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক থেকে ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য উচ্চারণের কয়েকটি উদাহরণ দিন। বলুন, বলার দক্ষতার বিকাশে অনুশীলন জরুরি। এই অনুশীলন একাকী, জোড়ায় ও দলে হতে পারে। ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য অনুশীলনের প্রতিটি পর্যায়েই হতে পারে। যেমন- বর্ণ ও শব্দ উচ্চারণ, ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি, গল্প বলা ইত্যাদি।
৩. বলার দক্ষতা বিকাশের জন্য তথ্যপত্রে প্রদত্ত কৌশলসমূহ প্রশিক্ষণার্থীদের দলে ভাগ করে দিয়ে এক এক দলকে দুটি বা তিনটি করে বিষয় দিয়ে বাস্তবায়নের উপায় নিয়ে আলোচনা করতে বলুন এবং উপস্থাপনার জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। এই কাজের জন্য নির্দিষ্ট সময় দিন।
৪. দলগত কাজ শেষ হলে উপস্থাপনের জন্য আহবান করুন। কোনো অস্পষ্টতা থাকলে আলোচনার মাধমে বিষয়টি স্পষ্ট করুন।
৫. এবার বলুন, লেখার দক্ষতা বিকাশে অনুশীলনের পর্যায় তিনটি। যেমন: নিয়ন্ত্রিত, নির্দেশিত ও মুক্ত লেখা। তথ্যপত্র ব্যবহার করে পিপিটি প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করুন।

| অংশ-খ | শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (বলা ও লেখা) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. 'শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (বলা ও লেখা) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা কী হতে পারে'? প্রশিক্ষণার্থীদের চিন্তা করে খাতায় পয়েন্ট আকারে লিখতে বলুন।
২. এরপর জোড়ায় আলোচনা করতে বলুন।
৩. কয়েক জোড়ার নিকট থেকে শুনুন।
৪. তথ্যপত্র থেকে পয়েন্টগুলো প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে তুলে ধরুন। যাদের সাথে যেগুলো মিলেছে, কীভাবে বাস্তবায়ন করা যাবে বলতে বলুন।
৫. সকলের সাথে আলোচনার মাধ্যমে শিক্ষকের ভূমিকা নির্ধারণ করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. ভাষাদক্ষতা (বলা ও লেখা) বিকাশের কৌশল কী কী?
২. শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (বলা ও লেখা) বিকাশে শিক্ষকের দুটি ভূমিকা বলুন।

| সহায়ক তথ্য: ০৩ | অধিবেশন-০৩: ভাষাদক্ষতা বিকাশ (প্রকাশমূলক দক্ষতা: বলা ও লেখা) |
|---|---|

| অংশ-ক | ভাষাদক্ষতা বিকাশের কৌশল (বলা ও লেখা) |
|---|---|

**১. বলা দক্ষতা:** কথা বলতে শেখার প্রাথমিক স্তরে শিশু তার বাগযন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি উচ্চারণ করে। এ ধ্বনিগুলো কোনো বিষয় বা বস্তুর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে। অর্থপূর্ণ ধ্বনিগুলোই একটি ভাষার শব্দাবলি। এ শব্দাবলি পরিপূর্ণ অর্থ প্রকাশ করে বাক্যে। শিশুর মুখে উচ্চারিত ধ্বনি সমষ্টি ভাষার এক একটি বাক্য। পরিবেশের পরিধি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিশুর কথা বলার দক্ষতা বাড়তে থাকে। বিদ্যালয়ে আসার পূর্বে যেকোনো স্বাভাবিক শিশু ২৫০০ শব্দ শিখে ফেলে এবং পূর্ণ বাক্যে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে।

**বলার দক্ষতা বিকাশের কৌশল**

শিশুকাল থেকে পর্যাপ্ত সহায়তা দিয়ে শিক্ষার্থীর বলার দক্ষতার উন্নয়ন সাধন করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয়তার নিরিখে পর্যাপ্ত সহায়তা দেবেন। যেমন- শিক্ষার্থী যদি পূর্ণ বাক্যে অথবা অর্থবহভাবে কোনো কথা না বলে তাহলে অর্থবহভাবে কথাটি বলে দেবেন। তবে ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। ভুল শব্দ, বাক্য শুদ্ধভাবে পুনরায় বলবেন। প্রসঙ্গ বহির্ভূতভাবে কোনো শব্দ ব্যবহার করা হলে প্রসঙ্গ অথবা ক্ষেত্রটি বর্ণনা করবেন। বলার দক্ষতা অর্জনের কতিপয় কৌশল -

- প্রশ্ন করতে ও উত্তর বলতে দেওয়া
- ছবি/চিত্রের বিষয়বস্তু বলতে বা প্রশ্ন করে উত্তর বলতে দেওয়া
- গল্প শুনে বলতে দেওয়া
- গল্পভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর বলতে দেওয়া
- ছবি সাজিয়ে গল্প বলতে দেওয়া
- অভিজ্ঞতা বর্ণনা করতে দেওয়া
- নির্দেশ প্রদান করতে দেওয়া
- ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে দেওয়া
- নিজের সম্পর্কে বলতে দেওয়া
- ধারাবাহিক গল্প বলতে দেওয়া
- নির্ধারিত বিষয়ে বা উপস্থিত বক্তৃতা উপস্থাপন করতে দেওয়া
- খবর পাঠ করতে দেওয়া।

**২. লেখা দক্ষতা:** ভাষা শেখার চতুর্থ ও শেষ স্তর হল 'লেখা'। ভাষার লিখিত রূপটি পড়তে পারার পর তা লিখতে পারার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। ভাষা শেখার শেষ পর্যায় লিখিতভাবে মনের ভাব প্রকাশ করা। আমাদের মনে নিত্য নতুন ভাবের উদয় হয়। চিন্তা ও কল্পনায় আমরা কতকিছু রচনা করি। কিন্তু এগুলো স্থায়ী হয় না। মৌখিকভাবে প্রকাশ করলেও তা অনেকের মনে থাকে না। এভাবে আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও মুখের কথা হারিয়ে যায়। কিন্তু ভাবনাগুলোর যদি লিখিত রূপ দেওয়া যায়, তবে তা স্থায়ী হয়ে থাকে, আর হারিয়ে যেতে পারে না। এভাবে এক জাতির অর্জিত জ্ঞান অন্য জাতির নিকট পৌঁছায়, এক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্য যুগের মানুষ লাভ করে থাকে। সুতরাং প্রতিটি শিশুকে লেখার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে, যেন সে মনের ভাব লিখিতভাবে প্রকাশ করতে পারে।

**লেখার দক্ষতা অনুশীলনের কৌশল**

লেখার দক্ষতা অনুশীলনের তিনটি পর্যায় আছে। যেমন-

- **নিয়ন্ত্রিত লেখা:** শিক্ষক নিয়ন্ত্রিতভাবে পূর্বনির্ধারিত বর্ণ বা শব্দ লিখতে বলতে পারেন। যেমন, নিয়ম মেনে বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত খাই)। নিয়ন্ত্রিত লেখা শুদ্ধতার জন্য করা হয়।
- **নির্দেশিত লেখা:** শিক্ষার্থী অনেকটা স্বাধীনভাবে বর্ণ বা শব্দ লিখতে পারে। যেমন, বর্ণ লেখা ও শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া (আমি ভাত ..., এখানে খাই, চাই হতে পারে)। আবার শিক্ষক কোনো ছবি দেখিয়ে কোনো একটি নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো অনুসরণ করে কয়েকটি বাক্য লিখতে দিতে পারেন।

- **মুক্ত লেখা:** শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে শব্দ ও বাক্য লিখতে পারে। কোনো একটি গল্প বা কবিতা পড়ানোর পর এটি নিজের ভাষায় বর্ণনা লিখতে দিতে পারেন। আবার গল্প বা কবিতার নির্দিষ্ট কোনো চরিত্রের জায়গায় **তুমি হলে কী করতে?** এমন প্রশ্নের উত্তর লিখতে দিতে পারেন। কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে বর্ণনা লিখতে দেওয়া।

প্রাথমিক স্তরে লেখার দক্ষতা বিকাশের উল্লিখিত তিনটি পর্যায় অনুসরণ করে মূলত প্রাক-লিখন ও বর্ণ লেখা, বর্ণ যুক্ত করে শব্দ লেখা, শব্দ সাজিয়ে বাক্য লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখার কাজগুলো করা হয়ে থাকে।

| অংশ-খ | শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা (বলা ও লেখা) বিকাশে শিক্ষকের ভূমিকা |
|---|---|

**বলা শিখনে শিক্ষকের করণীয়**

কথা বলা একটি শিল্প, একটি দক্ষতা। বলা মানে বাকপটুতা নয়। বলার দক্ষতা এমনি এমনি আসে না। এর জন্য অনুশীলন করা প্রয়োজন। অনুশীলনের মাধ্যমে বলা দক্ষতা অর্জনের জন্য শ্রেণিকক্ষ একটি আদর্শ জায়গা। এখানে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের বলা-দক্ষতা অর্জন শিক্ষক কেন্দ্রিক। শ্রেণিকক্ষে আঞ্চলিক ভাষা পরিহার করে শুদ্ধ ভাষায় বলা, কারণ শিক্ষকের ভাষা শুনে এবং তাঁকে অনুকরণ করে শিক্ষার্থীরা ভাষা শেখে;

- শিক্ষার্থীদের বলার জন্য শিক্ষক উৎসাহ প্রদান করবেন;
- শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার না করা;
- শিক্ষার্থীর উচ্চারণে ভুল-ত্রুটি ধরিয়ে দেওয়া এবং সঠিক উচ্চারণে সুস্পষ্টভাবে বলতে সহায়তা করা;
- গুছিয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে শেখাবেন;
- সহজ ভাষায় বলতে শেখাবেন;
- বলার সময় ভাষা-দূষণ যাতে না ঘটে সে ব্যাপারে শিক্ষার্থীদের সচেতন করে তুলবেন;
- শিক্ষার্থীদের বলার সময় প্রাসঙ্গিক অঙ্গভঙ্গি করতে শেখাবেন।

**এজন্য যেসকল কার্যক্রম করবেন-**

**কথোপকথন**

শিক্ষার্থীদের মধ্যে কথোপকথন বা আলাপচারিতা সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষক শ্রেণিতে বলা অনুশীলন করাতে পারেন। দুজন শিক্ষার্থীর মধ্যে যখন কথোপকথন চলবে তখন অন্য সকল শিক্ষার্থী তাঁদের কথোপকথন শুনবে। কথোপকথন চলাকালে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের ঐ কথোপকথনের বিষয়ের ওপর এবং শিক্ষার্থীদের ভাষাগত দিকের ওপর খেয়াল রাখবেন।

যারা খুব ভালো বলেন তারা খুব দায়িত্ববান, সত্যনিষ্ঠ এবং সহনশীল বা সহমর্মী হন। বলার সময় উগ্রতা পরিহার করে, যুক্তিবাদী হতে হয়। আসলে বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনা কথোপকথনের মূলকথা।

**গল্প বলা**

গল্প বলার মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে বলা অনুশীলন করা যেতে পারে। শিক্ষক শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের গল্প বলতে বলবেন। গল্প বলার সময় শিক্ষার্থীর উপস্থাপনা, শব্দের উচ্চারণ, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদির শুদ্ধতা লক্ষ করবেন।

**বক্তৃতা**

বক্তৃতা প্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অংশগ্রহণের মনোভাব তৈরি হয় এবং নেতৃত্বের গুণ বৃদ্ধি পায়। তবে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীদের বক্তৃতার বিষয় হবে সহজ, আকর্ষণীয় ও সুনির্দিষ্ট। বক্তৃতার বিষয়ের ভাবের ক্রমবিকাশ, আবেগ-অনুভূতি, শব্দ চয়ন, আঞ্চলিকতা, অঙ্গভঙ্গি ইত্যাদি দিক খেয়াল রাখতে হবে।

**আবৃত্তি**

শিশু-শিক্ষার্থীরা ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি করতে পছন্দ করে। শিক্ষক শ্রেণিতে শিক্ষার্থীদের আবৃত্তির অনুশীলন করাতে পারেন। ছড়া ও কবিতা আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের নিকট একটি উপভোগ্য বিষয়। কার্যত শিক্ষার্থীরা ছড়া, কবিতা আবৃত্তি শুনে শুনেই আবৃত্তি করতে শিখে ফেলে। শিক্ষক সুন্দর করে ছড়া, কবিতা আবৃত্তি করবেন এবং শিক্ষার্থীদেরকে মনোযোগ সহকারে আবৃত্তি শুনতে বলবেন। আবৃত্তি শেষে শিক্ষক শিক্ষার্থীরা অনুরূপভাবে আবৃত্তি করতে পারছে কিনা সেটা লক্ষ করবেন।

**বির্তক**

বিদ্যালয়ে/শ্রেণিকক্ষে বিতর্ক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বলা দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়। বিতর্ক হলো এক ধরনের প্রতিযোগিতামূলক আলোচনা। বিতর্কে সাধারণত একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর বক্তা নিজের দলের পক্ষে অবস্থান নিয়ে যুক্তিপূর্ণ তথ্য উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। এতে করে বক্তার যুক্তিপূর্ণভাবে কথা বলার দক্ষতার উন্নয়ন ঘটে।

**লিখন শিখনে শিক্ষকের করণীয়**

- লেখার বিষয়ে আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা;
- শিক্ষার্থীদের নিজের অভিজ্ঞতা কাজে লাগানোর সুযোগ সৃষ্টি করা;
- শিক্ষকের ওপর নির্ভরশীল করে না তোলা;
- পঠনের ওপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া।

**লেখার পূর্ব-প্রস্তুতি ও লেখার উপ-দক্ষতা**

প্রত্যেক শিশুই সহজাতভাবে বিভিন্ন কাজের মাধ্যমে লেখার প্রাথমিক যাত্রা শুরু করে। ধুলোবালি নিয়ে নাড়াচাড়া করা, দুহাতে বালি টেনে স্তূপ তৈরি করা, আঙুল কিংবা কাঠি দিয়ে ধুলোবালির ওপর আঁচড় কাটা ইত্যাদি কাজের মধ্য দিয়েই তার লেখার জন্য পেশিগুলো কর্মক্ষম হতে থাকে। এভাবেই শিশুর কাছে লেখার প্রমিত রূপটি পর্যায়ক্রমে উন্মোচিত হয়।

**লেখার পূর্ব-প্রস্তুতিমূলক কাজ**

- হিজিবিজি আঁকা
- উপর-নিচে দাগ দেওয়া
- পাশাপাশি দাগ দেওয়া
- ডট (.) চিহ্ন দেওয়া
- অর্ধ-গোলাকার দাগ দেওয়া
- গোলাকার দাগ দেওয়া
- রেখা দ্বারা আবদ্ধ করা ইত্যাদি।

**শিশুর প্রাক-লিখন দক্ষতার উন্নয়ন**

- আঁচড় কাটা বা হিজিবিজি আঁকার মধ্য দিয়েই একটি শিশুর লেখা আরম্ভ হয়। তারপর থেকে সে দাগ টানতে শুরু করে। প্রায় ১৮ মাস বয়স থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সে দাগ টানার সামর্থ্য অর্জন করে।

- প্রায় ২ বছর বয়স থেকে শিশু আনুভূমিকভাবে (পাশাপাশি) রেখা টানার পূর্বেই উল্লম্বভাবে (উপর থেকে নিচে) দাগ টানতে শুরু করে। আড়াই বছর পর্যন্ত সে এভাবেই চলতে থাকে। প্রায় ৩ বছর থেকে শিশু গোলাকার দাগ দিতে সমর্থ হয়।

- প্রায় সাড়ে তিন বছর বয়সে শিশুরা দেখে দেখে বর্ণ আঁকতে চেষ্টা করে। তারা তখন থেকে ডট (.) দিয়ে আঁকা কোনো চিত্র দেখে আঁকার চেষ্টা করে। যদিও এক্ষেত্রে তাদের আঁকা চিত্রের কোণগুলো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃত্ত চাপের ন্যায় ঘোরানো রূপ লাভ করে।

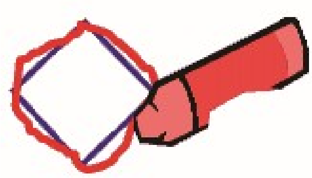

- যোগ চিহ্ন দেওয়ার সামর্থ্য অর্জিত হয় শিশুর প্রায় ৪ বছর বয়সে। সুচারুভাবে না হলেও তখন থেকে শিশুরা ডট (.) অনুসরণ করে বর্গ এবং ত্রিভুজ আঁকতে পারে। প্রায় ৫ বছর বয়সের আগেই সে সাধারণভাবে বর্গক্ষেত্র আঁকতে পারে এবং ডট (.) চিহ্ন দেওয়া ডায়মন্ড আকৃতি দাগ টেনে সম্পূর্ণ করতে পারে।

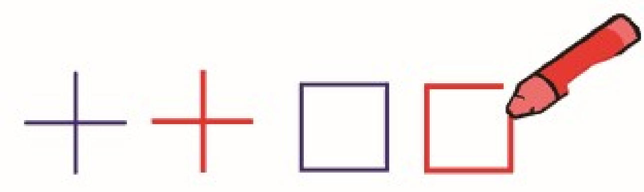

- পরবর্তী প্রায় ১ বছরের মধ্যেই শিশুরা এক্ষেত্রে অনেক দক্ষতা অর্জন করে এবং সমর্থ হয়ে ওঠে। এর মধ্য দিয়েই শিশুরা ধীরে ধীরে বর্ণ আঁকতে ও লেখার দক্ষতা অর্জনের পথে পা দেয়।

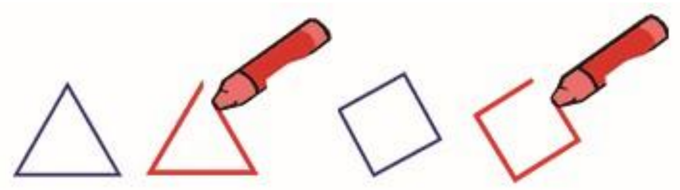

প্রকাশমূলক দক্ষতার অন্যতম দক্ষতা হলো লেখা। আমরা যা মুখে বলি 'লেখা' অর্থ শুধুমাত্র সেটাই প্রকাশ করা নয়। অধিকন্তু এর মাধ্যমে আমরা ধারণা ব্যক্ত করি, চিন্তা ও অনুভূতিকে প্রকাশ করি এবং অন্যের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করি। লেখা-দক্ষতার মাধ্যমে সার্থক যোগাযোগ করতে প্রচুর অনুশীলন প্রয়োজন।

| অধিবেশন-৪ ও ৫: | বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

খ. তৃতীয় শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘন্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, মাইন্ডম্যাপ, দলগত কাজ, উপস্থাপন, আলোচনা।

**উপকরণ:** পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি), পোস্টার পেপার, মার্কার কলম, কর্মপত্র।

| অংশ-ক | প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা | সময়: ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন। বিষয়বস্তু সংশ্লিষ্ট আনন্দদায়ক কোনো কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে অধিবেশনে শিখন পরিবেশ সৃষ্টি করুন।

১. 'ভাববস্তু ও বিষয়বস্তু' কী? কয়েকজনের নিকট থেকে শুনে ধারণা স্পষ্ট করুন।
২. 'বাংলা বিষয়ের ভাববস্তু ও বিষয়বস্তুগুলো' কী? বোর্ডের মাঝখানে লিখে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন। সকলের উত্তর শুনে একটি মাইন্ডম্যাপ তৈরি করুন।
৩. সহায়ক তথ্যপত্র থেকে বিষয়টি পরিষ্কার করুন।
৪. অংশগ্রহণকারীদেও কয়েকটি দলে ভাগ করুন।
৫. প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির একটি বাংলা পাঠ্যপুস্তক নিয়ে **ছক-খ** অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করতে বলুন। সময় নির্ধারণ করে দিন।
৬. দলীয় কাজ শেষে দৈবচয়নের মাধ্যমে যেকোনো একটি দলকে কাজ উপস্থাপন করতে বলুন;
৭. প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন।

**প্রাক-প্রাথমিক/প্রথম শ্রেণি/দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা ছক:**

| পাঠ | পাঠের শিরোনাম/ বিষয় | পিরিয়ড সংখ্যা | বিষয়বস্তু | ভাববস্তু | শিখনফল | উপকরণ | পাঠদান পদ্ধতি/ কৌশল |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | | | | | | | |
| ২. | | | | | | | |
| ৩. | | | | | | | |
| ৪. | | | | | | | |

(**বিশেষ দ্রষ্টব্য:** অধিবেশন-৫ পরিচালনার জন্য তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা নির্বাচন করুন এবং **অধিবেশন-০৪** এর ধাপগুলো অনুসরণ করুন।)

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকার মধ্যে সম্পর্ক কী?
২. পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা সম্পর্কে কেন শিক্ষকের পরিপূর্ণ ধারণা থাকা প্রয়োজন?

| সহায়ক তথ্য: ৪ ও ৫ | অধিবেশন-৪ ও ৫: বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা |
|---|---|

| অংশ-ক | প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা |
|---|---|

**ভাববস্তু**

বাংলা বিষয়ের বিষয়বস্তু মূলত কতকগুলো সুনির্দিষ্ট ভাববস্তুর উপর রচিত। ভাববস্তু হচ্ছে কোনো লেখার মূল ধারণা। মূলত ঐ ধারণাকে কেন্দ্র করেই লেখাটির পরিকল্পনা করা হয়। তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষাক্রমে বাংলা বিষয়ে যে ভাববস্তু নির্ধারণ করা হয়েছে তা হলো – দেশপ্রেম/ দেশাত্মবোধ, গ্রামীণ ও নগরজীবন, প্রকৃতি, অভিযান, ভ্রমণ, খেলাধুলা, দেশ-পরিচয়, পোষা-অপোষা পশুপাখি ও জীবজন্তু, নদী-সাগর-পাহাড়, মহৎ জীবন, অধ্যবসায়, শিষ্টাচার, মানবপ্রেম, মাতৃভাষা, ভাষা-আন্দোলন, জাতীয় দিবস, নৈতিকতা, সমাজজীবন, মুক্তিযুদ্ধ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব, নিরাপদ জীবনযাপন।

এখন যদি প্রশ্ন করা হয়, নিরাপদ জীবনযাপন ভাববস্তুর ওপর ভিত্তি করে কোন শ্রেণিতে কোন বিষয়টি রচনা করা হয়েছে? বিষয়গুলো ভালোভাবে পড়লেই তা বোঝা যাবে পর্যালোচনা সঠিক আছে। কিন্তু একটু বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টি দিয়ে পড়লে বোঝা যাবে এ বিষয়টি হয়তো অন্য কোনো ভাবকেও স্পর্শ করেছে। যেমন মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে কোনো লেখায় নীতিকথার ছোঁয়া থাকতে পারে। অথচ নীতিকথা অন্য একটি ভাববস্তু।

**বিষয়বস্তু**

নির্দিষ্ট কোনো ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তু উপস্থাপনে লেখক সাধারণত কতকগুলো মাধ্যম ব্যবহার করেন। এ মাধ্যমগুলো হচ্ছে ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক, কথোপকথন, চিঠি, দরখাস্ত ইত্যাদি। বিষয়বস্তু উপস্থাপনের জন্য এগুলো হচ্ছে সাহিত্যরূপ। কোনো বিষয়বস্তুতে শিল্পরূপ দানের জন্য ভাষার যে আঙ্গিক নির্মাণ করা হয় তাই সাহিত্যরূপ। এই রূপগুলো একে অপরের থেকে আলাদা। ভিন্ন ভিন্ন এ সাহিত্যরীতি বিষয়বস্তুর আদল ও আবেদন দুই-ই পাল্টে দেয়। বিষয়বস্তুর এই ভিন্নতা সাহিত্যের অত্যন্ত পরিচিত একটি রূপ। বিষয়বস্তুর এই ভিন্নতা শিশুর ভাষা শিখনে বৈচিত্র্য আনে।

ভাববস্তু অনুযায়ী বিষয়বস্তুর এই বিভিন্নতা শিক্ষার্থীর শিখনে যেমন প্রভাব ফেলে তেমনি শিক্ষকের শেখানোর ক্ষেত্রেও প্রভাব ফেলে। ফলে বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠ উপস্থাপনে শিক্ষকের সচেতন থাকা খুবই প্রয়োজন। কেননা ছড়া বা কবিতা যেমন করে পড়াতে হবে তেমনি করে কি গল্প বা প্রবন্ধ পড়ানো যায়? আবার সব গল্পই কি একই ঢঙে পড়ানো যায়? না। কেন এমনটি হয় আমরা কি কখনো ভেবে দেখেছি? বস্তুত শিক্ষক বিষয়বস্তুর বর্ণনা অনুযায়ী পাঠ উপস্থাপন করে থাকেন।

এবার ভেবে দেখি, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা এই ছড়া, কবিতা, গল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আসলে কী শেখে? আর তাদের মননধারার কী উন্নয়নের জন্য তারা অনুশীলন করে? সবচেয়ে বড় কথা হলো, এই বিষয়বস্তুগুলোর মাধ্যমে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কতকগুলো শিখনফল তথা শ্রেণিভিত্তিক অর্জন-উপযোগী যোগ্যতা অর্জন করে। মূলত এই অর্জন শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতাগুলো আয়ত্ত করার মাধ্যমে বাংলা বিষয়ের প্রান্তিক যোগ্যতা অর্জনে সহায়তা করে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা কেবল সাহিত্য পড়ে তার অন্তর্নিহিত ভাবই বোঝে না বরং সাহিত্যের মাধ্যমে অপরাপর ভাষাদক্ষতাগুলোরও উন্নয়ন করে। ভাষাচর্চা ও সাহিত্যবোধের বিকাশের মধ্য দিয়ে শিশুর মধ্যে ক্রমসম্প্রসারণশীল মূল্যবোধের জন্ম নেয়। এই মূল্যবোধ শিশুর ভবিষ্যৎ জীবনের চলার পথকে সহজ, সুন্দর ও সার্থক করে।

**পাঠের ধরন পর্যালোচনা**

প্রথম শ্রেণি বাংলা পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে এখানে ভিন্ন ভিন্ন ধরনের বিষয় সংযোজন করা হয়েছে।

| প্রথম শ্রেণি বাংলা পাঠ্যপুস্তকের পাঠের বিভিন্ন ধরন |
|---|
| ছবিতে কথা/গল্প |
| ছড়া |
| আঁকাআঁকি |
| বর্ণ পাঠ |
| কারচিহ্নের পাঠ |
| কবিতা |
| গল্প ও প্রবন্ধ |
| কথোপকথনধর্মী পাঠ |
| শব্দের খেলা |

এটি দেওয়ার অর্থ হলো প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে এধরনের পাঠ আছে। অর্থাৎ শিক্ষক যদি উল্লিখিত ধরনের একটি পাঠের ওপর শিখন শেখানো কাজ পরিচালনা করতে পারেন তাহলে ঐ ধরনের অন্য পাঠ পরিচালনা করা তার জন্য অনেক সহজ হয়ে যায়। যত ওপরের শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু পর্যালোচনা করা যাবে, দেখা যাবে পাঠের এই ধরনের ভিন্নতার পরিমাণ কমে যাচ্ছে। অর্থাৎ পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু মূলত কবিতা, গল্প ও প্রবন্ধকে ঘিরে রচিত বা সংকলিত হয়েছে। এখান থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, কোনো শিক্ষক যদি প্রথম শ্রেণির বিষয় উপস্থাপনে দক্ষ হতে পারেন, তাহলে তিনি অন্য শ্রেণিতে খুব সহজেই পাঠ উপস্থাপনে দক্ষ হয়ে উঠবেন।

**পাঠ-সংশ্লিষ্ট অনুশীলনীর পর্যালোচনা**

প্রতিটি বিষয়ের অনুশীলনীতে বিভিন্ন ধরনের মূল্যায়ন পদ আছে। যেমন – একটি কবিতার অনুশীলনীতে ‘পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, অর্থ বলা, খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা, মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া, বহুনির্বাচনী প্রশ্ন, কবিতা পড়া, কবিতাটি লেখা ইত্যাদি কাজ রয়েছে। আবার অন্য কোনো একটি গল্প বা কবিতায় নতুন অন্য ধরনের মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে। এভাবে যদি সব বিষয়ের মূল্যায়ন পদ একত্র করা যায় তাহলে দেখা যায় একটি শ্রেণির শিখনফলের আলোকে মূল্যায়ন পদের সংখ্যা অনেক। এগুলো হলো:

বাক্য বলা ও লেখা, পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দের অর্থ বলা ও লেখা, খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা, পড়া ও নিজের ভাষায় বলা, মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা, ছবির নিচে শব্দ লেখা, যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া, মিল করা, পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা, কবিতা আবৃত্তি করা, মুখে মুখে গল্প বলা, নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা, বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা, একই অর্থের শব্দ জানা, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা, শব্দ খুঁজে মালা বানানো, প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা, বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা, ছক পূরণ করা, ক্রমবাচক শব্দ বলা, পড়া ও লেখা, বানান ও অর্থের পার্থক্য করা, সংকেত জেনে নেওয়া, ছবি দেখে গল্প তৈরি করা, গল্প শোনানো ইত্যাদি।

অনেকেই মনে করি একটি পাঠের বা বিষয়বস্তুর জন্য যে সকল মূল্যায়ন পদ রাখা হয়েছে কেবল সেগুলো অনুশীলন করাতে পারলেই শিক্ষার্থীর অর্জন নিশ্চিত করা যাবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। কোনো বিষয়ের জন্য ঐ শ্রেণিতে যতগুলো মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রযোজ্য সব ধরনের মূল্যায়ন পদ শিক্ষার্থীকে অনুশীলন করানো আবশ্যক। যেমন- বর্ণিত কবিতার অনুশীলনীতে বিপরীত শব্দ এর অনুশীলন নেই। কিন্তু একটি প্রবন্ধে বিপরীত শব্দের অনুশীলন রাখা হয়েছে। এখানে এমনটি ভাবার কি অবকাশ আছে যে, প্রবন্ধের বিপরীত শব্দ শিখলেই ঐ শ্রেণির এ-সম্পর্কিত সব অর্জন শেষ হয়েছে? সেকারণে শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে শিক্ষাক্রমের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য একটি পরিকল্পনা আগে থেকেই ঠিক করে নিতে হবে। কিন্তু তাই বলে একটি পাঠে বা একদিনের পাঠে শিক্ষক এর সবগুলো মূল্যায়ন করবেন না। শিখন-শেখানো কার্যক্রম শেষে ঐ শ্রেণির জন্য যেসকল মূল্যায়ন পদ নির্ধারণ করা হয়েছে ঐ বিষয়বস্তুর জন্য প্রযোজ্য সব কটি কার্যক্রম অনুশীলন ও মূল্যায়ন করাবেন।

উল্লেখ্য, প্রাথমিক স্তরের বাংলা বিষয়ের পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা দক্ষতা অর্জনের পাশাপাশি দেশপ্রেম, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মহৎ ব্যক্তিদের জীবনী, মুক্তিযুদ্ধের গৌরব গাঁথা প্রভৃতি ভাববস্তু আত্মস্থ করার সুযোগ পাবে। সেই সাথে শিক্ষার্থীরা নিজেদের জীবনবোধেরও প্রতিফলন ঘটাতে পারবে। শিক্ষার্থীরা পাঠ্যবইয়ে সীমাবদ্ধ না থেকে কল্পনা ও চিন্তাশক্তির বিকাশের মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে কাজে লাগিয়ে মাতৃভাষা ব্যবহারে দক্ষ হতে পারবে। শিক্ষকগণ এ বিষয়সমূহ বিবেচনায় রেখে শিখন-শেখানো কার্যাবলিতে পাঠ্যপুস্তকের যথাযথ ব্যবহার করবেন।

| **অংশ-খ** | **পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা** |
|---|---|

| **প্রাক-প্রাথমিক প্রথম শ্রেণি/দ্বিতীয়/তৃতীয়/চতুর্থ/পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা পর্যালোচনা ছক** | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **পাঠ** | **পাঠের শিরোনাম/ বিষয়** | **পিরিয়ড সংখ্যা** | **বিষয়বস্তু** | **ভাববস্তু** | **শিখনফল** | উপকরণ | **পাঠদান পদ্ধতি/ কৌশল** |
| ১. | | | | | | | |
| ২. | | | | | | | |
| ৩. | | | | | | | |
| ৪. | | | | | | | |

| অধিবেশন: ০৬ | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ (প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ (প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন।

**উপকরণ:** বিভিন্ন রঙের পোস্টার পেপার, মার্কার, পিপিটি স্লাইড, শিক্ষক সহায়িকা-(প্রাক-প্রাথমিক ৪+ ও ৫+), বাংলা পাঠ্যপুস্তক (১ম ও ২য় শ্রেণি)।

| অংশ-ক | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, **'ভাষিক কাজ কী?'** প্রশ্নটি বোর্ডে লিখে প্রদর্শন করে প্রশ্নটি সম্পর্কে সকলকে চিন্তা করতে বলুন। পাশের জনের সঙ্গে আলোচনার সুযোগ দিয়ে পর্যায়ক্রমে উত্তর আহ্বান করুন। উত্তরগুলো সংক্ষেপে বোর্ডে লিখুন।

২. উত্তর পাওয়ার পর প্রশিক্ষণার্থীদের প্রদত্ত ধারণার সঙ্গে মিল রেখে 'ভাষিক কাজ কী' এ বিষয়ে নিম্নরূপ বিবৃতি প্রদান করুন।

> ভাষিক কাজ হলো ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন সম্পর্কিত কাজ। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলা বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় যেসকল কাজ করানো হয় সেগুলোই ভাষিক কাজ। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা ইত্যাদি।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, নমুনা ভাষিক কাজ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনী অংশে সন্নিবেশিত থাকে। এছাড়া শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের প্রয়োজনে শিক্ষক নিজেও নানাভাবে ভাষিক কাজ বা ভাষার দক্ষতা উন্নয়ন হয় এমন কাজ দিয়ে থাকেন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, এখন আমরা দলগতভাবে একটি শ্রেণির পাঠগুলোতে কী কী ভাষিক কাজ দেওয়া আছে তার তালিকা তৈরি করব। চারটি দলে সবাইকে বিভাজন করে দিন। দলের জন্য শ্রেণি ও পাঠ নিম্নরূপভাবে বণ্টন করে দিন–

| দল | শ্রেণি |
|---|---|
| ১ | প্রাক-প্রাথমিক ৪+ |
| ২ | প্রাক-প্রাথমিক ৫+ |
| ৩ | প্রথম |
| ৪ | দ্বিতীয় |

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন। প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার, মার্কার ও সংশ্লিষ্ট বই বিতরণ করুন। পোস্টার পেপার বিতরণের সময় খেয়াল রাখুন একই শ্রেণির ওপর কাজ করা দল যেন একই রঙের পোস্টার পেপার পায়। বলুন, নির্ধারিত পাঠে কী কী নমুনা ভাষিক কাজ দেওয়া আছে? সেগুলোর শিরোনাম লিখতে হবে। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা ইত্যাদি।

৬. শ্রেণিভিত্তিক কাজ পাশাপাশি রেখে চার দলের কাজই একসঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন যেন সকলেই সব দলের কাজ একইসঙ্গে দেখতে পান। নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আহ্বান করুন–

- শ্রেণি এক হলেও দুটি বিষয়বস্তুতে ভাষিক কাজ একই কিনা?
- দল ১-এর কোন ভাষিক কাজ দল ২-এ নেই?
- দল ২-এর কোন ভাষিক কাজ দল ১-এ নেই?

৭. একইভাবে দল ৩ ও দল ৪ কর্তৃক প্রণীত ৫ম শ্রেণিতে ভাষিক কাজের ভিন্নতা এবং উপরের শ্রেণিতে ভাষিক কাজের কাঠিন্যের মাত্রা প্রশ্নোত্তরে পর্যালোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন। নিচের তথ্যটি প্রদর্শন করুন ও পড়ে এ সম্পর্কিত ধারণা স্পষ্ট করুন।

আমরা অনেকে মনে করি, একটি পাঠের বা বিষয়বস্তুর জন্য অনুশীলনীতে যেসকল ভাষিক কাজ রাখা হয়েছে কেবল সেগুলো অনুশীলন করাতে পারলেই শিক্ষার্থীর শেখা হয়ে যাবে। আসলে বিষয়টি তা নয়। কোনো বিষয়ের জন্য ঐ শ্রেণিতে যতগুলো ভাষিক কাজ নির্ধারণ করা হয়েছে, প্রত্যেক পাঠ্যাংশে সম্ভাব্য সব ধরনের ভাষিক কাজ শিক্ষার্থীকে অনুশীলন করানো আবশ্যক। যেমন: প্রথম শ্রেণির 'আজকের দিন' গদ্যটির অনুশীলনীতে শূন্যস্থান পূরণ অনুশীলন নেই। কিন্তু 'ছুটি' কবিতায় শূন্যস্থান পূরণ অনুশীলন রাখা হয়েছে। এখানে এমনটি ভাবার অবকাশ নেই যে, 'ছুটি' কবিতায় শূন্যস্থান পূরণ করতে শিখলেই প্রথম শ্রেণির সকল শব্দ শেখা সম্পন্ন হবে। সেকারণে শিক্ষার্থীর বাংলা বিষয়ে ভাষিক কাজের অনুশীলনের জন্য শিক্ষককে একটি পরিকল্পনা ঠিক করে নিতে হবে।

৮. এবার প্রত্যেক দলে নির্দিষ্ট শ্রেণির একটি করে ভাষিক কাজের তালিকা কর্মপত্র (তালিকা) প্রদান করুন। নির্ধারিত ভাষিক কাজগুলো কোন কোন ভাষা দক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা চিহ্নিত করতে বলুন।

৯. ভাষিক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চান এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করুন।

| অংশ-খ | ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের দলে বসতে বলুন। বলুন, এখন আমরা দলের জন্য নির্ধারিত শ্রেণির একটি বিষয়ের পাঠ্যাংশের ওপর (ছড়া/কবিতা/গল্প/ কথোপকথন) কী কী ভাষিক কাজ করা যায়? তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করব। প্রশিক্ষণার্থীদের দলভিত্তিক কাজ নিম্নরূপভাবে বণ্টন করুন।

| দল | শ্রেণি | বিষয় ও পাঠ্যাংশ |
|---|---|---|
| ১ | প্রাক-প্রাথমিক ৪+ | নির্ধারিত পাঠ |
| ২ | প্রাক-প্রাথমিক ৫+ | নির্ধারিত পাঠ |
| ৩ | প্রথম | নির্ধারিত পাঠ |
| ৪ | দ্বিতীয় | নির্ধারিত পাঠ |

২. প্রত্যেক দল নির্ধারিত শ্রেণির পাঠ্যাংশটির শিখন-শেখানো কাজের সময় কোন কোন ভাষিক কাজ করানো সম্ভব তার তালিকা পোস্টার পেপারে তৈরি করতে বলুন।

৩. ভাষিক কাজগুলো কোন ভাষা দক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা চিহ্নিত করতে বলুন।

৪. প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভাষিক কাজের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৫. অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ করুন। ধারণা স্পষ্ট করতে প্রশ্ন আহ্বান করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

নিচে প্রথম শ্রেণির প্রদত্ত পাঠটি পড়ানোর সময় শিক্ষার্থীদের ভাষা দক্ষতা অর্জনে কী কী ভাষিক কাজ করাতে পারি?

## পাঠ ১৩

### বর্ণ শিখি : ঋ

শুনি ও বলি

ঋতু আসে ঋতু যায়।
ফুল ফোটে পাখি গায়।
বাংলাদেশে ছয়টি ঋতু।

ঋতু ঋ

পড়ি

ঋ

লিখি

ঋ

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫



বর্ণ খুঁজে বের করি। গোল দাগ দিই।

ই ঊ অ ঈ আ উ ঋ

সাজিয়ে লিখি

ই ঊ অ ঈ আ উ ঋ

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

শিক্ষাবর্ষ ২০২৫

| সহায়ক তথ্য: ০৬ | অধিবেশন-০৬: বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ (প্রাক-প্রাথমিক, প্রথম, দ্বিতীয় শ্রেণি) |
|---|---|

| অংশ-ক | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ |
|---|---|

**ভাষিক কাজ কী?**

ভাষার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য যেসকল কাজ করা হয় তাই ভাষিক কাজ। শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলা বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার সময় যেসকল কাজ করানো হয় সেগুলোই ভাষিক কাজ। বাংলা ভাষার ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য কোনোরকম সংজ্ঞা বা তত্ত্ব উল্লেখ না করে খুব সহজে ভাষার প্রায়োগিক বিবেচনায় ব্যবহার করা হয়েছে ভাষিক কাজে। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা ইত্যাদি।

ভাষিক কাজে মুখ্য হচ্ছে অনানুষ্ঠানিকভাবে প্রচুর অনুশীলনের ব্যবস্থা থাকা। ফলে ভাষিক কাজ অনুশীলন করার অর্থই হচ্ছে মজা করে খেলার ছলে ব্যাকরণের নিয়ম বা রীতি অনুশীলন করা। এই অনুশীলন বাংলা ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান ও প্রয়োগকে পরিশীলিত করে। ফলে ভাষাদক্ষতা অর্জনে শিক্ষার্থী যথেষ্ট পারদর্শী হয়।

ছক: বাংলা পাঠ্যপুস্তকে শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের তালিকা

| ক্রম নম্বর | প্রাক-প্রাথমিক ৪+ শ্রেণির ভাষিক কাজ | প্রাক-প্রাথমিক ৫+ শ্রেণির ভাষিক কাজ | প্রথম শ্রেণির ভাষিক কাজ | দ্বিতীয় শ্রেণির ভাষিক কাজ |
|---|---|---|---|---|
| ১ | চিত্র ও ছবি দেখে নিজের মতো করে বলা | বর্ণ খুঁজে বের করা ও চিহ্নিত করা | নিজের পরিচয় বলা | মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা |
| ২ | ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা | বর্ণের সঙ্গে শব্দ মেলানো ও চিহ্নিত করা | শুনে শুনে বলা | ছবি দেখে শব্দ বলা ও লেখা |
| ৩ | ছোটো ও সহজ বাক্য নিজের মতো করে বলা | খালি ঘরে সঠিক বর্ণ লেখা | প্রশ্ন করা ও উত্তর দেয়া | যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া |
| ৪ | অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা | হারিয়ে যাওয়া বর্ণ লেখা | ডট মিলিয়ে দাগ দেয়া | বর্ণজট ও শব্দজট |
| ৫ | দাগ মিলিয়ে আঁকা | সমবর্ণের শব্দ মেলানো | ছড়া আবৃত্তি | পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা |
| ৬ | | শব্দ থেকে নির্দিষ্ট বর্ণ খুঁজে বের করা | ছবি দেখে গল্প বলা | শব্দের অর্থ বলা ও লেখা |
| ৭ | | খালি ঘরে বর্ণ সাজিয়ে লেখা | বর্ণ খুঁজে বের করা/চিহ্নিত করা | খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা |
| ৮ | | খালি ঘরে পরের বর্ণ লেখা | ডট মিলিয়ে বর্ণ লেখা | পড়া ও নিজের ভাষায় বলা |
| ৯ | | নির্দিষ্ট বর্ণ দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ চিহ্নিত করা | দেখে বর্ণ লেখা | ছবির নিচে শব্দ লেখা |
| ১০ | | ডট মিলিয়ে লেখা | বর্ণ খুঁজে বের করা | ঠিক শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা |
| ১১ | | বর্ণ লেখা | বর্ণ সাজিয়ে লেখা | মিল করা |
| ১২ | | | বর্ণ পড়ে রঙ করা | পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা |
| ১৩ | | | শব্দ থেকে বর্ণ খুঁজে বের করা | কবিতা আবৃত্তি করা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| ১৪ | | | প্রবাহ অনুযায়ী বর্ণ লেখা | মুখে মুখে গল্প বলা |
| ১৫ | | | প্রবাহ অনুযায়ী কার চিহ্ন লেখা | বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা |
| ১৬ | | | ডট মিলিয়ে কার চিহ্ন লেখা | শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা |
| ১৭ | | | বর্ণ পড়া | শব্দের বহুবচন করা |
| ১৮ | | | শুনে শব্দ বলা | বিরামচিহ্নের ব্যবহার |
| ১৯ | | | শুনে বাক্য বলা | কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা |
| ২০ | | | ছবি দেখে শব্দ বানানো | ছবি দেখে গল্প তৈরি করা |
| ২১ | | | বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও লেখা | |
| ২২ | | | দেখে দেখে বাক্য লেখা | |
| ২৩ | | | ছড়ার পরের চরণ বলা | |
| ২৪ | | | ছবি দেখে শব্দ লেখা | |
| ২৫ | | | দাগ টেনে শব্দের সাথে শব্দ মেলানো | |
| ২৬ | | | শুন্যস্থানে শব্দ বসানো | |
| ২৭ | | | ছোট বাক্যের অনুচ্ছেদ পড়া | |
| ২৮ | | | নিজের মতো করে ছোট অনুচ্ছেদ লেখা | |
| ২৯ | | | যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে পড়া ও লেখা | |
| ৩০ | | | গল্প পড়া | |
| ৩১ | | | শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা | |
| ৩২ | | | সংখ্যাকে বানান করে লেখা | |
| ৩৩ | | | বানান দেখে সংখ্যা লেখা | |
| ৩৪ | | | শব্দ নিয়ে খেলা | |

| অংশ-খ | ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন |
|---|---|

**কর্মপত্র**

**ভাষিক কাজ**

**(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)**

**প্রাক-প্রাথমিক ৪+ শ্রেণি**

| ভাষিক কাজ | যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট |
|---|---|
| | |
| চিত্র ও ছবি দেখে নিজের মতো করে বলা | |
| ধ্বনি, শব্দ ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা | |
| ছোটো ও সহজ বাক্য নিজের মতো করে বলা | |
| অভিনয় ও অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশ করা | |
| দাগ মিলিয়ে আঁকা | |

**ভাষিক কাজ**

**(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)**

**প্রাক-প্রাথমিক ৫+ শ্রেণি**

| **ভাষিক কাজ** | **যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট** |
|---|---|
| বর্ণ খুঁজে বের করা ও চিহ্নিত করা | |
| বর্ণের সঙ্গে শব্দ মেলানো ও চিহ্নিত করা | |
| খালি ঘরে সঠিক বর্ণ লেখা | |
| হারিয়ে যাওয়া বর্ণ লেখা | |
| সমবর্ণের শব্দ মেলানো | |
| শব্দ থেকে নির্দিষ্ট বর্ণ খুঁজে বের করা | |
| খালি ঘরে বর্ণ সাজিয়ে লেখা | |
| খালি ঘরে পরের বর্ণ লেখা | |
| নির্দিষ্ট বর্ণ দিয়ে শুরু হওয়া শব্দ চিহ্নিত করা | |
| ডট মিলিয়ে লেখা | |
| বর্ণ লেখা | |
| বর্ণ খুঁজে বের করা ও চিহ্নিত করা | |
| বর্ণের সঙ্গে শব্দ মেলানো ও চিহ্নিত করা | |
| খালি ঘরে সঠিক বর্ণ লেখা | |
| হারিয়ে যাওয়া বর্ণ লেখা | |
| সমবর্ণের শব্দ মেলানো | |

**ভাষিক কাজ**

**(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)**

**প্রথম শ্রেণি**

| **ভাষিক কাজ** | **যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট** |
|---|---|
| নিজের পরিচয় বলা | |
| শুনে শুনে বলা | |
| প্রশ্ন করা ও উত্তর দেয়া | |
| ডট মিলিয়ে দাগ দেয়া | |
| ছড়া আবৃত্তি | |
| ছবি দেখে গল্প বলা | |
| বর্ণ খুঁজে বের করা/চিহ্নিত করা | |
| ডট মিলিয়ে বর্ণ লেখা | |
| দেখে বর্ণ লেখা | |
| বর্ণ খুঁজে বের করা | |
| বর্ণ সাজিয়ে লেখা | |
| বর্ণ পড়ে রঙ করা | |
| শব্দ থেকে বর্ণ খুঁজে বের করা | |
| প্রবাহ অনুযায়ী বর্ণ লেখা | |
| প্রবাহ অনুযায়ী কার চিহ্ন লেখা | |
| ডট মিলিয়ে কার চিহ্ন লেখা | |
| বর্ণ পড়া | |
| শুনে শব্দ বলা | |
| শুনে বাক্য বলা | |
| ছবি দেখে শব্দ বানানো | |
| বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও লেখা | |
| দেখে দেখে বাক্য লেখা | |
| ছড়ার পরের চরণ বলা | |
| ছবি দেখে শব্দ লেখা | |
| দাগ টেনে শব্দের সাথে শব্দ মেলানো | |
| শুন্যস্থানে শব্দ বসানো | |
| ছোট বাক্যের অনুচ্ছেদ পড়া | |
| নিজের মতো করে ছোট অনুচ্ছেদ লেখা | |
| যুক্তবর্ণ ভেঙ্গে পড়া ও লেখা | |
| গল্প পড়া | |
| শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা | |
| সংখ্যাকে বানান করে লেখা | |
| বানান দেখে সংখ্যা লেখা | |
| শব্দ নিয়ে খেলা | |

**ভাষিক কাজ**

**(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)**

**দ্বিতীয় শ্রেণি**

| **ভাষিক কাজ** | **যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট** |
|---|---|
| মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা | |
| ছবি দেখে শব্দ বলা ও লেখা | |
| যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা ও যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া | |
| বর্ণজট ও শব্দজট | |
| পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা | |
| শব্দের অর্থ বলা ও লেখা | |
| খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | |
| ছবির নিচে শব্দ লেখা | |
| ঠিক শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা | |
| মিল করা | |
| পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা | |
| কবিতা আবৃত্তি করা | |
| মুখে মুখে গল্প বলা | |
| বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা | |
| শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| শব্দের বহুবচন করা | |
| বিরামচিহ্নের ব্যবহার | |
| কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা | |
| ছবি দেখে গল্প তৈরি করা | |

[দ্রষ্টব্য: প্রাক-প্রাথমিক ৪+, প্রাক-প্রাথমিক ৫+ ও প্রথম শ্রেণির প্রতিটি পাঠেই শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের জন্য ভাষিক কাজ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনুশীলনী রাখা হয়নি। কারণ পাঠের মধ্যেই ভাষিক কাজের অনুশীলনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা আছে।]

| অধিবেশন: ০৭ | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ভাষিক কাজ (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও শ্রেণিকক্ষে প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন।

**উপকরণ:** বিভিন্ন রঙের পোস্টার পেপার, মার্কার, পিপিটি স্লাইড, বাংলা পাঠ্যপুস্তক (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি)।

| অংশ-ক | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. পূর্বের ক্লাসের ভাষিক কাজ সম্পর্কে কিছু প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পূনরালোচনা করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, এখন আমরা দলগতভাবে একটি শ্রেণির পাঠগুলোতে কী কী ভাষিক কাজ দেওয়া আছে তার তালিকা তৈরি করব। চারটি দলে সবাইকে বিভাজন করে দিন। দলের জন্য শ্রেণি নিম্নরূপভাবে বণ্টন করে দিন–

| দল | শ্রেণি |
|---|---|
| ১ | তৃতীয় |
| ২ | চতুর্থ |
| ৩ | পঞ্চম |
| ৪ | পঞ্চম |

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের দলে ভাগ হয়ে বসতে বলুন। প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার, মার্কার ও সংশ্লিষ্ট বই বিতরণ করুন। পোস্টার পেপার বিতরণের সময় খেয়াল রাখুন একই শ্রেণির ওপর কাজ করা দল যেন একই রঙের পোস্টার পেপার পায়। বলুন, নির্ধারিত শ্রেণিতে কী কী নমুনা ভাষিক কাজ দেওয়া আছে? সেগুলোর শিরোনাম লিখতে হবে। যেমন– পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা, শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা ইত্যাদি।

৪. শ্রেণিভিত্তিক কাজ পাশাপাশি রেখে চার দলের কাজই একসঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন যেন সকলেই সব দলের কাজ একইসঙ্গে দেখতে পান। নিম্নরূপ প্রশ্নের মাধ্যমে উত্তর আহ্বান করুন–

- শ্রেণি এক হলেও দুটি বিষয়বস্তুতে ভাষিক কাজ একই কিনা?
- দল ১-এর কোন ভাষিক কাজ দল ২-এ নেই?
- দল ২-এর কোন ভাষিক কাজ দল ১-এ নেই?

৫. একইভাবে দল ৩ ও দল ৪ কর্তৃক প্রণীত ৫ম শ্রেণিতে ভাষিক কাজের ভিন্নতা এবং উপরের শ্রেণিতে ভাষিক কাজের কাঠিন্যের মাত্রা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পর্যালোচনা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

৬. প্রত্যেক দলে নির্দিষ্ট শ্রেণির একটি করে ভাষিক কাজের তালিকা কর্মপত্র (তালিকা) প্রদান করুন। নির্ধারিত শ্রেণির পাঠ্যাংশটি শিখন-শেখানো কাজের সময় কোন কোন ভাষিক কাজ করানো সম্ভব তার পাশের ঘরে টিক চিহ্ন দিতে বলুন এবং ভাষিক কাজটির যৌক্তিতা উপস্থাপন করতে বলুন।

৭. ভাষিক কাজগুলো কোন ভাষা দক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা চিহ্নিত করতে বলুন।

৮. ভাষিক কাজের গুরুত্ব সম্পর্কে জানতে চান এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক প্রদান করুন।

| অংশ-খ | ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

৯. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের দলে বসতে বলুন। বলুন, এখন আমরা দলের জন্য নির্ধারিত শ্রেণির একটি বিষয়ের পাঠ্যাংশের ওপর (ছড়া/কবিতা/গল্প/ কথোপকথন) কী কী ভাষিক কাজ করা যায়, তার একটি পূর্ণাঙ্গ তালিকা তৈরি করব। প্রশিক্ষণার্থীদের দলভিত্তিক কাজ নিম্নরূপভাবে বণ্টন করুন।

| দল | শ্রেণি | বিষয় ও পাঠ্যাংশ |
|---|---|---|
| ১ | তৃতীয় | নির্ধারিত পাঠ |
| ২ | চতুর্থ | নির্ধারিত পাঠ |
| ৩ | পঞ্চম | নির্ধারিত পাঠ |
| ৪ | পঞ্চম | নির্ধারিত পাঠ |

১০. প্রত্যেক দল নির্ধারিত শ্রেণির পাঠ্যাংশটির শিখন-শেখানো কাজের সময় কোন কোন ভাষিক কাজ করানো সম্ভব তার তালিকা পোস্টার পেপারে তৈরি করতে বলুন।

১১. ভাষিক কাজগুলো কোন ভাষা দক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা চিহ্নিত করতে বলুন।

১২. প্রত্যেক দলের কাজ উপস্থাপনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ভাষিক কাজের ধারণা স্পষ্ট করুন।

১৩. অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ করুন। ধারণা স্পষ্ট করতে প্রশ্ন আহ্বান করুন এবং সকলকে ধন্যবাদ দিন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য ভাষিক কাজগুলো কোনটি কোন ভাষা দক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তা দৈবচয়নের ভিত্তিতে প্রশ্ন করুন–

| ভাষিক কাজ | |
|---|---|
| ছবি দেখে ভাবা, বাক্য বলা ও লেখা | পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা |
| পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা | কবিতা আবৃত্তি করা |
| শব্দের অর্থ বলা ও লেখা | মুখে মুখে গল্প বলা |
| খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা |
| পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা |
| মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা | শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা |
| যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, নতুন শব্দ বলা ও পড়া | বিরামচিহ্নের ব্যবহার |
| মিল করা | কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা |

| সহায়ক তথ্য: ০৭ | অধিবেশন-০৭: বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ (তৃতীয়, চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণি) |
|---|---|

| অংশ-ক | বাংলা পাঠ্যপুস্তকে ভাষিক কাজ |
|---|---|

ছক: বাংলা পাঠ্যপুস্তকে শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের তালিকা

| ক্রম নম্বর | তৃতীয় শ্রেণির ভাষিক কাজ | চতুর্থ শ্রেণির ভাষিক কাজ | পঞ্চম শ্রেণির ভাষিক কাজ |
|---|---|---|---|
| ১ | ছবি দেখে ভাবা, বাক্য বলা ও লেখা | পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা | পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা |
| ২ | পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা | শব্দের অর্থ বলা ও লেখা | শব্দের অর্থ বলা ও লেখা |
| ৩ | শব্দের অর্থ বলা ও লেখা | খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা |
| ৪ | খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | প্রশ্ন তৈরি করা | প্রশ্নগুলো উত্তর বলি ও লিখি |
| ৫ | পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা | প্রশ্ন তৈরি করা |
| ৬ | মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা | বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তথ্য চিহ্নিত করা | বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা |
| ৭ | ছবির নিচে শব্দ লেখা | পদ চিহ্নিত করা | পদ চিহ্নিত করা |
| ৮ | যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, নতুন শব্দ বলা ও পড়া | অনুচ্ছেদ লেখা | অনুচ্ছেদ লেখা |
| ৯ | মিল করা | ছক/ফরম পূরণ করা | ছক/ফরম পূরণ করা |
| ১০ | পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা | ছড়া ও কবিতা লেখার চেষ্টা করা | ভাষার সাধু ও চলিত রূপ |
| ১১ | কবিতা আবৃত্তি করা | বহু নির্বাচনি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন | ক্রিয়ার কাল শনাক্ত করা |
| ১২ | মুখে মুখে গল্প বলা | সংখ্যাবাচক শব্দ চিহ্নিত করা | বহু নির্বাচনি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন |
| ১৩ | নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা | তারিখবাচক শব্দ পড়া ও লেখা | মূলভাব বলা ও লেখা |
| ১৪ | বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা | মূলভাব বলা ও লেখা | তুলনা করা |
| ১৫ | শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা | পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | পড়া ও নিজের ভাষায় বলা |
| ১৬ | একই অর্থের শব্দ জানা | চিঠি সম্পর্কে জানা ও লেখা | মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা |
| ১৭ | বিরামচিহ্নের ব্যবহার | মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা | যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা |
| ১৮ | কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা | যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ বলা ও পড়া | যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া |
| ১৯ | শব্দ খুঁজে মালা বানানো | কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা | মুখে মুখে গল্প বলা |
| ২০ | প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা | কোনো বিষয়ের ওপর অভিনয় করে দেখানো | কবিতা আবৃত্তি করা |
| ২১ | বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা | মুখে মুখে গল্প বলা | বিরামচিহ্নের ব্যবহার |
| ২২ | ছক পূরণ করা | কবিতা আবৃত্তি করা | বানান ও অর্থের পার্থক্য করা |
| ২৩ | ক্রমবাচক শব্দ বলা | বিরামচিহ্নের ব্যবহার | সংকেত জেনে নেওয়া |
| ২৪ | বানান ও অর্থের পার্থক্য করা | বানান ও অর্থের পার্থক্য করা | ছবি দেখে গল্প তৈরি করা |
| ২৫ | সংকেত জেনে নেওয়া | সংকেত জেনে নেওয়া | |
| ২৬ | ছবি দেখে গল্প তৈরি করা | | |

| অংশ-খ | ভাষিক কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন |
|---|---|

**কর্মপত্র**

**ভাষিক কাজ**

**(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)**

**তৃতীয় শ্রেণি**

| ভাষিক কাজ | যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট |
|---|---|
| ছবি দেখে ভাবা, বাক্য বলা ও লেখা | |
| পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা | |
| শব্দের অর্থ বলা ও লেখা | |
| খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | |
| মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা | |
| ছবির নিচে শব্দ লেখা | |
| যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা, নতুন শব্দ বলা ও পড়া | |
| মিল করা | |
| পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা | |
| কবিতা আবৃত্তি করা | |
| মুখে মুখে গল্প বলা | |
| নামবাচক শব্দ বলা ও লেখা | |
| বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা | |
| শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| একই অর্থের শব্দ জানা | |
| বিরামচিহ্নের ব্যবহার | |
| কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা | |
| শব্দ খুঁজে মালা বানানো | |
| প্রশ্ন তৈরি করা ও উত্তর লেখা | |
| বাক্য জুড়ে বাক্য তৈরি করা | |
| ছক পূরণ করা | |
| ক্রমবাচক শব্দ বলা | |
| বানান ও অর্থের পার্থক্য করা | |
| সংকেত জেনে নেওয়া | |
| ছবি দেখে গল্প তৈরি করা | |

**ভাষিক কাজ**
**(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)**
**চতুর্থ শ্রেণি**

| **ভাষিক কাজ** | **যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট** |
|---|---|
| পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা | |
| শব্দের অর্থ বলা ও লেখা | |
| খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| প্রশ্ন তৈরি করা | |
| বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা | |
| বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী তথ্য চিহ্নিত করা | |
| পদ চিহ্নিত করা | |
| অনুচ্ছেদ লেখা | |
| ছক/ফরম পূরণ করা | |
| ছড়া ও কবিতা লেখার চেষ্টা করা | |
| বহু নির্বাচনি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন | |
| সংখ্যাবাচক শব্দ চিহ্নিত করা | |
| তারিখবাচক শব্দ পড়া ও লেখা | |
| মূলভাব বলা ও লেখা | |
| পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | |
| চিঠি সম্পর্কে জানা ও লেখা | |
| মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা | |
| যুক্তবর্ণ দিয়ে গঠিত শব্দ বলা ও পড়া | |
| কোনো বিষয় নিয়ে বিতর্ক প্রতিযোগিতা করা | |
| কোনো বিষয়ের ওপর অভিনয় করে দেখানো | |
| মুখে মুখে গল্প বলা | |
| কবিতা আবৃত্তি করা | |
| বিরামচিহ্নের ব্যবহার | |
| বানান ও অর্থের পার্থক্য করা | |
| সংকেত জেনে নেওয়া | |

**ভাষিক কাজ**

**(অনুশীলনীতে প্রদত্ত কাজ)**

**পঞ্চম শ্রেণি**

| **ভাষিক কাজ** | **যে ভাষাদক্ষতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট** |
|---|---|
| পাঠ থেকে শব্দ খুঁজে বের করা | |
| শব্দের অর্থ বলা ও লেখা | |
| খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| প্রশ্নগুলো উত্তর বলি ও লিখি | |
| প্রশ্ন তৈরি করা | |
| বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা | |
| পদ চিহ্নিত করা | |
| অনুচ্ছেদ লেখা | |
| ছক/ফরম পূরণ করা | |
| ভাষার সাধু ও চলিত রূপ | |
| ক্রিয়ার কাল শনাক্ত করা | |
| বহু নির্বাচনি নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন | |
| মূলভাব বলা ও লেখা | |
| তুলনা করা | |
| পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | |
| মুখে মুখে উত্তর বলা ও লেখা | |
| যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা | |
| যুক্তবর্ণ দিয়ে নতুন শব্দ বলা ও পড়া | |
| মুখে মুখে গল্প বলা | |
| কবিতা আবৃত্তি করা | |
| বিরামচিহ্নের ব্যবহার | |
| বানান ও অর্থের পার্থক্য করা | |
| সংকেত জেনে নেওয়া | |
| ছবি দেখে গল্প তৈরি করা | |
| খালিঘরে শব্দ বসিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| পড়া ও নিজের ভাষায় বলা | |
| ছবির নিচে শব্দ লেখা | |
| ঠিক শব্দ দিয়ে বাক্য বলা ও লেখা | |
| মিল করা | |
| পাঠ থেকে উত্তর বাছাই করে বলা ও লেখা | |
| কবিতা আবৃত্তি করা | |
| মুখে মুখে গল্প বলা | |
| বিপরীত শব্দ বলা ও লেখা | |
| শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করা | |
| শব্দের বহুবচন করা | |
| বিরামচিহ্নের ব্যবহার | |
| কোনো বিষয় সম্পর্কে বাক্য লেখা | |
| ছবি দেখে গল্প তৈরি করা | |

| **অধিবেশন: ০৮** | **পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা** |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পড়তে শেখার মৌলিক উপাদানগুলো বর্ণনা করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, পঠন, ধাঁধা।

**উপকরণ:** ভিপকার্ড, পিপিটি স্লাইড, সাদা কাগজ, মার্কার ।

| **অংশ-ক** | **পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা** | **সময়: ৪০ মিনিট** |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের দলে বসার ব্যবস্থা করে বলুন যে, এই অধিবেশনে পড়া বা পাঠ করা বলতে কী বোঝায়, পড়তে শেখা (learn to read) এবং পড়ে শেখা (read to learn) এবং পড়ার ৫টি মৌলিক উপাদানের সঙ্গে পরিচিতি এবং এ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

**পড়ার মৌলিক উপাদানসমূহ**

- ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণজ্ঞান
- শব্দজ্ঞান
- পঠন সাবলীলতা
- বোধগম্যতা

২. প্রথম পিপিটি দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, এখানে একটি বাক্য দেওয়া আছে, আমরা সবাই একটু পড়ার চেষ্টা করি। পড়তে না পারার কারণ বলতে বলুন। বলে দিন, বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় না থাকলে পাঠোদ্ধার করা সম্ভব না।

방룩이룩룩룩을수

৩. এবার দ্বিতীয় পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে প্রতিটি বাংলা বর্ণের সঙ্গে চিহ্নের সম্পর্ক বলুন। বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে সংযোগ করতে বলুন। এরপর আগের বাক্যটি প্রদর্শন করুন এবং প্রথম বাক্যটি পড়তে বলুন।

য -방, ত-룩, ম -이, প-을, থ-수

৪. তৃতীয় পিপিটি দেখিয়ে বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় ঘটার কারণে বাক্যটি নিম্নরূপভাবে পড়তে পারার কারণ বলতে বলুন। প্রয়োজনে তথ্যপত্রের আলোকে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

যত মত তত পথ

৫. চতুর্থ পিপিটি দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নে প্রদত্ত বাক্যটি প্রদর্শন করুন। সবাইকে পড়ে বাক্যটির অর্থ বলতে বলুন। এ পর্যায়ে অর্থ না বলতে পারার কারণ পরস্পর আলোচনা করে বলতে বলুন।

যত মত হবম পথ

৬. নিচের তথ্যের আলোকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা স্পষ্ট করুন।

> বর্ণ বা চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় থাকার কারণে পাঠোদ্ধার করতে পারলেও একটি শব্দের অর্থ না জানার কারণে পড়ে বুঝতে পারা সম্ভব নয়। সুতরাং পড়ে বুঝতে হলে প্রতিটি শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক।

৭. পড়া বলতে আমরা কী বুঝি তা পরস্পর আলোচনা করে সংক্ষেপে খাতায় লিখতে বলুন।

৮. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত মূল শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন। তথ্যের পুনরাবৃত্তি পরিহার করে প্রাপ্ত ধারণার আলোকে পড়া বা পাঠ করা বলতে কী বোঝায় তা সহায়ক তথ্যের আলোকে আলোচনা করুন।

৯. প্রশ্ন করুন যে, পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা বলতে আমরা কী বুঝি? কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীর নিকট থেকে উত্তর আহ্বান করুন। প্রশ্নোত্তরে সহায়ক তথ্যের আলোকে এ সম্পর্কিত ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

১০. এবার ১ম শ্রেণির পাঠের ছবি এবং ৩য় শ্রেণির একটি পাঠের ছবি পাঠের অংশ বিশেষ দেখিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের বলতে বলুন যে, কোনটি পড়তে শেখা এবং কোনটি পড়ে শেখার কাজ এবং কেন? প্রশ্নোত্তরে ধারণা দিন।

| **অংশ-খ** | **পড়তে শেখার মৌলিক উপাদান** | **সময়: ৪০ মিনিট** |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট হতে পড়ার উপাদানসমূহ প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে জেনে নিন।

২. এবার সহায়ক তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে শিশুদের পড়ার দক্ষতা উন্নয়নে পড়ার মৌলিক পাঁচটি উপাদান আলোচনা করুন।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, পড়ার ৫টি মৌলিক উপাদানের প্রথম ২টি উপাদান অর্থাৎ ধ্বনি সচেতনতা ও বর্ণজ্ঞান পাঠোদ্ধার বা ডিকোডিং-এ সহায়তা করে এবং বাকি ৩টি উপাদান অর্থাৎ শব্দজ্ঞান, পঠন সাবলীলতা ও বোধগম্যতা অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। লেখার সঙ্গে পড়ার সম্পর্ক খুব গভীর।

৪. এবার সংক্ষেপে পুরো অধিবেশনের সার-সংক্ষেপ তুলে ধরুন। প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

| **অংশ-গ** | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ১০ মিনিট** |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. শিক্ষার্থীর জন্য পড়তে শেখা গুরুত্বপূর্ণ কেন?

খ. পড়ে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে – ব্যাখ্যা করুন।

| সহায়ক তথ্য: ০৮ | অধিবেশন-০৮: পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা |
|---|---|

**পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার ধারণা**

**পড়া/পঠন বলতে কী বোঝায়?**

বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন চিনতে পারার মাধ্যমে পাঠোদ্ধার করতে পারা এবং অর্থ বুঝতে পারাই হচ্ছে পড়া। এটি একটি বহুমুখী প্রক্রিয়া যার সঙ্গে জড়িত আছে বর্ণ ও শব্দ চিনতে পারা, শব্দের অর্থ বুঝতে পারা, সাবলীলতা অর্জন এবং সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা।

পড়ার দুইটি অংশ থাকে-

- সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসাবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দ বা শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারা, যাকে বলা হয় পাঠোদ্ধার (Decoding)।
- লিখিত শব্দগুলোর অর্থ বুঝতে পারার মাধ্যমে সম্পূর্ণ পাঠটির অর্থ উপলব্ধি করতে পারা, যাকে বলা হয় বোধগম্যতা (Understanding)।

**পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার সম্পর্ক**

| পড়তে শেখা | পড়ে শেখা |
|---|---|
| • পড়তে পারার আগে এবং পড়ার সময়ের প্রচেষ্টাই হলো পড়তে শেখা। যেমন, ধ্বনি ও বর্ণ চিহ্নিত করতে পারা, কার-চিহ্ন ও ফলাচিহ্নের ব্যবহার জানা, শব্দাংশ ও শব্দ পড়া ইত্যাদি।<br>• পড়তে শেখায় বড়দের সহায়তা প্রয়োজন।<br>• পড়তে শেখার ভিত্তি হলো দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভাষা।<br>• পড়তে শেখা পড়ার পাঁচটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল।<br>• পড়তে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠক হতে সহায়তা করে। | • পড়তে শেখার পরের ধাপই হলো পড়ে শেখা। পড়ার মাধ্যমে অর্থ বোঝার প্রচেষ্টাই এখানে মুখ্য।<br>• পড়ে শেখার ক্ষেত্রে বড়দের সহায়তা সব সময় প্রয়োজন হয় না।<br>• পড়ে শেখার ভিত্তি হলো লিখিত ভাষা।<br>• পড়ে শেখা পড়তে শেখার ওপর নির্ভরশীল।<br>• পড়ে শেখা শিক্ষার্থীকে স্বাধীন পাঠকে পরিণত করে। |

**পড়তে শেখা ও পড়ে শেখার গুরুত্ব**

প্রাথমিক স্তরে পড়ার দুটি স্তর রয়েছে- পড়তে শেখা ও পড়ে শেখা। আমাদের দেশের প্রাথমিক স্তরের পঠন দক্ষতা অর্জনের পর্যায়কে দুটি স্তরে বিভাজন করা যায়। দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত শিশুদের পড়তে শেখা দক্ষতা অর্জনের পর্যায়। এ স্তরে শিশু ভাষার মৌলিক দক্ষতাগুলো (শোনা, বলা, পড়া ও লেখা) অর্জনের কৌশলসমূহ শিখে থাকে। বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও পাঠ্যক্রমে এই ভাষার মৌলিক দক্ষতাগুলোকে কেন্দ্র করে বিন্যস্ত করা হয়েছে। একটি শিশু আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ শুরুর পূর্ব থেকেই ভাষা দক্ষতা- শোনা, বলা দুটি পরিবার ও পরিবেশ থেকে শিখে থাকে। এক্ষেত্রে ভাষা দক্ষতা- পড়া ও লেখা এ দুটি পরিকল্পিতভাবে শেখানো হয়। বাংলা ভাষার দক্ষতাসমূহ যেমন- বর্ণ চেনা, লেখা, বর্ণের উচ্চারণ, বর্ণযোগে শব্দাংশ বা শব্দ তৈরি, শব্দ পড়া, বাক্য তৈরি, বাক্য পড়া, অনুচ্ছেদ পড়া এবং বোধগম্যতার কাজসমূহ পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হবে। একজন শিশু যখন পড়তে শিখবে তখনই সে নতুন নতুন পাঠ্য বিষয় পড়ে বুঝতে পারবে। মাতৃভাষা পড়তে শিখলেই অন্য ভাষা ব্যতীত সকল বিষয় শিশু পড়ে শিখতে পারবে। সুতরাং প্রাথমিক স্তরের প্রারম্ভিক পর্যায়ে পড়তে শেখা অনেক গুরুত্বপূর্ণ। পড়তে শেখাকে প্রাথমিক স্তরের প্রবেশদ্বার বলা হয়।

- পড়তে শেখা শিশুকে আত্মবিশ্বাসী করে গড়ে তোলে;
- পড়তে শেখা শিশুকে বই পড়তে এবং পাঠ্যাভ্যাস গঠনে সহায়তা করে;
- পড়তে শেখা শিশুকে নিজের শিক্ষার দায়িত্ব নিতে আগ্রহী করে এবং সুশিক্ষিত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলে;

- আনন্দের সাথে পাঠ করলে তথ্য অর্জনের পাশাপাশি যথেষ্ট বিনোদনও লাভ করা যায়। এই বিনোদন শিশুর জ্ঞানস্পৃহাকে বাড়িয়ে দেয়;
- শিশুর শব্দরাজ্য বৃদ্ধির অন্যতম উপায় হলো পড়তে শেখা;
- পড়তে শেখার মাধ্যমে শিশু বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি বিষয়ে নতুন নতুন তথ্য আহরণ করে;
- মনীষীদের জীবনী ও অন্যান্য বিষয় পড়ার মধ্য দিয়ে মূল্যবোধ, নান্দনিকতা, পরিশ্রম, আত্মবিশ্বাস ইত্যাদি বিষয়ের সঙ্গে শিশু পরিচিত হয়;
- পড়তে শেখা শিশুকে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী ও সৃজনশীল মানুষ হিসেবে বিকাশে সহায়তা করে;
- শিশুর সব বিষয়ে প্রান্তিক যোগ্যতা সামগ্রিক অর্জন নিরূপণে পড়তে শেখা একটি কার্যকর মাপকাঠি;
- উচ্চারণে শুদ্ধতা অর্জনের জন্য পড়তে শেখা গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

**প্রাথমিক শিক্ষার প্রারম্ভিক পর্যায়ে পড়তে শেখার প্রয়োজনীয় দিক**

পড়তে ও লিখতে শেখা একটি মৌলিক দক্ষতা। এই মৌলিক দক্ষতা অর্জনের মাধ্যমে শিশুরা পরবর্তীতে স্বাধীনভাবে নিজে নিজে পড়ে জ্ঞানার্জন অব্যাহত রাখতে পারে। এজন্য প্রাথমিক শিক্ষার শুরুতেই যে বিষয়টি সবচেয়ে জরুরি তা হলো শিশুদের পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করা। প্রথম শ্রেণিতেই এই দক্ষতা অর্জনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়। যদি একটি শিশু প্রথম শ্রেণিতে কাঙ্ক্ষিত পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জন করতে না পারে, তবে প্রাথমিক স্তরের পরের শ্রেণিগুলিতেও সে পিছিয়েই থাকবে। পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনে পিছিয়ে থাকার অর্থ হলো সে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভূক্ত অন্যান্য বিষয়েও ক্রমান্বয়ে পিছিয়ে পড়বে।

প্রাথমিক স্তরে, বিশেষ করে প্রথম শ্রেণিতে পড়া ও লেখার প্রত্যাশিত মৌলিক দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব তাই অপরিসীম ও অপরিহার্য। সফলভাবে ভাষাদক্ষতা অর্জনের জন্য একটি পরিকল্পিত ভাষাশিখন কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে শিশুদের অগ্রসর হতে হয়। ভাষাদক্ষতাসমূহ হঠাৎ করে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে অর্জিত হয় না। একটি পর্যায়ক্রমিক উন্নয়ন ধারার আওতায় ভাষাদক্ষতাসমূহ অর্জিত হয়। মাতৃভাষায় শোনা ও বলার দক্ষতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্জিত হলেও এর সফল ও কার্যকর উন্নয়নের জন্যে পরিকল্পনাপ্রসূত কর্মকাণ্ডের আওতায় অনুশীলন করা প্রয়োজন। অন্যদিকে, পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের জন্যও প্রয়োজন একটি সুশৃঙ্খল ধারাবাহিক শিখন কর্মকাণ্ড। ভাষাদক্ষতা অর্জনের এই সব বিশেষ দিকসমূহ বিবেচনা করে ভাষা শিখনের কর্মকাণ্ডকে কয়েকটি পর্বে উল্লেখ করা যেতে পারে।

পর্বসমূহ হচ্ছে:

- প্রাক-পঠন লিখন
- বর্ণ পরিচয়
- শব্দ-বাক্য
- ভাষা যোগাযোগ ও বোধগম্যতা

পরিপূর্ণভাবে পড়া ও লেখার দক্ষতা অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে পড়া ও লেখা সংশ্লিষ্ট কিছু মৌলিক বিষয় সম্পর্কে শিশুদের জ্ঞানার্জন করা প্রয়োজন হয়। যেমন- যেকোনো কিছু পড়তে পারার আগে শিশুদের জানা প্রয়োজন যে, কোনো লিখিত পাঠ্যাংশের মাধ্যমে একটি অর্থপূর্ণ পরিস্থিতি, অবস্থা বা ঘটনা নির্দেশিত হয়। পড়তে পারার আগে জানা প্রয়োজন কীভাবে পাঠ্যপুস্তক ধরতে হয়, কোন দিক থেকে কোন দিকে (বাংলা ভাষায় বাম থেকে ডানে) পড়তে হয় ইত্যাদি। তাছাড়া পড়ার দক্ষতা অর্জনের প্রাথমিক পর্যায়ে উপর্যুক্ত মৌলিক বিষয় ছাড়াও ধ্বনি, বর্ণ, শব্দ, বাক্য, বোধগম্যতা ইত্যাদি সম্পর্কে শিশুদের দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। ভাষা শিখনের প্রাথমিক অবস্থায় শোনা ও বলার ধারাবাহিক অনুশীলনের পাশাপাশি পড়া ও লেখার জন্য নিচের ক্ষেত্রসমূহ শিক্ষার্থীদের আয়ত্ত করা প্রয়োজন।

ভাষাদক্ষতা উন্নয়নে ভাষা শিখনের বিভিন্ন পর্বসমূহের যথাযথ অনুশীলনের কোনো বিকল্প নেই। শ্রেণিকক্ষে ভাষা শিখনের বিভিন্ন পর্বের ধারাবাহিক ও কার্যকর অনুশীলন শিশুকে ভাষার দক্ষতাসমূহ অর্জনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সহায়ক ভূমিকা পালন করে। প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়নে এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা ও পাঠাভ্যাস গঠনের মাধ্যমে স্বাধীন পাঠক হিসাবে গড়ে তোলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা মূলত পড়তে শেখার পাঁচটি উপদানের ভিত্তিতে তৈরি হয়।

পড়ার এই পাঁচটি উপাদান হলো-

- ধ্বনি সচেতনতা
- বর্ণজ্ঞান
- শব্দভাণ্ডার
- পঠন সাবলীলতা
- বোধগম্যতা

**ধ্বনি সচেতনতা**

ধ্বনি সচেতনতা হচ্ছে আওয়াজ বা ধ্বনি শুনে চিহ্নিত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারার সামর্থ্য। ধ্বনি সচেতনতা পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। এটা সম্পূর্ণ মৌখিক। ধ্বনি সচেতনতার ফলে শিক্ষার্থীরা–

- বিভিন্ন ধ্বনিসমূহের জন্য নির্ধারিত প্রতীক হিসেবে সংশ্লিষ্ট বর্ণ শনাক্ত করতে পারে;
- বিভিন্ন শব্দের মাঝে নির্দিষ্ট বর্ণের অবস্থান শনাক্ত করতে পারে;
- শব্দের মাঝে সন্নিবেশিত বর্ণ/ধ্বনিসমূহ একে একে পৃথক করতে পারে;
- সহজ শব্দাংশের সমন্বয়ে শব্দ তৈরি করতে পারে;
- শব্দের মাঝে বর্ণের পরিবর্তন শব্দের ধ্বনিগত উচ্চারণ ও অর্থ কীভাবে পরিবর্তন করে-তা বুঝতে পারে;
- বিভিন্ন পরিচিত/অপরিচিত শব্দ উচ্চারণ করতে পারে।

**বর্ণজ্ঞান**

বর্ণজ্ঞান হলো উচ্চারিত শব্দের ধ্বনির লিখিত রূপ যা ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যকার সম্পর্ক এবং এর রীতি বুঝতে সহায়তা করে। পড়া, লেখা এবং সাধারণ কিছু বাক্যের উপর ভিত্তি করে এর কাজগুলো প্রণয়ন করা হয়েছে। এই কার্যক্রমটি মূলত স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ ও কারচিহ্ন শিখনের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যার ফলে শিক্ষার্থীরা এগুলো মিল করে পড়তে পারে। তাছাড়াও এটি শব্দ ভেঙে পড়া এবং লেখার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

উদাহরণস্বরুপ, /ম/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'ম' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়। আবার /চ/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'চ বর্ণটি ব্যবহৃত হয়।

**শব্দভাণ্ডার**

সঠিক ও অর্থপূর্ণভাবে ভাষা ব্যবহার করার জন্য সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার অর্জনের বিষয়টি একটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ, শব্দের আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ, শব্দের বানান এবং শব্দটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারার দক্ষতাকে নির্দেশ করে। পড়া ও লেখার জন্য শব্দভাণ্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার উন্নয়নের জন্য প্রাত্যহিক আলাপচারিতার মধ্যে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন গল্প পঠনের মাধ্যমে শিশুদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত নির্ধারিত নতুন নতুন শব্দ চর্চার সুযোগ শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা অধিক কার্যকরভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

এই পাঁচ উপাদানের মধ্যে শব্দভাণ্ডার সরাসরি পাঠ্যবস্তু বোঝার সাথে যুক্ত। শব্দভাণ্ডার হলো এমন একগুচ্ছ অর্থবোধক শব্দ যার অর্থ শিশুরা জানে এবং যেগুলো বাক্য বা গল্পে ব্যবহৃত হলে তা বুঝতে সক্ষম হয়। একজন পাঠক যখন শব্দ চিনতে পারে, ডিকোড করতে পারে এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে, তখনই সে প্রকৃত অর্থে পাঠোদ্ধার করতে পারে। তাই দৈনন্দিন কথোপকথনে পাওয়া যায় না–এমন নতুন, জটিল ও অপরিচিত শব্দগুলো পরিকল্পিতভাবে শেখানো শিক্ষার অপরিহার্য অংশ।

**পঠন সাবলীলতা**

পঠন সাবলীলতা হলো কোনো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ নির্দিষ্ট মান গতিতে, সঠিক উচ্চারণে এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে পড়তে পারার দক্ষতা। অর্থাৎ কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাই পঠন সাবলীলতা।

পঠন সাবলীলতায় কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারতে হয়।

পড়ার দুটো অংশ...

- পাঠোদ্ধার বা ডিকোডিং
- বোধগম্যতা বা পঠিত অংশের অর্থ বুঝতে পারা

সমস্বরে পড়ার সময় কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও আস্তে, কোথাও জোর দিয়ে, কোথাও আবার একটু থেমে, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গি অনুসরণ করে অর্থাৎ সঠিক যতি চিহ্নের ব্যবহার জেনে সাবলীলভাবে পড়তে হয়। সাবলীলভাবে পড়তে না পারলে শিশু পঠিত অংশের অর্থ বুঝতে পারবে না।

**বোধগম্যতা**

একজন দক্ষ পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে হলে শিশুদের পড়ার পাঁচটি উপাদান-ধ্বনি সচেতনতা, বর্ণজ্ঞান, শব্দভাণ্ডার, পঠন সাবলীলতা এবং বোধগম্যতা পরিকল্পিতভাবে শেখানো অপরিহার্য।

এই পাঁচটি উপাদানের মধ্যে বোধগম্যতা হলো পঠনের মূল উদ্দেশ্য এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বোধগম্যতা মানে হলো-কোনো লেখা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা। শিশুরা যখন পাঠ্যাংশে থাকা তথ্য, ধারণা ও বার্তাগুলোকে অর্থপূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পারে, তখনই তাদের বোধগম্যতা অর্জিত হয়েছে বলা যায়। বোধগম্যতা গড়ে তুলতে হলে শিক্ষার্থীদের শুধু শব্দ উচ্চারণ নয়–বরং তথ্য খেয়াল করা, মূল বক্তব্য খুঁজে বের করা, প্রশ্নের উত্তর তৈরি করা, পূর্বজ্ঞান সক্রিয় করা এবং পাঠ থেকে অর্থ বের করার মতো গুরুত্বপূর্ণ কৌশল শিখতে হয়।

শিশুরা অনেক সময় অনুচ্ছেদ পড়তে পারলেও সে সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। এর কারণ তারা শুধুই 'ডিকোড' করতে পারে, কিন্তু বুঝে পড়তে পারে না। ডিকোডিংয়ের জন্য প্রয়োজন ধ্বনি সচেতনতা ও বর্ণজ্ঞান, আর বোধগম্যতার জন্য প্রয়োজন সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার, শুদ্ধ উচ্চারণ, মান গতি, সাবলীলতা এবং পাঠ্যাংশের অর্থ অনুধাবনের ক্ষমতা। তাই পাঁচটি পঠন উপাদানের মধ্যে বোধগম্যতা পাঠের আসল লক্ষ্য পূরণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

| অধিবেশন: ০৯ | বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. ধ্বনি উচ্চারণে বাকপ্রত্যঙ্গসমূহের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বাংলা স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ বর্ণনা করতে পারবেন;
গ. বাংলা স্বরধ্বনি উচ্চারণের কৌশল ও প্রমিত উচ্চারণবিধি উল্লেখ করতে পারবেন;
ঘ. স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
**পদ্ধতি ও কৌশল** : আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর।
**উপকরণ:** বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্র, পিপিটি স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন।

| অংশ-ক | বাকপ্রত্যঙ্গের পরিচয় | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে নিচের প্রশ্নগুলো করতে পারেন। যেমন:
–উচ্চারণে মানবদেহের কোন কোন প্রত্যঙ্গ ব্যবহৃত হয়? (সম্ভাব্য উত্তর: ফুসফুস, জিহ্বা, তালু, দাঁত, ঠোঁট ইত্যাদি।) এরপর বলুন, আজ আমরা মানব বাকপ্রত্যঙ্গ ও বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় এবং স্বরধ্বনির উচ্চারণবিধি জানব।

২. তথ্যপত্রের আলোকে পিপিটি/বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে ধ্বনি উচ্চারণে ব্যবহৃত প্রত্যঙ্গসমূহের তালিকা উপস্থাপন করুন। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বাকপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনির উচ্চারণ-প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করুন।

৩. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ বিষয়ে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-খ | বাংলা স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. পিপিটি/বর্ণচার্টের মাধ্যমে বাংলা স্বরবর্ণের তালিকা প্রদর্শন করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চান, বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি? (উত্তর: সাতটি - ই এ অ্যা আ অ ও উ)।

২. স্বরধ্বনির সংজ্ঞা উল্লেখ করে এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৩. তথ্যপত্রে প্রদত্ত স্বরধ্বনির ছকের মাধ্যমে বাংলা স্বরধ্বনির শ্রেণি সম্পর্কে আলোচনা উপস্থাপন করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে জিহ্বার অবস্থান, জিহ্বার উচ্চতা, ঠোঁটের অবস্থা ও চোয়ালের অবস্থা বিবেচনায় স্বরধ্বনির শ্রেণিকরণ করতে এবং স্বরধ্বনিগুলোর বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করে বুঝিয়ে বলতে বলুন।

| | | |
|---|---|---|
| সম্ভাব্য উত্তর: | ই | : সম্মুখ, উচ্চ, প্রসৃত, সংবৃত |
| | এ | : সম্মুখ, উচ্চ-মধ্য, প্রসৃত, অর্ধ-সংবৃত |
| | অ্যা | : সম্মুখ, নিম্ন-মধ্য, প্রসৃত, অর্ধ-বিবৃত |
| | আ | : মধ্য, নিম্ন, নির্লিপ্ত, বিবৃত |
| | অ | : পশ্চাৎ, নিম্ন-মধ্য, গোলাকার, অর্ধ-বিবৃত |
| | ও | : পশ্চাৎ, উচ্চ-মধ্য, গোলাকার, অর্ধ-সংবৃত |
| | উ | : পশ্চাৎ, উচ্চ, গোলাকার, সংবৃত |

১. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এ-বিষয়ে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-গ | বাংলা স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণবিধি | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. তথ্যপত্রের আলোকে বাংলা মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উপস্থাপন করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য দলে আলোচনা করতে বলুন।

৩. তাদের উচ্চারণ শুনুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. মৌলিক স্বরধ্বনি কয়টি ও কী কী?

খ. অ-ধ্বনির সংবৃত ও বিবৃত উচ্চারণের কয়েকটি উদাহরণ বলুন।

| সহায়ক তথ্য: ০৯ | অধিবেশন-০৯: বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি |
|---|---|

| অংশ-ক | বাকপ্রত্যঙ্গের পরিচয় |
|---|---|

পারস্পরিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে মানুষের নিকট বাগধ্বনি-নির্ভর ভাষাই সবচেয়ে কার্যকর উপায়। যেকোনো ভাষার বাগধ্বনি সৃষ্টির জন্য দেহের একটি বিশেষ স্থানের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কোনো কোনোটির পরিচালনা প্রয়োজন হয়। এ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোকেই আমরা বাক্প্রত্যঙ্গ বলে থাকি। ধ্বনি গঠনে বাক্প্রত্যঙ্গগুলোর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

এগুলোর ভূমিকা দ্বিবিধ। প্রথমত, এগুলোর সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনি গঠিত হয়; দ্বিতীয়ত, এগুলোর সাহায্যে ধ্বনির প্রকৃতিগত পরিবর্তন সাধিত হয়। ধ্বনি গঠনে কিছু বাকপ্রত্যঙ্গ প্রত্যক্ষভাবে আর কিছু প্রত্যঙ্গ পরোক্ষভাবে ভূমিকা

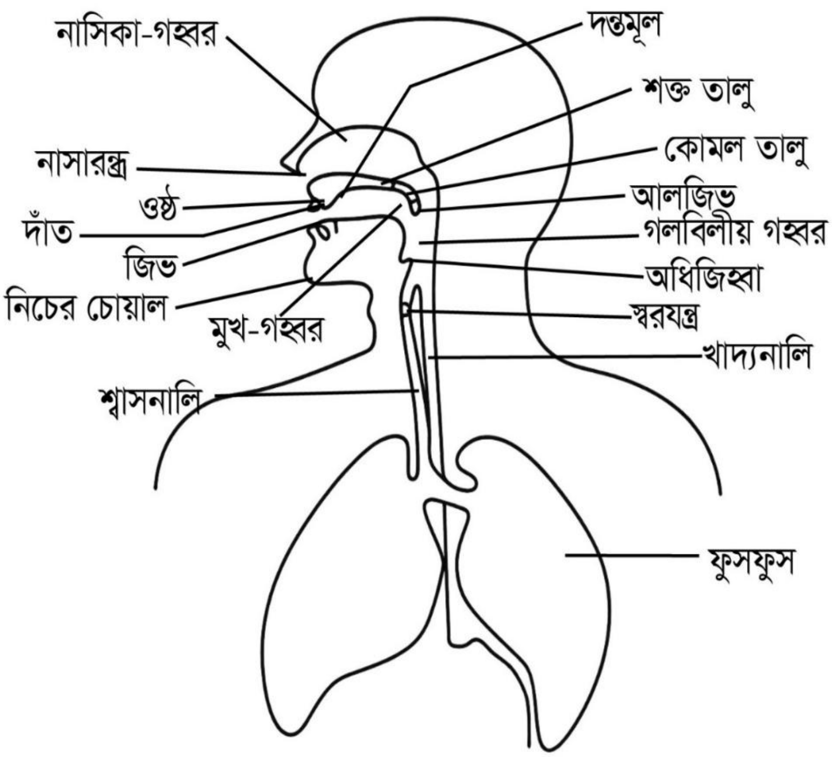


চিত্র: মানব বাকপ্রত্যঙ্গ

পালন করে। বাগ্ধ্বনি উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট প্রত্যঙ্গগুলো হলো: ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, অধিজিহ্বা, গলবিল, আলজিহ্বা, নাসিকাগহ্বর এবং মুখবিবরে অবস্থিত জিহ্বা, দাঁত, তালু, ঠোঁট ইত্যাদি।

ধ্বনি উচ্চারণে দুটি প্রত্যঙ্গ প্রয়োজন হয়। যে প্রত্যঙ্গটি সক্রিয় সেটি হলো উচ্চারক আর যেখান থেকে ধ্বনি উচ্চারিত হয় সেটি উচ্চারণ-স্থান। উচ্চারণ-স্থান পরিবর্তিত হলে ধ্বনির প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। এজন্য ধ্বনির প্রমিত উচ্চারণে বাক্প্রত্যঙ্গের যথাযথ পরিচালনা গুরুত্বপূর্ণ।

| অংশ-খ | বাংলা স্বরধ্বনির পরিচয় ও শ্রেণিবিন্যাস |
|---|---|

যে সকল ধ্বনি উচ্চারণের সময় ফুসফুস-তাড়িত বাতাস বেরিয়ে যেতে মুখবিবরের কোথাও কোনো প্রকার বাধা পায় না বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় না, তাদেরকে বলা হয় স্বরধ্বনি। এগুলো অন্য কোনো ধ্বনির সহায়তা ছাড়াই নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে।

বাংলা বর্ণমালায় অ আ ই ঈ উ ঊ ঋ এ ঐ ও ঔ - এই এগারোটি স্বরবর্ণ থাকলেও আমরা সাতটি মৌলিক স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি। এগুলো হলো : ই এ অ্যা আ অ ও উ। বাংলা ভাষার প্রমিত উচ্চারণরীতি আয়ত্ত করতে হলে এই মৌলিক স্বরধ্বনিগুলোর প্রকৃত উচ্চারণ আয়ত্ত

করতে হবে। আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে স্বরধ্বনিগুলোর বিচারে তিনটি দিক লক্ষ রাখতে হয়, এগুলো হলো: স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার কোন অংশ উঁচু হয়, জিহ্বার উচ্চতার পরিমাপ এবং ঠোঁট ও চোয়ালের অবস্থা। এই মাপকাঠি অবলম্বনে নিচের ছকে বাংলা স্বরধ্বনিগুলোর শ্রেণি নির্দেশ করা যেতে পারে।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | জিহ্বার অবস্থান | | | | |
| | | সম্মুখ | মধ্য | পশ্চাৎ | | |
| জিহ্বার উচ্চতা | উচ্চ | **ই** | | **উ** | সংবৃত | চোয়ালের অবস্থা |
| | উচ্চ-মধ্য | **এ** | | **ও** | অর্ধ-সংবৃত | |
| | নিম্ন-মধ্য | **অ্যা** | | **অ** | অর্ধ-বিবৃত | |
| | নিম্ন | | **আ** | | বিবৃত | |
| | | প্রসৃত | নির্লিপ্ত | গোলাকার | | |
| | | ঠোঁটের আকৃতি | | | | |

| অংশ-গ | বাংলা স্বরধ্বনির প্রমিত উচ্চারণবিধি |
|---|---|

প্রমিত উচ্চারণরীতিতে বলার দক্ষতা অর্জনে প্রতিটি স্বরধ্বনির উচ্চারণ আলাদা আলাদাভাবে জানা গুরুত্বপূর্ণ। তেমনি শব্দ-মধ্যে অন্য ধ্বনির সংস্পর্শে যেভাবে উচ্চারিত হয়, তা-ও জানা প্রয়োজন। নিচে স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উল্লেখ করা হলো।

**অ-ধ্বনির উচ্চারণ**

অ-ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার পেছনের অংশ কোমল তালুর দিকে নিম্ন অবস্থা থেকে সামান্য উঁচু হয়। ঠোঁট গোলাকার ও চোয়াল থাকে অর্ধ-বিবৃত। অ-ধ্বনি আবার কিছুটা ও -এর মতো অর্ধ-সংবৃতরূপে উচ্চারিত হতে পারে।

শব্দে অবস্থানভেদে অ-ধ্বনির দুরকমের উচ্চারণ হতে পারে।

**ক. অ-ধ্বনির স্বাভাবিক (অর্ধ-বিবৃত) উচ্চারণ**

**শব্দের আদিতেঃ**

১. শব্দের আদিতে না-বোধক 'অ'। যেমন - অটল, অনাহার, অনাচার।

২. 'অ' কিংবা 'আ'-যুক্ত ধ্বনির পূর্ববর্তী অ-ধ্বনি বিবৃত হয়। যেমন - অমানিশা, কথা।

**শব্দের মধ্যে ও অন্তেঃ**

১. পূর্ব স্বরের সঙ্গে মিল রেখে স্বরসঙ্গতির কারণে বিবৃত 'অ'। যেমন - কদম, কত, শ্রেয়।

২. ঋ-ধ্বনি, এ-ধ্বনি ও ঐ-ধ্বনির পরবর্তী 'অ' প্রায়ই বিবৃত হয়, যেমন - তৃণ, মৌন, ধৈর্য ইত্যাদি।

৩. অনেক সময় ই-ধ্বনির পরের 'অ' বিবৃত হয়, যেমন - রচিত, জনিত ইত্যাদি।

**খ. অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণ**

অ-ধ্বনির সংবৃত উচ্চারণে চোয়ালের ফাঁক কম ও ঠোঁট গোলাকৃতি হয়ে 'ও'-র মতো উচ্চারিত হয়।

**শব্দের আদিতেঃ**

১. পরবর্তী স্বর সংবৃত হলে শব্দে আদি 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- অতি (ওতি), করুন (কোরুন), করে (অসমাপিকা 'কোরে')।

২. পরবর্তী ই, উ ইত্যাদির প্রভাবে র-ফলা যুক্ত 'অ' সংবৃত হয়। যেমন- প্রতিভা (প্রোতিভা), প্রচুর (প্রোচুর) ইত্যাদি। কিন্তু অ, আ ইত্যাদির প্রভাবে পূর্ব 'অ' বিবৃত হয়। যেমন, প্রভাত, প্রলয়।

**শব্দের মধ্যে ও অন্তে:**

১। তর, তম প্রত্যয়যুক্ত বিশেষণ পদের অন্ত্য 'অ' সংবৃত হয়। যেমন - (প্রিয়তমো), গুরুতর (গুরুতরো) ইত্যাদি।

২। ই, উ-এর পরবর্তী মধ্য ও অন্ত্য 'অ' সংবৃত। যেমন, প্রিয় (প্রিয়ো), যাবতীয় (যাবতিয়ো) ইত্যাদি।

**আ-ধ্বনির উচ্চারণ**

বাংলায় আ-ধ্বনি একটি বিবৃত স্বর। এর উচ্চারণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ দু-ই হতে পারে। এর উচ্চারণ অনেকটা ইংরেজি ফাদার (father) ও কাম (clam) শব্দের 'আ'-এর মতো। যেমন- আপন, বাড়ি, মা, দাতা ইত্যাদি। বাংলায় একাক্ষর শব্দে 'আ' দীর্ঘ হয়। যেমন- জাম শব্দে 'আ' দীর্ঘ । কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে 'আ'-এর উচ্চারণ হ্রস্ব। যেমন- জামা শব্দে 'আ' হ্রস্ব।

**ই ঈ-ধ্বনির উচ্চারণ**

বাংলায় সাধারণত হ্রস্ব ই-ধ্বনি এবং দীর্ঘ ঈ-ধ্বনির উচ্চারণে কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের ই এবং ঈ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়।। যেমন- দীন (দীর্ঘ)- দীনা (হ্রস্ব), নিচ (দীর্ঘ)- নিচু (হ্রস্ব)। এজন্য ঈ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

**উ ঊ-ধ্বনির উচ্চারণ**

বাংলায় উ এবং ঊ-কারের উচ্চারণে তেমন কোনো পার্থক্য দেখা যায় না। একাক্ষর শব্দের উ এবং ঊ দুটোই দীর্ঘ হয়, কিন্তু একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দে হ্রস্ব হয়। যেমন- চুল (দীর্ঘ)- চুলা (হ্রস্ব), রূপ (দীর্ঘ)- রূপা (হ্রস্ব)। এজন্য ঊ মৌলিক স্বরধ্বনি নয়।

**ঋ-ধ্বনির উচ্চারণ**

ঋ বাংলায় মৌলিক স্বর হিসেবে উচ্চারিত হয় না। স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হলে ঋ-এর উচ্চারণ রি-এর মতো হয়। আর ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত হয়ে ব্যবহৃত হলে র-ফলা + ই-কারের মতো হয়। যেমন- ঋণ, ঋতু (রীন, রীতু), মাতৃ (মাত্রি), কৃষি (কৃষি)।

**এ অ্যা-ধ্বনির উচ্চারণ**

এ ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত ও বিবৃত উভয়ই হতে পারে। 'দেখি' শব্দে এ-এর প্রকৃত উচ্চারণ সংবৃত। যেমন- দেখি (দেখি)। কিন্তু দেখা (দ্যাখা) শব্দে এ-এর উচ্চারণ বিবৃত। এ-এর বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ কালক্রমে বাংলায় মৌলিক স্বরধ্বনি হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বিবৃত এ-কে অ্যা দিয়ে লেখা হয়। 'ৢা' দিয়ে এ বর্ণের কারচিহ্ন লেখা হয়।

**এ-এর সংবৃত উচ্চারণ**

১. পদের অন্তে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- পথে, ঘাটে, আসে ইত্যাদি।

২. তৎসম শব্দের প্রথমে ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে যুক্ত এ-ধ্বনির উচ্চারণ সংবৃত হয়। যেমন- দেশ, প্রেম, শেষ ইত্যাদি।

৩. একাক্ষর সর্বনাম পদের 'এ' সংবৃত। যেমন- কে, সে, যে।

৪. হ কিংবা আকারবিহীন যুক্তধ্বনি পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- দেহ, কেহ, কেষ্ট।

৫. ই বা উ-কার পরে থাকলে 'এ' সংবৃত হয়। যেমন- লেখি, বেলুন।

**এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ**

এ ধ্বনির বিবৃত (অ্যা) উচ্চারণ ইংরেজি ক্যাট (cat) ও ব্যাট (bat)-এ 'এ' এর মতো। যেমন, দেখ (দ্যাখ্), এক (অ্যাক) ইত্যাদি। অ্যা-এর উচ্চারণ কেবল শব্দের আদিতেই পাওয়া যায়, শব্দের মধ্যে ও অন্তে পাওয়া যায় না।

১. দুই অক্ষর বিশিষ্ট সর্বনাম বা অব্যয় পদে - যেমন, এত, হেন, কেন।

২. অনুস্বার ও চন্দ্রবিন্দু যুক্ত ধ্বনির আগে অ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেংড়া, চেংড়া, গেঁজেল ইত্যাদি।

৩. খাঁটি বাংলা শব্দে অ্যা উচ্চারিত হয়। যেমন- খেমটা, ঢেপসা, তেলাপোকা, তেনা, দেওর।

**ঐ ধ্বনির উচ্চারণ**

ঐ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + ই - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। যেমন- বৈধ, বৈদেশিক, ঐক্য, চৈতন্য।

**ও ধ্বনির উচ্চারণ**

বাংলা একাক্ষর শব্দে ও-ধ্বনির উচ্চারণ দীর্ঘ। যেমন- গো, জোর, রোগ, বোন ইত্যাদি। অন্যত্র সাধারণত হ্রস্ব। যেমন- রোগা, বোনা, সোনা ইত্যাদি। ও ইংরেজি বোট (boat) শব্দের (oa)-এর মতো।

**ঔ ধ্বনির উচ্চারণ**

ঔ বাংলায় মৌলিক ধ্বনি নয়, একটি যৌগিক স্বরধ্বনি। অ + উ - এই দুটি স্বরের মিলিত ধ্বনিতে ঐ-ধ্বনির সৃষ্টি হয়। এটি যৌগিক স্বরধ্বনির প্রতীক বা চিহ্ন। যেমন- গৌরব, নৌকা, গৌণ ইত্যাদি।

| অধিবেশন: ১০ | বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের কৌশল ও প্রমিত উচ্চারণবিধি উল্লেখ করতে পারবেন;

গ. শিক্ষার্থীদের ব্যঞ্জনধ্বনির প্রমিত উচ্চারণ শেখাতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল :** আলোচনা, দলীয় কাজ, উপস্থাপনা, প্রশ্নোত্তর।

**উপকরণ:** বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্র, পিপিটি স্লাইড।

| অংশ-ক | ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ | সময়: ৫০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে কুশল বিনিময় করবেন এবং প্রশিক্ষণের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন। এরপর বলুন, আজ আমরা বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয়, শ্রেণিবিন্যাস এবং ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবিধি জানব।

২. ব্যঞ্জনধ্বনির সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোকপাত করুন। পূর্ব অধিবেশনের ধারাবাহিকতায় স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির পার্থক্য আলোচনা করুন।

৩. পিপিটি/বাকপ্রত্যঙ্গের চিত্রের মাধ্যমে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহের উচ্চারণ-স্থান নির্দেশ করুন। তথ্যপত্রের আলোকে বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণ-স্থান অনুযায়ী শ্রেণিবিভাগ উপস্থাপন করুন।

৪. তথ্যপত্রের সহায়তায় উচ্চারণ-প্রক্রিয়ার বিভিন্ন দিক বিবেচনা করে ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিসমূহ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা উপস্থাপন করুন।

৫. প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এবিষয়ে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-খ | বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবিধি | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. তথ্যপত্রের আলোকে বাংলা মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণবিধি উপস্থাপন করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ করে উচ্চারণবিধি অনুসরণ করে অনুশীলন করতে বলুন।

| দল | কাজ | |
|---|---|---|
| ১ | অঘোষ ধ্বনি, ঘোষ ধ্বনি ও এর উচ্চারণ | ধ্বনিগুলো পোস্টারে লিখে উচ্চারণ স্থান অনুযায়ী উচ্চারণ করে দেখাবেন। |
| ২ | অল্পপ্রাণ ধ্বনি,মহাপ্রাণ ধ্বনি ও এর উচ্চারণ | |
| ৩ | স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি ও এর উচ্চারণ | |
| ৪ | নাসিক্য,পার্শ্বিক, উষ্ম বা শিস, কম্পনজাত, ও তাড়নজাত ধ্বনি | |

৩. তাদের উচ্চারণ শুনুন এবং প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১। মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি কয়টি ?

২। প-বর্গীয় ধ্বনির উচ্চারণ স্থান কোথায় ?

| সহায়ক তথ্য: ১০ | অধিবেশন-১০: বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির পরিচয় ও প্রমিত উচ্চারণবিধি |
|---|---|

| অংশ-ক | ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিকরণ |
|---|---|

**ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য**

মানব বাকপ্রত্যঙ্গ দ্বারা উচ্চারিত ধ্বনিগুলো প্রধানত দুই ভাগে বিভক্ত - ১. স্বরধ্বনি, ২. ব্যঞ্জনধ্বনি। যেসব ধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুস তাড়িত বাতাস কোথাও না কোথাও বাধা পায় বা শ্রুতিগ্রাহ্যরূপে চাপা খায়, সেগুলোকে বলে ব্যঞ্জনধ্বনি। এগুলো স্বরধ্বনির সহায়তা ছাড়া নিজে নিজে উচ্চারিত হতে পারে না।

বাংলা বর্ণমালায় ৩৯টি ব্যঞ্জনবর্ণ থাকলেও মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি ৩০টি। এই ৩০টি ব্যঞ্জনধ্বনিই আমরা উচ্চারণ করি।

| ব্যঞ্জনবর্ণ | মৌলিক ব্যঞ্জনধ্বনি | মন্তব্য |
|---|---|---|
| ক খ গ ঘ ঙ | ক খ গ ঘ ঙ | |
| চ ছ জ ঝ ঞ | চ ছ জ ঝ | ঞ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো। |
| ট ঠ ড ঢ ণ | ট ঠ ড ঢ | ণ -এর উচ্চারণ ন-এর মতো। |
| ত থ দ ধ ন | ত থ দ ধ ন | |
| প ফ ব ভ ম | প ফ ব ভ ম | |
| য র ল | র ল | য-এর উচ্চারণ জ-এর মতো। |
| শ ষ স হ | শ স হ | ষ-এর উচ্চারণ শ- এর মতো । |
| ড় ঢ় য় ৎ | ড় ঢ় | য় শ্রুতি ধ্বনি, ৎ প্রকৃতপক্ষে ত্ |
| ং ঃ ঁ | | ং এবং ঙ-এর উচ্চারণ অভিন্ন;<br>ঃ এবং হ-এর উচ্চারণ প্রায় অভিন্ন<br>ঁ - নাসিক্যদ্যোতনা প্রকাশক চিহ্ন |

প্রমিত উচ্চারণ আয়ত্ত করার জন্য ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর উচ্চারণরীতি জানা অত্যন্ত জরুরি।

**ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিকরণ**

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহ বিচার-বিশ্লেষণে উচ্চারণস্থান, উচ্চারণরীতি, কোমলতালুর অবস্থা, বায়ুর চাপ ইত্যাদি বিবেচনা করা হয়।

উচ্চারণ স্থানের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিসমূহকে কয়েকটি বর্গে ভাগ করা হয়। যেমন,

**১. ক-বর্গীয় ধ্বনি :** ক, খ, গ, ঘ, ঙ

জিহ্বামূল এবং কোমল তালুর স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এগুলো জিহ্বামূলীয় বা কণ্ঠ্য স্পর্শ ধ্বনি।

**২. চ-বর্গীয় ধ্বনি :** চ, ছ, জ, ঝ, ঞ

তালুর সামনের অংশে জিভের পাতার সম্মুখভাগের স্পর্শে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় তালব্য স্পর্শধ্বনি।

**৩. ট-বর্গীয় ধ্বনি:** ট, ঠ, ড, ঢ, ণ

জিভটি উল্টে গিয়ে উপরের মাড়ির গোড়ার শক্ত অংশ অর্থাৎ মূর্ধা স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের নাম মূর্ধন্যধ্বনি।

**৪. ত-বর্গীয় ধ্বনি:** ত, থ, দ, ধ, ন

জিভের পাতার সম্মুখভাগ উপর পাটি দাঁতের গোড়ার দিকে স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের বলা হয় দন্ত্য ধ্বনি।

**৫. প-বর্গীয় ধ্বনি:** প, ফ, ব, ভ, ম

ঠোঁট দুটি পরস্পর স্পর্শ করলে এই ধ্বনিগুলো উচ্চারিত হয়। এদের ওষ্ঠ্যধ্বনি বলা হয়। ক থেকে ম পর্যন্ত পাঁচটি বর্গে মোট পঁচিশটি ধ্বনি। এসব ধ্বনির উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস বাকপ্রত্যঙ্গের কোথাও কোথাও বাধা পায় এবং স্পৃষ্ট হয় বলে এদের স্পর্শধ্বনি বলা হয়।

| **অংশ-খ** | **ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণবিধি** |
|---|---|

উচ্চারণ স্থানের দিক থেকে যেমন বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে ৫টি বর্গে ভাগ করা হয়েছে তেমনি ধ্বনিগুলোর উচ্চারণ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনিকে বিভিন্নভাবে বিন্যস্ত করা হয়েছে। অল্পপ্রাণ, মহাপ্রাণ, ঘোষ, অঘোষ, নাসিক্য ইত্যাদি ধ্বনিগুণের ভিত্তিতে বাংলা ব্যঞ্জনধ্বনির শ্রেণিসমূহের পরিচয় দেওয়া হলো :

**ঘোষ ধ্বনি**

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয়, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে ঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঙ ন ম র ল ড় ঢ় হ ঘোষ ধ্বনি।

**অঘোষ ধ্বনি**

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের মধ্যবর্তী স্বরতন্ত্রীদ্বয় কম্পিত হয় না, সেসব ব্যঞ্জনধ্বনিকে অঘোষ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প), ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ) এবং শ স অঘোষ ধ্বনি।

**স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি**

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের স্বল্পতা থাকে, ফলে বাতাস আস্তে বের হয় সেসব ধ্বনিকে স্বল্পপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ১ম ধ্বনি (ক চ ট ত প), ৩য় ধ্বনি (গ জ ড দ ব) এবং ঙ ন ম র ল ড় শ স স্বল্পপ্রাণ ধ্বনি।

**মহাপ্রাণ ধ্বনি**

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণের সময় বায়ুচাপের আধিক্য থাকে, ফলে বাতাস সজোরে বের হয় সেসব ধ্বনিকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ২য় ধ্বনি (খ ছ ঠ থ ফ), ৪র্থ ধ্বনি (ঘ ঝ ঢ ধ ভ) এবং ঢ় হ মহাপ্রাণ ধ্বনি।

**নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি**

যেসব ব্যঞ্জনধ্বনি উচ্চারণে ফুসফুসতাড়িত বাতাস মুখ গহ্বরের কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় কিন্তু পরক্ষণেই কোমল তালু নিচে নেমে এসে নাসিকা গহ্বরের পথ উন্মুক্ত করে দেয় এবং বাতাস সম্পূর্ণ নাক দিয়ে বেরিয়ে যায় সেসব ধ্বনিকে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি বলে। বর্গীয় ব্যঞ্জনগুলোর ৫ম ধ্বনি পাঁচটি নাসিক্য হলেও তাদের মধ্যে ঙ, ন, ম – এই তিনটিই মৌলিক নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি।

**স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি**

যেসব ধ্বনি উচ্চারণে উচ্চারকদ্বয় পরস্পর সংস্পর্শ লাভ করে এবং ফুসফুস-নির্গত বায়ুপ্রবাহকে বাধা দেয়, আটকে রাখে এবং পরক্ষণেই ফটকার মত আওয়াজ করে বাতাস ছেড়ে দেয়, তাদের স্পর্শ বা স্পৃষ্ট ধ্বনি বলে। বাংলায় স্পৃষ্ট ধ্বনি বিশটি – ক খ গ ঘ চ ছ জ ঝ ট ঠ ড ঢ ত থ দ ধ প ফ ব ভ।

**পার্শ্বিক ধ্বনি**

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগকে মুখের মাঝামাঝি দন্তমূলে ঠেকিয়ে রেখে জিহ্বার এক পাশ বা দু পাশ দিয়ে মুখবিবর থেকে বায়ু বের করে দেওয়া হয়, পার্শ্বোত্থিত বা পার্শ্বজাত সেই ধ্বনিকে পার্শ্বিক ধ্বনি বলে। ল পার্শ্বিক ধ্বনি।

**কম্পনজাত ধ্বনি**

জিহ্বার অগ্রভাগকে কম্পিত করে ও তদ্দ্বারা দন্তমূলকে একাধিকবার দ্রুত আঘাত করে যে ধ্বনি উচ্চারণ করা হয়, তাকে কম্পনজাত ধ্বনি বলে। র কম্পনজাত ধ্বনি।

**তাড়নজাত ধ্বনি**

যে ধ্বনি উচ্চারণে জিহ্বার অগ্রভাগের তলদেশ দ্বারা অর্থাৎ উল্টো পিঠের দ্বারা দন্তমূলে দ্রুত আঘাত করে বায়ুপ্রবাহে একরকম তাড়না সৃষ্টি করা হয়, তাকে তাড়নজাত ধ্বনি বলে। ড় ঢ় – এই ধ্বনি দুটি তাড়নজাত।

**উষ্ম বা শিসধ্বনি**

যে ধ্বনি উচ্চারণে বাতাস মুখবিবরে কোথাও বাধা পায় না, তবে বায়ুপথ সংকীর্ণ হয়ে ঘর্ষণপ্রাপ্ত হয় বা শ্রুতিগ্রাহ্য চাপা খায় এবং শিস ধ্বনির সৃষ্টি করে, তাকে উষ্ম বা শিসধ্বনি বলে। শ স হ – এই তিনটি শিস বা উষ্ম ধ্বনি।

**নিচের ছকে ব্যঞ্জধ্বনিগুলোকে বিন্যস্ত করে দেখানো হলো:**

| | অঘোষ | | ঘোষ | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | অল্পপ্রাণ | মহাপ্রাণ | অল্পপ্রাণ | মহাপ্রাণ | নাসিক্য |
| কণ্ঠ্য/জিহ্বামূলীয় | ক | খ | গ | ঘ | ঙ |
| তালব্য | চ | ছ | জ | ঝ | ঞ |
| মূর্ধন্য | ট | ঠ | ড | ঢ | ণ |
| দন্ত্য | ত | থ | দ | ধ | ন |
| ওষ্ঠ্য | প | ফ | ব | ভ | ম |
| অন্যান্য | শ স ল র ড় ঢ় হ | | | | |

| **অধিবেশন: ১১** | **ধ্বনি সচেতনতা** |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ধ্বনি সচেতনতা কী তা বলতে পারবেন;

খ. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, সিমুলেসন, উপস্থাপন ।

**উপকরণ:** আমার বাংলা বই (প্রথম শ্রেণি), সহায়ক তথ্য, পিপিটি স্লাইড, ভিপকার্ড।

| **অংশ-ক** | **ধ্বনি সচেতনতা** | **সময়: ৪০ মিনিট** |
|---|---|---|

এই অধিবেশনে প্রশিক্ষণার্থীগণকে স্বাগত জানান। বলুন যে, এই অধিবেশনে 'ধ্বনি সচেতনতা'- এর পরিচিতি সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

**১.** প্রশিক্ষণার্থীগণকে নিচে প্রদত্ত বাক্য দুটি কার্ডে লিখে বোর্ডে সেঁটে দিতে এবং পড়ে শোনাতে বলুন।

সে **অন্ন** প্রাণী খেয়ে বাঁচে।
লোকটির **আভাস** অনেক দূরে।

১. দুটি বাক্য শুনে আমরা কী বুঝতে পারলাম তা কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে বলতে বলুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, এখানে দুটি শব্দ আছে- **অন্ন** ও **আভাস** যাদের উচ্চারণ হচ্ছে অন্ন (অন্য) ও আভাস (আবাস)। সঠিক উচ্চারণ না হওয়ার কারণে এখানে অর্থের ভিন্নতা তৈরি হয়েছে বা বাক্যটি কোনো অর্থ বহন করে না।

৩. ধ্বনি সচেতনতা বলতে কী বোঝায় তা আলোচনা করুন। প্রয়োজনে উদাহরণ প্রদান করুন।

- পড়তে শেখার প্রথম উপাদান হলো ধ্বনি সচেতনতা। ধ্বনি সচেতনতা বলতে আওয়াজ/ধ্বনি শুনে চিহ্নিত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারার সামর্থ্যকে বোঝায়।
- ধ্বনি সচেতনতা পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়।
- এটা শোনা এবং বলার সাথে সম্পর্কিত।

৪. ধ্বনি সচেতনতার প্রয়োজন কেন তা আলোচনা করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, শিশুদের পড়া নির্ভর করে বিভিন্ন ধ্বনির সমন্বয়ে অর্থবোধক শব্দ উচ্চারণ করতে পারার দক্ষতার ওপর। আবার লেখা ও সঠিক বানান নির্ভর করে একটি শব্দকে ভেঙে এর বর্ণগুলোকে আলাদা করতে পারার দক্ষতার ওপর। তাই পড়তে শেখার জন্য ধ্বনি সচেতনতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, আমরা ধ্বনি সচেতনতার জন্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করে থাকি। যেমন:

- একইরকম শব্দ বা ধ্বনি অথবা ভিন্ন ভিন্ন শব্দ বা ধ্বনি চিহ্নিত করা (বউ, মউ, পাখি)
- ছন্দ মিল হয় এমন শব্দ শনাক্ত করা (টুটি-ছুটি, পাই-যাই, সকালে-কপালে, পাতা-ছাতা)
- শুরুতে একই উচ্চারণ হয় এমন শব্দ (ইট, ইলিশ, ঈশান, কলম, কলস, কলা, কথা) চিনতে পারা।
- শব্দের মধ্যকার বর্ণের বা শব্দাংশের ধ্বনি শনাক্ত করা, যেমন -ইট শব্দটির মধ্যে দুইটি ধ্বনি আছে- /ই/ট/।
- শব্দের আদ্যাক্ষর বা প্রথম ধ্বনি শনাক্ত করা, যেমন কলম, কলা, কলস। এখানে এই ধ্বনি থেকে শব্দের আদ্যাক্ষর 'ক' চিহ্নিত হয়েছে।

**৬.** এ পর্যায়ে সকলের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-খ | শিখন শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি সচেতনতা | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, যদিও ধ্বনি সচেতনতা তৈরির জন্য অনেক কৌশল আছে। আমরা শ্রেণিকক্ষে ধ্বনি সচেতনতার জন্য প্রধানত তিন ধরনের কাজ চর্চা করব। কাজগুলো হলো-

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ
- ধ্বনির মিলকরণ
- ধ্বনি বিভক্তিকরণ

২. প্রশিক্ষণার্থীদের পিপিটি পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড/ পোস্টারের মাধ্যমে ধ্বনি সচেতনতার তিনটি কাজের উদাহরণসহ ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

| |
|---|
| **ধ্বনি চিহ্নিতকরণ** (Sound Identification)ঃ<br>শব্দের মধ্যস্থিত প্রতিটি ধ্বনি আলাদা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে পারা ও পরিবর্তন করতে পারাই হলো ধ্বনি চিহ্নিতকরণ। শুনে শুনে শব্দের ধ্বনিগুলোকে শনাক্ত করতে পারা শোনার একটি অন্যতম দক্ষতা। শব্দের ধ্বনিগুলোকে সচেতনভাবে উচ্চারণ করতে পারা পড়ার একটি অন্যতম দক্ষতা। |
| **ধ্বনি মিলকরণ** (Sound Blending)<br>ধ্বনি মিলকরণ হচ্ছে বিভিন্ন ধ্বনিকে ধারাবাহিকভাবে উচ্চারণ করে শব্দ তৈরি করতে পারার দক্ষতা। |
| **ধ্বনি বিভক্তিকরণ** (Sound Segmenting)<br>ধ্বনি বিভক্তিকরণ হলো শব্দকে ভেঙে শব্দের মধ্যকার ধ্বনিগুলোকে আলাদা আলাদাভাবে উচ্চারণ করতে পারার দক্ষতা। |

৩. সহায়ক তথ্যের আলোকে ৩টি কাজে শিক্ষকের করণীয় ব্যাখ্যা করুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করতে সহায়তা করুন।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করে দিন। প্রত্যেক দলে প্রথম শ্রেণির বর্ণের একটি করে পাঠ নির্বাচন করে দিন। উক্ত পাঠ থেকে শিখন-শেখানো কার্যক্রমে ধ্বনি চিহ্নিতকরণ, ধ্বনি মিলকরণ ও ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ কীভাবে করতে হবে তা সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসরণ করে একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন।

৫. দলগত কাজ শেষ হলে প্রশিক্ষণার্থীদের মধ্য থেকে দৈবচয়নের মাধ্যমে যে কোনো একটি দলকে উপস্থাপন করতে বলুন।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন এবং সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অধিবেশনের সমাপ্তি ঘোষণা করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১.শিখন-শেখানো কাজে ধ্বনি সচেতনতার ধারণা কীভাবে প্রয়োগ করবেন?

| সহায়ক তথ্য: ১১ | অধিবেশন-১১: ধ্বনি সচেতনতা |
|---|---|

| অংশ-ক | ধ্বনি চিহ্নিতকরণ, ধ্বনি মিলকরণ ও ধ্বনি বিভক্তিকরণ |
|---|---|

**ধ্বনি চিহ্নিতকরণ**

- ধ্বনি চিহ্নিতকরণ করার কাজে বিভিন্ন শব্দের প্রথম অথবা মাঝের অথবা শেষের নির্দিষ্ট ধ্বনিটি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
- বর্ণের ধ্বনি চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।
- শিশুরা কোনো বর্ণের ধ্বনি চিনে বা জেনে অপরিচিত শব্দ বানান করে পড়তে পারে।
- ধ্বনি চিহ্নিতকরণের কাজটি ৩টি ধাপে করাতে হয়-

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

**ধ্বনি মিলকরণ**

- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা শিক্ষার্থীকে মুখে মুখে নতুন শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে।
- ধ্বনি মিলকরণের দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে ।
- ধ্বনির মিলকরণের চর্চা ৩টি ধাপে করাতে হয়-

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে চর্চা করেন।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে চর্চা করে।

**ধ্বনি বিভক্তিকরণ**

- ধ্বনি বিভক্তিকরণ দক্ষতা অপরিচিত শব্দ পড়তে সহায়তা করে।
- শব্দ বা শব্দাংশের ধ্বনি বিভক্তিকরণের চর্চা শ্রেণিকক্ষে আমরা ৩টি ধাপে করাতে হয় -

ধাপ-১: শিক্ষক প্রথমে কাজটি কীভাবে করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী কাজটি একসঙ্গে অনুশীলন করেন।
ধাপ-৩: শিক্ষার্থীরা কাজটি নিজে নিজে অনুশীলন করে।

| অংশ-খ | শিখন শেখানো প্রক্রিয়ায় ধ্বনি সচেতনতা |
|---|---|

**ধ্বনি চিহ্নিতকরণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া**

| | | |
|---|---|---|
| শিক্ষক | : | তোমরা 'আমার বাংলা বই' ১ম শ্রেণি -এর নির্ধারিত পৃষ্ঠা খোল। প্রথম বক্সে কীসের ছবি আছে? |
| শিক্ষার্থী | : | চক। |
| শিক্ষক | : | চক শব্দের প্রথম ধ্বনি কী? প্রথম ধ্বনি /চ/। এখন আমরা একটি মজার খেলা খেলব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমি হাত উঠাব। আর যদি /চ/ না হয়, তবে হাত উঠাব না। শব্দটি হচ্ছে চশমা (বলে শিক্ষক হাত উঠাবেন)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমি হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড় (এবার শিক্ষক হাত উঠাবেন না)। এর প্রথম ধ্বনি /চ/ না। তাই আমি হাত উঠালাম না। |

| | | |
|---|---|---|
| শিক্ষক ও শিক্ষার্থী | : | এবার আমরা একসঙ্গে করব। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে আমরা হাত উঠাব। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাব না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চশমা। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী সকলেই হাত উঠাবে) |
| শিক্ষক: | | চমচম শব্দের প্রথম ধ্বনি /চ/। তাই আমরা হাত উঠালাম। আরেকটি শব্দ হচ্ছে পাহাড়। (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী হাত উঠাবে না)। পাহাড় এর প্রথম ধ্বনি /চ/ নয়। তাই আমরা হাত উঠালাম না। এবার তোমরা করবে। আমি কিছু শব্দ বলব। যদি তার প্রথম ধ্বনি /চ/ হয়, তাহলে তোমরা হাত উঠাবে। আর যদি না হয়, তবে হাত উঠাবে না। প্রথম শব্দটি হচ্ছে চমচম। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে)। আরেকটি শব্দ হচ্ছে সাগর। (শিক্ষার্থীরা হাত উঠাবে না) শিক্ষক একইভাবে চড়ুই, ফল, চতুর শব্দ দিয়ে হাত উঠানোর খেলা খেলাবেন।<br>আজ আমরা যে ধ্বনিটি শিখলাম সেটি কী? |
| শিক্ষক :<br>শিক্ষার্থী : | | /চ/ |

**ধ্বনির মিলকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

| | | |
|---|---|---|
| শিক্ষক | : | এখন আমরা ধ্বনি মিলিয়ে কীভাবে শব্দ তৈরি করতে হয় তা দেখব। আমি কিছু ধ্বনি বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোনো। /চ/ /ক/- চক। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। আর শব্দটি বলার সময় দুইটি ভাগকে একত্রে মেশানোর ভঙ্গি করবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করব। |
| শিক্ষক ও শিক্ষার্থী | : | শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: /চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ ১-এর মত হাত দিয়ে ধ্বনি মিলকরণের কাজটি করবে।) |
| শিক্ষক | : | এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। |
| শিক্ষার্থী | : | /চ/ /ক/- চক। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে চশমা শব্দটির ধ্বনি মিলকরণের কাজ করাবেন।) |

**ধ্বনি বিভক্তিকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

| | | |
|---|---|---|
| শিক্ষক | : | আমরা আগেই কতগুলো ধ্বনি/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে শিখেছি। আমি আজকেও কিছু ধ্বনি/শব্দাংশ বলছি। এগুলো মিলে কীভাবে শব্দ তৈরি হয়, তোমরা শোন। |
| শিক্ষক | : | কলম- /ক/ /ল/ /ম/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন। এভাবে শিক্ষক ২-৩ বার করবেন)। |
| শিক্ষক | : | একইভাবে আমরা **বই** শব্দটিকে বিভক্ত করা শিখব। **বই** শব্দটির মধ্যে কী কী ধ্বনি আছে? |
| শিক্ষক | : | বই- /ব/ /ই/। এখানে **বই** শব্দটিতে দুটি ধ্বনি আছে। প্রথম ধ্বনিটি /ব/ ও পরের ধ্বনিটি হলো /ই/। (এজন্য শিক্ষক তার ডান হাত দিয়ে বাঁ হাতে শব্দটি দেখাবেন, তারপর একেকটি ধ্বনির জন্য একেকটি ভাগ দেখাবেন)। এবার আমরা একসঙ্গে এই কাজটি করবো। |
| শিক্ষক ও শিক্ষার্থী | : | বই - /ব/ /ই/। (শিক্ষক শিক্ষার্থী উভয়েই ধাপ-১ এর মতো হাত দিয়ে শব্দ বিভক্তিকরণের কাজটি করবে।) |
| শিক্ষক | : | এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। |
| শিক্ষার্থী | : | বই- /ব/ /ই/। (শিক্ষক ধাপ ১, ২ ও ৩ অনুসরণ করে **গরম** শব্দ দিয়ে শব্দের ধ্বনি বিভক্তিকরণের কাজ করবেন।) |

| অধিবেশন: ১২ | বাংলা ভাষার বর্ণপ্রকরণ : বর্ণ, যুক্তবর্ণ, কার ও ফলা চিহ্ন |
|---|---|

**শিখনফল:**
এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. বাংলা কারচিহ্ন ও ফলাচিহ্ন শনাক্ত করতে পারবেন;
গ. বাংলা যুক্তবর্ণের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
**পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় উপস্থাপন।
**উপকরণ:** বর্ণকার্ড, ফ্লিপচার্ট, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড।

| অংশ-ক | বাংলা বর্ণমালা | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. পূর্ববর্তী অধিবেশন স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনি আলোচনার সূত্র ধরে বাংলা বর্ণমালাসমূহ আলোচনা করার পরিবেশ সৃষ্টি করুন। অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে, ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যে পার্থক্য কী?
২. তথ্যপত্রের আলোকে বাংলা স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ উপস্থাপন করুন। বর্ণকার্ড প্রদর্শন করে বর্ণমালার সকল বর্ণের সাথে প্রশিক্ষণার্থীদের পরিচয় করিয়ে দিন।
ক) এবার প্রশিক্ষণার্থীদের জোড়ায় আলোচনা করে প্রথমে স্বরবর্ণের পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণগুলো খুঁজে বের করতে বলুন।

পূর্ণমাত্রার বর্ণ- ৬টি : অ আ ই ঈ উ ঊ

অর্ধমাত্রার বর্ণ- ১টি : ঋ

মাত্রাহীন বর্ণ- ৪টি : এ ঐ ও ঔ

খ) এরপর জোড়ায় আলোচনা করে ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ণমাত্রা, অর্ধমাত্রা ও মাত্রাহীন বর্ণগুলো খুঁজে বের করে উপস্থাপন করতে বলুন।

অর্ধমাত্রার বর্ণ ৭টি : খ গ ণ থ ধ প শ

মাত্রাহীন বর্ণ ৬টি : ঙ ঞ ৎ ং ঃ ঁ

অবশিষ্ট ২৬টি পূর্ণমাত্রার বর্ণ।

| অংশ-খ | কারচিহ্ন ও ফলাচিহ্ন | সময়: ১৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. ক) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন কারচিহ্ন কী?
খ) কোনগুলো ফলাচিহ্ন?

তাদের উত্তর প্রদানে সহায়তা করুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্য থেকে সহায়তা নিয়ে পিপিটির মাধ্যমে কার ও ফলা চিহ্নগুলো উপস্থাপন করুন। এরপর কারচিহ্ন ও ফলাচিহ্নের মধ্যে পার্থক্য উপস্থাপন করুন এবং বিভিন্ন শব্দে এদের প্রয়োগ বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করুন।

২. কারচিহ্নগুলো বোর্ডে লিখে বিভিন্ন শব্দে তা কেমন আকৃতি ধারণ করে তা বলুন। সহায়ক তথ্যের আলোকে উ-কার, ঊ-কার, ঋ-কারের ভিন্ন ভিন্ন রূপ সম্পর্কে ধারণা দিন।

**কারচিহ্ন :** স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। কারচিহ্ন যখন বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন কোনো কোনো ক্ষেত্রে কারচিহ্নের আকৃতিও পরিবর্তিত হয়ে যায়। পঠন দক্ষতা উন্নয়নে এগুলো চেনা গুরুত্বপূর্ণ।

| নাম | আকৃতি | সংযুক্ত রূপ |
|---|---|---|
| আ-কার | া | খা যা |
| ই-কার | ি | দি বি |
| ঈ-কার | ী | কী লী |
| উ-কার | ু | দু রু হু শু ন্তু |
| ঊ-কার | ূ | দূ রূ |
| ঋ-কার | ৃ | দৃ হৃ |
| এ-কার | ে | নে য়ে |
| ঐ-কার | ৈ | কৈ হৈ |
| ও-কার | ো | কো নো |
| ঔ-কার | ৌ | নৌ সৌ |

৩. ফলাচিহ্নের আকৃতি কেমন তা বোর্ডে প্রদর্শন করুন। ফলাচিহ্নগুলো বর্ণের সঙ্গে যুক্ত হলে কেমন আকৃতি পায় তা দেখিয়ে আলোচনার মাধ্যমে স্পষ্ট করুন।

**ফলা :** স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। ব্যঞ্জবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়।

| ফলা | আকৃতি | যুক্ত রূপ | শব্দে প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| য-ফলা | ্য | ম্য, দ্য | অদম্য, সদ্য |
| র-ফলা | ্র | ম্র, দ্র | আম্র, দ্রবণ |
| ব-ফলা | ্ব | স্ব, দ্ব | লম্ব, দ্বার |
| ম-ফলা | ্ম | স্ম, দ্ম | সম্মান, পদ্ম |
| ন-ফলা | ্ন | ম্ন, ত্ন | নিম্ন, রত্ন |
| ল-ফলা | ্ল | ম্ল, | ম্লান |

| অংশ-গ | যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ ও বিশ্লেষণ | সময়: ৪৫ মিনিট |
|---|---|---|

১) প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞাসা করুন যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ কী?

সহায়ক তথ্যপত্রের আলোকে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ এবং বিভিন্ন ধরনের যুক্তব্যঞ্জনবর্ণসমূহ বোর্ডে লিখে উপস্থাপন করুন।

**যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ ও বিশ্লেষণ:**

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়। যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।

**ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন :** একই ব্যঞ্জন পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন-উচ্চ (চ+চ), বিপন্ন (ন+ন), সম্মান (ম+ম) ইত্যাদি।

**খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন :** দ্বিত্বব্যঞ্জন ছাড়া সব ব্যঞ্জন সংযোগকে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন- লক্ষ (ক+ষ), বন্ধ (ন+ধ), রক্ত (ক+ত) ইত্যাদি।

কয়টি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে তার ওপর ভিত্তি করে যুক্তব্যঞ্জনকে ভাগ করা হয়। যেমন-

দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ক্+ত = ক্ত : রক্ত

তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : জ্+জ্+ব = জ্জ্ব : উজ্জ্বল

চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ : ন্+ত্+র-ফলা(্র)+য-ফলা( ্য) = ন্ত্র্য : স্বাতন্ত্র্য

২) প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। পোস্টার পেপারে নির্বাচিত যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে দেখিয়ে **দুটি করে শব্দ তৈরি** করতে বলুন।

| দল | কাজ |
|---|---|
| ১ | **ঞ্জ ট্র ত্ত থ** |
| ২ | **ত্র হ্ল দ্ধ হ্ন** |
| ৩ | **ন্ধ ঞ্ছ ভ্র ষ্ম** |
| ৪ | **ঙ্ক স্থ ঞ্চ জ্জ্ব** |
| ৫ | **জ্ঞ ক্ত ক্স শ্রু** |

ক) প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। একদল যখন উপস্থাপন করবে তখন অন্য দলগুলোকে মনোযোগসহকারে দেখতে ও শুনতে বলুন।

খ) দলীয় উপস্থাপনা শেষে তথ্যপত্রের সহায়তায় বিভিন্ন যুক্ত বর্ণসমূহ পিপিটির সহায়তায় উপস্থাপন করুন। প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে ভেঙে দেখান। প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন তাদের দলীয় কাজে যেসব যুক্ত বর্ণের ব্যবহার হয়েছে তার বাইরে আপনার উপস্থাপনায় নতুন নতুন যুক্তবর্ণ ব্যবহার হয়েছে কিনা?

**৩) যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণঃ**

এ পর্যায়ে আপনি বোর্ড বা পিপিটি ব্যবহার করে নিম্নবর্ণিত যুক্তব্যঞ্জনগুলো বিশ্লেষণ করে দেখান। যুক্তব্যঞ্জন বর্ণকে বিশ্লেষণ করাই যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ। নিম্নে কতকগুলো যুক্তব্যঞ্জনকে বিশ্লেষণ করা হলো -

| | |
|---|---|
| ক্ত =ক্+ত : শক্ত, রক্ত | ক্স = প্+স : লিপ্সা, অভীপ্সা |
| ক্র =ক্+র : বক্র, চক্র | ব্দ = ব্+দ : শব্দ, জব্দ |
| ক্স = ক্+স : বাক্স, কক্স | ভ্র = ভ্+র : ভ্রমণ, ভ্রমর |
| ক্ষ =ক্+ষ : বক্ষ, দক্ষ | ভ্রূ = ভ্+র্+ঊ : ভ্রূকুটি |
| ঙ্ক্ষ = ঙ্+ক্+ষ : আকাঙ্ক্ষা | রু = র্+উ : রুপা, রুপালি |
| ঙ্ক = ঙ্+ক : অঙ্ক, কঙ্কাল | রূ = র্+ঊ : রূপ, রূপকথা |
| ঙ্খ = ঙ্+খ : শঙ্খ, পঙ্খী | ল্ক = ল্+ক : উল্কা, বল্কল |
| ঙ্গ =ঙ্+গ : অঙ্গ, বঙ্গ | ল্গ = ল্+গ : ফালগুন |
| ঙ্ঘ = ঙ্+ঘ : সঙ্ঘ, লঙ্ঘন | ল্ট = ল্+ট : উল্টা |
| চ্ছ = চ্+ছ : উচ্ছল, উচ্ছেদ | স্ত = স্+ত : সস্তা, প্রশস্ত |
| চ্ছ্ব = চ্+ছ্+ব : উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত | স্থ = স্+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য |
| জ্জ্ব = জ্+জ্+ব : উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা | স্ক = স্+ক : স্কুল, স্কন্ধ |
| জ্ঝ = জ্+ঝ : কুজ্ঝটিকা | স্খ = স্+খ : স্খলন |
| জ্ঞ =জ্+ঞ : জ্ঞান, সংজ্ঞা | স্ট = স্+ট : স্টেশন, আগস্ট |
| | স্ত = স্+ত : অস্ত, সস্তা |
| | শু = শ্+উ : শুভ, শুদ্ধ |
| | শ্রু = শ্+উ : অশ্রু, শ্রুতি |

| | |
|---|---|
| ঞ্চ =ঞ্+চ : বঞ্চনা, মঞ্চ<br>ঞ্ছ =ঞ্+ছ : বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা<br>ঞ্জ =ঞ্+জ : গঞ্জনা, ভঞ্জন<br>ঞ্ঝ = ঞ্+ঝ : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট<br>ট্ট =ট্+ট: অট্টালিকা, চট্টগ্রাম<br>ণ্ড = ণ্+ড : কাণ্ড, গণ্ড<br>ত্ত = ত্+ত : মত্ত, বিত্ত<br>ত্র = ত্+র : পত্র, সূত্র<br>ত্রু = ত্+র্+উ : ত্রুটি, শত্রু<br>ত্থ = ত্+থ : উত্থান, উত্থিত<br>দ্ধ = দ্+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ<br>ন্ধ = ন্+ধ : অন্ধ, বন্ধ<br>ন্দ = ন্+দ : আনন্দ, বন্দী<br>ন্ম = ন্+ম : জন্ম, আজন্ম<br>প্ত = প+ত : রপ্ত, লিপ্ত | শ্রু = শ্+র+উ : অশ্রু, শ্রুতি<br>শ্রূ = শ্+র+ঊ : শুশ্রূষা<br>ষ্ম = ষ্+ম : গ্রীষ্ম, ভস্ম<br>ষ্ণ = ষ্+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা<br>ষ্ক = ষ্+ক : শুষ্ক, পরিষ্কার<br>হু = হ্+উ : হুকুম, বহু<br>হৃ = হ্+ঋ : হৃদয়, সুহৃদ<br>হ্ন = হ্+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন<br>হ্ণ = হ্+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ |

**শব্দের বর্ণ বিশ্লেষণ :** প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি শব্দের কর্মপত্র দিয়ে বর্ণ বিশ্লেষণ করে লিখতে বলুন।

**কর্মপত্র**

শব্দের বর্ণ/ধ্বনি বিশ্লেষণ

| | |
|---|---|
| **ব্রহ্মপুত্র** | ব্+অ+র্+হ্+ম্+অ+প্+উ+ত্+র্+অ |
| **সংস্কৃতি** | |
| **বৈজ্ঞানিক** | |
| **নির্লিপ্ত** | |
| **স্বাস্থ্য** | |
| **অনিন্দ্য** | |
| **স্বায়ত্তশাসিত** | |

| | | |
|---|---|---|
| **অংশ-ঘ** | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ১০ মিনিট** |

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক) স্বরবর্ণ কাকে বলে?

খ) ব্যঞ্জনবর্ণ কয়টি?

গ) কার ও ফলার মধ্যে পার্থক্য কী?

ঘ) উজ্জ্বল, কুজ্ঝটিকা, লাঞ্ছনা, উত্থিত শব্দের যুক্তবর্ণগুলো ভেঙে আলাদা করে দেখান।

| সহায়ক তথ্য: ১২ | বাংলা ভাষার বর্ণপ্রকরণ : বর্ণ, যুক্তবর্ণ, কার ও ফলা চিহ্ন |
|---|---|

| অংশ-ক | বাংলা বর্ণমালা (স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ) |
|---|---|

পৃথিবীর অনেক ভাষারই বর্ণমালা রয়েছে। যেমন-বাংলা, ইংরেজি, রুশ, হিন্দি প্রভৃতি। এ সব ভাষার লিখন ব্যবস্থা হলো বর্ণভিত্তিক। যে কোন ভাষায় ব্যবহৃত লিখিত বর্ণসমষ্টিকে সেই ভাষার বর্ণমালা বলা হয়। ধ্বনি নির্দেশক চিহ্নকে বলা হয় বর্ণ।

**১) স্বরবর্ণ:** স্বরধ্বনি দ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে স্বরব র্ণ বলে। যেমন- অ, আ, ই, ঈ ইত্যাদি।

**স্বরবর্ণসমূহ:**

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| অ | আ | ই | ঈ | উ | ঊ | ঋ |
| এ | ঐ | ও | ঔ | | ১১টি | |

এদের মধ্যে-

| | |
|---|---|
| পূর্ণমাত্রার বর্ণ- ৬টি | : অ আ ই ঈ উ ঊ |
| অর্ধমাত্রার বর্ণ- ১টি | : ঋ |
| মাত্রাহীন বর্ণ- ৪টি | : এ ঐ ও ঔ |

স্বরবর্ণ যখন স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হয়, তখন পূর্ণরূপ লেখা হয়। অ, আ, ই, এ ইত্যাদি।

স্বরবর্ণের পূর্ণরূপ শব্দের শুরুতে, মাঝে ও শেষে তিন অবস্থানেই থাকতে পারে।

শব্দের শুরুতে: আকাশ, ইলিশ, উপকার।

শব্দের মাঝে: কুরআন, আউশ।

শব্দের শেষে: বউ, জামাই।

**কারচিহ্ন :** স্বরবর্ণ যখন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হয় তখন সংক্ষিপ্ত রূপ ব্যবহৃত হয়। স্বরবর্ণের এ সংক্ষিপ্ত রূপকে কার বলে। কারচিহ্ন শব্দে ব্যবহৃত হলে অনেক ক্ষেত্রে কার ও বর্ণ উভয়ের আকৃতি পরিবর্তন হতে পারে। কোনো কোনো কারচিহ্নের একাধিক সংযুক্ত রূপ আছে।

| নাম | আকৃতি | সংযুক্ত রূপ |
|---|---|---|
| আ-কার | া | খা যা |
| ই-কার | ি | দি বি |
| ঈ-কার | ী | কী লী |
| উ-কার | ু | দু রু হু শু ন্তু |
| ঊ-কার | ূ | দূ রূ |
| ঋ-কার | ৃ | দৃ হৃ |
| এ-কার | ে | নে য়ে |
| ঐ-কার | ৈ | কৈ হৈ |
| ও-কার | ো | কো নো |
| ঔ-কার | ৌ | নৌ সৌ |

**২) ব্যঞ্জনবর্ণ :** ব্যঞ্জন ধ্বনিদ্যোতক লিখিত সাংকেতিক চিহ্নকে ব্যঞ্জনবর্ণ বলে। যেমন-ক, খ, ঘ, ঙ ইত্যাদি।

বাংলা বর্ণমালায় মোট পঞ্চাশটি (৫০) বর্ণ রয়েছে। তার মধ্যে স্বরবর্ণ এগারোটি এবং ব্যঞ্জনবর্ণ উনচল্লিশটি। বাংলা একটি ধ্বনির জন্য বর্ণমালায় একাধিক বর্ণ রয়েছে। শব্দের বানান বলার সময় নির্দিষ্ট বর্ণ নির্দেশ করতে বর্ণের নাম বলার প্রয়োজন হতে পারে। এজন্য ***বাংলা একাডেমি ব্যবহারিক বাংলা অভিধান*** (পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১২) অনুসরণে বাংলা বর্ণের নাম দেওয়া হলো। এক্ষেত্রে IPA-তে বর্ণের নাম ও [ ] বন্ধনীতে বাংলায় নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

**ব্যঞ্জনবর্ণসমূহ**

| ব্যঞ্জনবর্ণ | বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের IPA | বর্ণের নাম |
|---|---|---|
| ক | k | kɔ [ক] |
| খ | kʰ | khɔ [খ] |
| গ | g | gɔ [গ] |
| ঘ | gh | ghɔ [ঘ] |
| ঙ | ŋ | uo~ [উয়োঁ] |
| চ | c | cɔ [চ] |
| ছ | ch | chɔ [ছ] |
| জ | dz | dzɔ [জ] |
| ঝ | dhz | dhzɔ [ঝ] |
| ঞ | n | io [ইয়োঁ] |
| ট | ṭ | ṭɔ [ট] |
| ঠ | ṭh | ṭhɔ [ঠ] |
| ড | ḍ | ḍɔ [ড] |
| ঢ | ḍh | ḍhɔ [ঢ] |
| ণ | n | murḍhonno nɔ [মূর্ধন্য ন] |
| ত | t | tɔ [ত] |
| থ | th | thɔ [থ] |
| দ | d | dɔ [দ] |
| ধ | dh | dhɔ [ধ] |
| ন | n | nɔ [ন] |

| ব্যঞ্জনবর্ণ | বাংলা ব্যঞ্জন বর্ণের IPA | বর্ণের নাম |
|---|---|---|
| প | p | pɔ [ছ] |
| ফ | ph | phɔ [ছ] |
| ব | b | bɔ [ছ] |
| ভ | bh | bhɔ [ভ] |
| ম | m | mɔ [ম] |
| য | j | ɔntostho dzɔ [অন্তস্থ জ] |
| র | r | rɔ [র] |
| ল | l | lɔ [ল] |
| শ | ʃ | talobbo ʃɔ [তালব্য শ] |
| ষ | ʃ | murḍhonno ʃɔ [মূর্ধন্য শ] |
| স | s | dɔnto ʃɔ [দন্ত্য স] |
| হ | h | hɔ [হ] |
| ড় | ṛ | ḍhɔe bindu ṛ [ডয়ে বিন্দু ড়] |
| ঢ় | ṛh | ḍhɔe bindu ṛhɔ [ঢয়ে বিন্দু ঢ়] |
| য় | y | ɔntostho y [অন্তস্থ য়] |
| ৎ | t | khɔnḍo tɔ [খণ্ড ত] |
| ং | ŋ | onuʃʃar [অনুস্বার] |
| ঃ | h | biʃɔrgo [বিসর্গ] |
| ঁ | ~ | cɔnḍro bindu [চন্দ্র বিন্দু] |
| | | |

মাত্রাচিহ্নের ভিত্তিতে ব্যঞ্জনবর্ণ

| | | |
|---|---|---|
| মাত্রাহীন বর্ণ | ৬টি | ঙ ঞ ৎ ঃ ঁ |
| অর্ধমাত্রাযুক্ত বর্ণ | ৭টি | খ গ ণ থ ধ প শ |
| পূর্ণমাত্রাযুক্ত বর্ণ | অবশিষ্ট ২৬টি বর্ণ | |

**ফলা:** স্বরবর্ণ যেমন ব্যঞ্জনবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় তেমনি কোনো কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জবর্ণের সাথে যুক্ত হলে আকৃতি পরিবর্তন হয় এবং কখনো কখনো সংক্ষিপ্তও হয়। ব্যঞ্জবর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপকে ফলা বলে। যে ব্যঞ্জনটি যুক্ত হয় তার নাম অনুসারে ফলার নামকরণ হয়।

যেমন–

| ফলা | আকৃতি | যুক্ত রূপ | শব্দে প্রয়োগ |
|---|---|---|---|
| য-ফলা | ্য | ম্য, দ্য | অদম্য, সদ্য |
| র-ফলা | ্র | ম্র, দ্র | আম্র, দ্রবণ |
| ব-ফলা | ্ব | স্ব, দ্ব | লম্ব, দ্বার |
| ম-ফলা | ্ম | স্ম, দ্ম | সম্মান, পদ্ম |
| ন-ফলা | ্ন | ম্ন, ত্ন | নিম্ন, রত্ন |
| ল-ফলা | ্ল | ম্ল, | ম্লান |

| অংশ-খ | **যুক্তব্যঞ্জনবর্ণ ও বিশ্লেষণ** |
|---|---|

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোন স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়। যুক্তব্যঞ্জন কয়েক ধরনের হতে পারে। যেমন- ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন।

**ক) দ্বিত্বব্যঞ্জন:** একই ব্যঞ্জন পর পর দুবার ব্যবহৃত হলে তাকে দ্বিত্ব ব্যঞ্জন বলে। যেমন-উচ্চ(চ্+চ), বিপন্ন (ন্+ন), সম্মান (ম্+ম) ইত্যাদি।

**খ) সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন:** দ্বিত্বব্যঞ্জন ছাড়া সব ব্যঞ্জন সংযোগকে সাধারণ যুক্তব্যঞ্জন বলে। যেমন- লক্ষ (ক্+ষ), বন্ধ (ন্+ধ), রক্ত (ক্+ত) ইত্যাদি।

কয়টি ব্যঞ্জন যুক্ত হয়ে যুক্তব্যঞ্জন গঠিত হয়েছে তার উপর ভিত্তি করে যুক্তব্যঞ্জনকে ভাগ করা হয়।

যেমন-

দুটি ব্যঞ্জনের সংযোগ: ক্+ত = ক্ত : রক্ত

তিনটি ব্যঞ্জনের সংযোগ: জ্+জ্+ব = জ্জ্ব : উজ্জ্বল

চারটি ব্যঞ্জনের সংযোগ: ন্+ত্+র-ফলা (্র)+ য-ফলা( ্য) = ন্ত্র্য : স্বাতন্ত্র্য

**যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ**

যুক্তব্যঞ্জনবর্ণে কোন কোন ব্যঞ্জন যুক্ত তা জানা গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তব্যঞ্জন বর্ণে যেসব বর্ণ যুক্ত থাকে তা বিশ্লেষণ করে দেখানোই যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ।

নিম্নে প্রাথমিক পর্যায়ের প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির পাঠপুস্তকে ব্যবহৃত যুক্তব্যঞ্জনগুলো সংকলন করে সেগুলোর মধ্য থেকে ১০০টি বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো।

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্ক= ক্+ক | ট্র= ট্+র | ন্ধ্য= ন্+ধ্+য | শ্ন=শ্+ন |
| ক্ত=ক্+ত | ড্ড=ড্+ড | ন্ন=ন্+ন | শ্ব=শ্+ব |
| ক্য=ক্+য | ণ্ট=ণ্+ট | ন্ম=ন্+ম | শ্র=শ্+র |
| ক্র=ক্+র | ণ্ঠ=ণ্+ঠ | প্ত=প্+ত | ষ্ক=ষ্+ক |
| ক্র্য=ক্+র+য | ণ্ড=ণ্+ড | প্র=প্+র | ষ্ট=ষ্+ট |
| ক্ল=ক্+ল | ণ্য=ণ্+য | ব্দ=ব্+দ | ষ্ঠ=ষ্+ঠ |
| ক্ষ=ক্+ষ | ত্ত=ত্+ত | ব্ব=ব্+ব | ষ্ণ=ষ্+ণ |
| ক্ষ্ম=ক্+ষ্+ম | ত্থ=ত্+থ | ব্র=ব্+র | ষ্প=ষ্+প |
| ক্ষ্য=ক্+ষ্+য | ত্ন=ত্+ন | ভ্র=ভ্+র | ষ্ম=ষ্+ম |

| | | | |
|---|---|---|---|
| ক্স=ক্+স | ত্ব=ত্+ব | ম্প=ম্+প | স্ক=স্+ক |
| খ্য=খ্+য | ত্ম=ত্+ম | ম্ব=ম্+ব | স্ট=স্+ট |
| খ্র=খ্+র | ত্র=ত্+র | ম্ভ=ম্+ভ | স্ত=স্+ত |
| গ্র=গ্+র | থ্য=থ্+য | ম্ম=ম্+ম | স্ত্র=স্+ত্+র |
| ঘ্র=ঘ্+র | দ্দ=দ্+দ | ম্র=ম্+র | স্থ=স্+থ |
| ঙ্ক=ঙ্+ক | দ্ধ=দ্+ধ | য্য=য্+য | স্থ্য=স্+থ্+য |
| ঙ্খ=ঙ্+খ | দ্ব=দ্+ব | র্ক=র্+ক | স্ন=স্+ন |
| ঙ্গ=ঙ্+গ | দ্ম=দ্+ম | র্ঘ্য=র্+ঘ্+য | স্প=স্+প |
| চ্ছ=চ্+ছ | দ্র=দ্+র | র্ণ=র্+ণ | স্ব=স্+ব |
| জ্জ=জ্+জ | ধ্ব=ধ্+ব | র্য=র্+য | স্ম=স্+ম |
| জ্ঞ=জ্+ঞ | ন্ড=ন্+ড | র্শ=র্+শ | স্র=স্+র |
| জ্ব=জ্+ব | ন্ত=ন্+ত | র্ষ=র্+ষ | স্ল=স্+ল |
| জ্য=জ্+য | ন্ত্র=ন্+ত্+র | ল্গ=ল্+গ | হ্ন=হ্+ন |
| হ্ণ=হ্+ণ | ঞ্চ=ঞ্+চ | ন্দ=ন্+দ | ল্প=ল্+প |
| হ্ব=হ্+ব | ঞ্জ=ঞ্+জ | ন্দ্র=ন্+দ্+র | ল্ল=ল্+ল |
| হ্ম=হ্+ম | ট্ট=ট্+ট | ন্ধ=ন্+ধ | শ্চ=শ্+চ |

| অধিবেশন: ১৩ | বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বর্ণজ্ঞান কী তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখন শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞানের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** ধাঁধার খেলা, আলোচনা, সিমুলেশন।

**উপকরণ:** বাংলা বই (প্রথম শ্রেণি), শিক্ষক সহায়িকা (প্রথম শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, সহায়ক তথ্য, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, সাদা কাগজ, কর্মপত্র।

| অংশ-ক | বর্ণজ্ঞান | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের ব্যাখ্যা করুন যে, এই অধিবেশনে বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সকলকে বলুন যে, আমরা এখন একটি ধাঁধার খেলা খেলব। পিপিটি স্লাইডের মাধ্যমে নিচের সংখ্যাগুলো প্রদর্শন করুন এবং বলুন যে, এখানে সংখ্যা দিয়ে তৈরি একটি বাক্য দেওয়া আছে। বাক্যে কী লেখা আছে তা বলুন।

| ৪৮৪৮৭ ৬৮২ ১৮৯২ |
|---|

২. প্রশিক্ষণার্থীদের এবার প্রতিটি সংখ্যার বিপরীতে যে বর্ণটি আছে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডের মাধ্যমে তার পরিচয় প্রদান করুন। এবার আবার বাক্যটি পড়তে বলুন।

| ১= অ, ২= ছ, ৩= ত, ৪= ন, ৫= ভ, ৬= ম, ৭= র, ৮= া, ৯= ে |
|---|
| নানার মাছ আছে |

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন যে, এবার কেন আমরা বাক্যটি পড়তে পারলাম। কয়েকজনকে উত্তর বলতে বলুন।

৪. তাদের বলুন, দ্বিতীয়বার পড়ার আগে প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে বর্ণের পরিচয় করানো হয়েছে বলে আমরা সবাই পড়তে পারছি। এখানে বর্ণের পরিচয় হলো প্রতিটি বর্ণের আকৃতি, আওয়াজ বা ধ্বনি শনাক্ত করা। প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, এবার আরেকটি নতুন সংখ্যা দিয়ে তৈরি আরেকটি বাক্য পড়তে হবে।

| **৬৮৬৮৭ ৫৮৩ ১৮৯২** |
|---|
| মামার ভাত আছে। |

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, প্রথম শ্রেণির একজন শিক্ষার্থী যখন প্রথম কোনো বর্ণ দেখে পড়তে চায় তখন বর্ণের চিহ্ন বা প্রতীকগুলোর কোনো আওয়াজ বা ধ্বনি না জানার কারণে পড়তে পারে না।

৬. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, বর্ণের সঙ্গে তার আওয়াজ বা ধ্বনির সম্পর্ক বা কোন বর্ণের ধ্বনি কীরকম তা শেখানোই হচ্ছে শিক্ষার্থীদের পড়তে শেখানোর প্রথম কাজ।

৭. **বর্ণজ্ঞান কী?** এ সম্পর্কে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে একটি করে ধারণা বলতে বলুন। ধারণাগুলো পুনরাবৃত্তি পরিহার করে মূল শব্দগুলো বোর্ডে লিখুন।

৮. এবার নিচের তথ্যগুলো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে উপস্থাপনের মাধ্যমে বর্ণজ্ঞান সম্পর্কে আলোচনা করুন।

- ধ্বনি ও বর্ণের মধ্যকার সম্পর্কই হচ্ছে বর্ণজ্ঞান। যেমন, /ম/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'ম' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়। আবার /চ/ ধ্বনিটি লিখিত আকারে বোঝাতে 'চ' বর্ণটি ব্যবহৃত হয়।
- বর্ণজ্ঞান শুধুমাত্র বর্ণেই সীমাবদ্ধ থাকে না। বর্ণের সঙ্গে কার-চিহ্ন মিল করে শব্দাংশ গঠন, শব্দাংশ মিলে শব্দ গঠন এভাবে পুরো গঠন প্রক্রিয়াটিই বর্ণজ্ঞানের অংশ।

৯. এরপর **সহায়ক তথ্যের** আলোকে বর্ণজ্ঞান কেন প্রয়োজন তা ব্যাখ্যা করুন।

| অংশ-খ | শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞান ধারণার অনুশীলন | সময়: ১ ঘণ্টা |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, এই অধিবেশনে শিখন-শেখানো কাজে বর্ণজ্ঞানের ধারণা অনুশীলন করব।

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বর্ণ চিহ্নিতকরণের কাজের তিনটি ধাপ এবং শিক্ষক কীভাবে বর্ণ চিহ্নিতকরণ ও বর্ণ লেখা শেখানোর কাজটি শ্রেণিকক্ষে অনুশীলন করাবেন তা সহায়ক তথ্যের আলোকে উপস্থাপন করুন।

২. উপস্থাপন শেষে উপস্থাপিত বিষয়ের সঙ্গে এবং পূর্বে বর্ণিত তিনটি ধাপের সঙ্গে মিল করে কী কী কাজ করা হয়েছে তা প্রশ্নোত্তর ও আলোচনার মাধ্যমে সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৩. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের ৪টি দলে ভাগ করে নিম্নরূপ কাজ বণ্টন করুন। বর্ণজ্ঞানের জন্য পূর্বে আলোচিত কৌশলগুলো বিবেচনায় নিয়ে একটি পাঠের পরিকল্পনা করতে বলুন।

| দল | শ্রেণি | বিষয় |
|---|---|---|
| ১ | প্রথম শ্রেণি | বর্ণ শিখি (ক-খ) |
| ২ | প্রথম শ্রেণি | আ–কার শিখি |
| ৩ | প্রথম শ্রেণি | ই–কার ঈ–কার শিখি |
| ৪ | প্রথম শ্রেণি | মাছের রাজা |

৪. দলে সংশ্লিষ্ট কর্মপত্র, শিক্ষক সহায়িকা ও প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করুন এবং প্রতি দলের জন্য ৬ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। ৩টি ধাপে নির্দেশনা অনুসরণ করে চর্চা করতে বলুন।

৫. এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে সামনে এনে অপরাপর দলের প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষার্থীর ভূমিকায় রেখে নির্ধারিত কাজের অনুশীলন করতে বলুন। প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. বর্ণ চিহ্নিতকরণের প্রক্রিয়া প্রদর্শন করুন।

খ. কীভাবে শব্দ থেকে বর্ণ আলাদা করবেন? তার উদাহরণ দিন।

| সহায়ক তথ্য: ১৩ | অধিবেশন-১৩: বর্ণজ্ঞান ও শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

| অংশ-ক | বর্ণজ্ঞান |
|---|---|

**বর্ণজ্ঞান প্রয়োজন কেন?**

- বর্ণজ্ঞান শিক্ষার্থীকে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে। যখন শিক্ষার্থীরা বর্ণের ধ্বনি এবং ধ্বনির লিখিত রূপ শিখে ফেলে, তখন তারা এই জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে অপরিচিত শব্দ পড়তে ও লিখতে পারে।
- শব্দের ধ্বনি চিহ্নিত করার জন্য উক্ত ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ জানা প্রয়োজন। তাই শব্দের প্রতিটি ধ্বনির লিখিত রূপ বা বর্ণ দেখতে কেমন, তা শেখানো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যারা শব্দকে ভাঙতে পারে, তারা শব্দকে কীভাবে পড়তে হয় তা দ্রুত আয়ত্ত করতে পারে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলনে শিক্ষার্থীকে শব্দের অন্তর্গত বর্ণের ধ্বনি মিল করে পড়তে ও লিখতে সহায়তা করে।
- বর্ণজ্ঞান অনুশীলন শিক্ষার্থীর সঠিক বানান করার ক্ষেত্রেও সহায়তা করে।

**বর্ণজ্ঞানের কাজ**

| | |
|---|---|
| ▪ বর্ণ চিহ্নিতকরণ<br>▪ বর্ণ লেখা<br>▪ বর্ণের সঙ্গে ছবির মিলকরণ<br>▪ বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ | ▪ বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়া<br>▪ শ্রুত লিখন<br>▪ বাক্য বা ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন |

| অংশ-খ | শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বর্ণজ্ঞান ধারণার অনুশীলন |
|---|---|

**বর্ণ চিহ্নিতকরণ**

বর্ণ চিহ্নিতকরণ বলতে বর্ণের লিখিত রূপের সঙ্গে এর ধ্বনির মিলকরণের দক্ষতাকে বোঝায়। বর্ণ চিহ্নিতকরণ অনুশীলনের ফলে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিত রূপ দেখে শিক্ষার্থীরা তা শনাক্ত করতে পারে।

**বর্ণ চিহ্নিতকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

**'চ' বর্ণ শিখন শেখানো প্রক্রিয়া**

**ধাপ-১:** শিক্ষক

তোমরা 'আমার বাংলা বই'-এর নির্ধারিতপৃষ্ঠার প্রথম ছবিটি দেখ।

এটা কীসের ছবি? (শিক্ষক পাশের ছবিটি নির্দেশ করবেন)

শিক্ষার্থী: চশমা। (শিক্ষার্থীরা ছবি দেখে নাম বলবে)

শিক্ষক: চশমা এর প্রথম ধ্বনি কী?

শিক্ষার্থী: চ।

আজ আমরা যে বর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'চ' (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন)। এতক্ষণ আমরা যে / চ/ ধ্বনি শিখলাম, তার লিখিত রূপ এরকম। এই বর্ণটি হলো 'চ'।

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার আমরা একসঙ্গে বর্ণটি বলব (শিক্ষক বর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: চ।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

এবার তোমরা এই বর্ণটি বলবে। (শিক্ষক 'চ' বর্ণের কার্ড দেখাবেন।)

শিক্ষার্থী: চ। (কয়েকবার অনুশীলন করবে।)

**বর্ণ লেখা (Letter Writing):** পড়া হচ্ছে লিখিত বর্ণ ও শব্দকে ধ্বনিতে রূপান্তর করা এবং লেখা হচ্ছে ধ্বনিকে বর্ণ ও শব্দে পরিবর্তন করা। লেখা শিক্ষার্থীর শিখন স্থায়ী হতে সহায়তা করে এবং বার বার লেখার ফলে শিক্ষার্থী বর্ণটি সঠিক আকৃতিতে সুন্দরভাবে লিখতে শিখে।

**বর্ণ লেখা শেখানোর শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া:**

**শ্রেণিকক্ষে বর্ণ** লেখা শেখানোর কাজটি ৩ ধাপে করা হয়:

**ধাপ-১:** শিক্ষক

এখন আমি তোমাদের 'চ' বর্ণ কীভাবে লিখতে হয় তা দেখাব। (শিক্ষক চ বর্ণ লেখার সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে বোর্ডে বর্ণটি লিখবেন। লেখার সময় তিনি মুখে মুখে বর্ণ লেখার প্রবাহ ও বর্ণের ধ্বনিটি উচ্চারণ করে লিখবেন)। এই হচ্ছে **চ**

ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার আমরা একসঙ্গে 'চ' বর্ণটি লেখার চর্চা করব। তোমরা তোমাদের পাঠ্যবইয়ের/ওয়ার্কবুকের **চ** লেখা পৃষ্ঠাটি বের কর। এখানে **চ** বর্ণটি লেখা আছে। পাশে **চ** বর্ণ লেখার প্রবাহ দেওয়া আছে। আমি বোর্ডে আবার প্রবাহ অনুসরণ করে বর্ণটি লেখা দেখাব। তোমরাও আমার সঙ্গে প্রবাহযুক্ত বর্ণটির ওপর লিখবে এবং বর্ণটির উচ্চারণ বলবে।

ধাপ-৩: শিক্ষার্থী

এবার তোমরা তোমাদের খাতায় 'চ' বর্ণটি ৫ বার লেখ। লেখার সময় বর্ণটি মুখে মুখে বলবে। (শিক্ষক ৪-৫ জন শিক্ষার্থীর লেখা দেখবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।

**বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণ (CV Blending)**

বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণ কাজে বর্ণ ও কারচিহ্ন মিলিয়ে যে শব্দাংশ তৈরি হয় তা পড়ার চর্চা করা হয়, যা শিক্ষার্থীকে শব্দ তৈরি করতে সহায়তা করে। বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্নের মিলকরণের এই চর্চা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ ও কারচিহ্নের মিলকরণের কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

**বর্ণ ও কার-চিহ্ন মিলকরণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া:**

**ধাপ-১: শিক্ষক**

শিক্ষক নিম্নের ছকের মতো করে একটি ছক বোর্ডে আঁকবেন।

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ০ | ক | খ | গ | ঘ | চ | ছ | জ | ঝ |
| া | কা | খা | গা | ঘা | চা | ছা | জা | ঝা |
| ি | কি | খি | গি | ঘি | চি | ছি | জি | ঝি |
| ী | কী | খী | গী | ঘী | চী | ছী | জী | ঝী |
| ু | কু | খু | গু | ঘু | চু | ছু | জু | ঝু |
| ে | কে | খে | গে | ঘে | চে | ছে | জে | ঝে |

প্রথমে শিক্ষক কারচিহ্নটি বর্ণের কোথায় বসে তা শিক্ষার্থীদের বুঝিয়ে দেবেন।

শিক্ষক: এখন আমরা দেখব বর্ণের সঙ্গে কারচিহ্ন মিলিয়ে কীভাবে পড়তে হয় - (শিক্ষক বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং আ-কার মিলিয়ে পড়বেন এবং নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। পড়ার সময় বর্ণ ও কার-চিহ্নের ওপর আঙুল দিয়ে নির্দেশ করবেন এবং দ্রুত পড়বেন।)

শিক্ষক: ক া - কা

ধাপ-২: শিক্ষক

এবার আমরা একসঙ্গে পড়ব। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: ক া - কা

ধাপ-৩: শিক্ষক-শিক্ষার্থী

এবার তোমরা পড়বে। শিক্ষার্থী: ক া - কা। এরপর শিক্ষক ধাপ ২ ও ৩ অনুসরণ করে বোর্ডে আঁকা ছক থেকে 'ক' এবং 'ি' (ই-কার) মিলিয়ে পড়াবেন। (সবশেষে, শিক্ষক বারাক্ষরিক চার্ট থেকে পূর্বে শেখা বর্ণ ও কারচিহ্ন মিলিয়ে পড়াবেন।)

**বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি**

শব্দ পড়া হচ্ছে বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি করতে পারা। প্রতিটি শব্দের মধ্যে এক বা একাধিক বর্ণ বা শব্দাংশ থাকে। আমরা যখন শব্দ পড়ি তখন এসকল বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে একসঙ্গে উচ্চারণ করে পড়ি। বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ার দক্ষতা শিক্ষার্থীকে অজানা শব্দ পড়তে সহায়তা করে। বর্ণ/শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরির এ কাজটি তিন ধাপে করা হয়।

**বর্ণ বা শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ তৈরি ও পড়ার শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

ধাপ-১: শিক্ষক
এবার আমরা বর্ণ ও শব্দাংশ মিলিয়ে পড়ব। (শিক্ষক বোর্ডে আ ট=আট লিখবেন এবং শব্দের নিচে আঙুল রেখে পড়বেন) শিক্ষক: আমি পড়ছি তোমরা দেখ, আট (শিক্ষক আঙুল নির্দেশ করে শব্দের অংশ উচ্চারণ করবেন ও শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবেন)
ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী
শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে কাজটি করব। মনে রাখবে, আমি যে অংশে আঙুল নির্দেশ করব তোমরা সেই অংশটুকু উচ্চারণ করবে এবং শেষে শব্দটি উচ্চারণ করবে। শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: আট
ধাপ-৩: শিক্ষার্থী
এখন তোমরা এই কাজটি নিজেরা করবে। শিক্ষক: আমি আঙুলে নির্দেশ করব তোমরা বলবে। শিক্ষার্থী: আট (এখন শিক্ষক একইভাবে অনুরূপ শব্দগুলো বোর্ডে লিখে ধাপ-২ ও ৩ অনুসরণ করে পড়াবেন।)

**শ্রুতলিখন**

কোনো কিছু শুনে লেখাকে শ্রুতলিখন বলে। শ্রুতলিখনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ধ্বনির সঙ্গে নির্দিষ্ট বর্ণের লিখিত রূপ প্রকাশ করার দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। শ্রুতলিখনের অনুশীলন শিক্ষার্থীদের সঠিক বানান শিখতে সহায়তা করে। শ্রুতলিখন শিখন-শেখানো কাজটি ২ ধাপে করা হয়।
ধাপ-১: শিক্ষক কাজটি আগে নিজে করে দেখান।
ধাপ-২: শিক্ষক মুখে বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ বলবেন শিক্ষার্থীরা শুনে নিজে নিজে খাতায় বর্ণ বা শব্দাংশ বা শব্দ লিখবে।

**শুনি ও লিখি শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

**ধাপ-১: শিক্ষক**
এবার আমরা শুনে শুনে লেখার কাজ করব। আমি একটি করে দেখাচ্ছি। প্রথমে লিখব ট। (শিক্ষক মুখে ট বলবেন এবং বোর্ডে ট লিখবেন)।
ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী
এখন আমি আরো কিছু বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলব। তোমরা তোমাদের খাতায় লিখবে। (শিক্ষক ধীরে ধীরে একটি একটি করে বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দ বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তাদের খাতায় লিখবে। শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের লেখা দেখবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। বর্ণ, চিহ্ন ও শব্দগুলো হলো- ট, ঘৃ, টাকা।

**ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পঠন**

শিক্ষার্থীদের জানা বর্ণ দিয়ে তৈরি শব্দ যোগে গঠিত অনুচ্ছেদকে ডিকোডেবল টেক্সট বলা হয়। এই অনুচ্ছেদে ব্যবহৃত শব্দের সকল বর্ণ শিক্ষার্থীরা আগেই শিখে থাকে। তাই অনুচ্ছেদের সকল শব্দই শিক্ষার্থীরা পড়তে সক্ষম হয়। যেমন শিক্ষক যদি ক থেকে ঞ এবং আ-কার ( া ) চিহ্ন শেখান তাহলে ডিকোডেবল শব্দ হবে কাকা, খাই, আখ। আবার বাক্য হবে - এই কাকা। আখ খাই।

শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে ডিকোডেবল অনুচ্ছেদ পড়ার অনুশীলন করে বিধায় তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস তৈরি হয়, যা তাকে স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে উঠতে সহায়তা করে। বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ার কাজটি দুই ধাপে করা হয়।

ধাপ-১: যেহেতু বাক্য বা অনুচ্ছেদটির সকল বর্ণ বা কার-চিহ্ন শিক্ষার্থীর আগে থেকে শেখা তাই প্রথমে শিক্ষার্থীরা নিজেরা অনুচ্ছেদটি পড়ার অনুশীলন করে।

ধাপ-২: এরপর অনুচ্ছেদটি শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসঙ্গে পড়ে অর্থাৎ প্রথমে শিক্ষক পড়ে এবং শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকের সঙ্গে পড়ে।

**বাক্য বা অনুচ্ছেদ পঠনের শিখন-শেখানো কৌশল**

**ধাপ-১:** শিক্ষার্থী

শিক্ষক: তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে দেওয়া অনুচ্ছেদটি আঙুলে নির্দেশ করে পড়। (শিক্ষক নির্দিষ্ট ৪/৫ জন শিক্ষার্থীর পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন।)

**ধাপ-২:** শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী

শিক্ষক: এবার আমরা সবাই একসঙ্গে অনুচ্ছেদটি পড়ব। পড়ার সময় তোমরা ওয়ার্কবুক বা বোর্ডে লেখা অনুচ্ছেদটি অনুসরণ করবে। (শিক্ষক প্রথমে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে।)

| অধিবেশন: ১৪ | বাংলা যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতি |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) যুক্তবর্ণের উচ্চারণ-সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ) যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতি অনুসরণ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, প্রশ্নোত্তর, দলীয় উপস্থাপন।

**উপকরণ:** যুক্তবর্ণ কার্ড, ফ্লিপচার্ট, তথ্যপত্র, পিপিটি স্লাইড।

| অংশ-ক | যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণসূত্র | সময়: ৮০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, শিক্ষার্থীদের কেন যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণ-বৈচিত্র্য জানা গুরুত্বপুর্ণ। কারণ যুক্তব্যঞ্জনবর্ণে বর্ণসমূহের আকৃতি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে উচ্চারণেও পার্থক্য দেখা দেয়। শিক্ষার্থীদের প্রদত্ত মতামত বোর্ডে লেখার ব্যবস্থা করুন।

২. ৮/১০টি যুক্তবর্ণের একটি অনুচ্ছেদ পড়তে দিন। যুক্তবর্ণের শব্দগুলো সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কিনা লক্ষ রাখুন। ভুল করলে শুদ্ধরূপ আরেকজনের কাছে জানতে চান।

> স্মৃতিরাণী পোদ্দার অনুজ্ঞাপুরের এক গৃহে দীর্ঘ চৌদ্দবছর যাবত বসবাস করছেন। অনন্তকাল তিনি থাকেন অন্তঃপুরবাসিনী হয়ে। একেবারে যাকে বলে অসূর্যম্পর্শ্যা। সর্বদা তার এরকম নিরানন্দ ছিলো না অবশ্য। স্বতঃস্ফূর্ত জীবন ছিলো রঙ্গীন। অঙ্গ ছিল আভরণে আচ্ছাদিত। জীবনের এক পর্যায়ে তার জীবনে নেমে এলো এক ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ ঝড়ের রাত। হারালেন তার ব্রাহ্মণ পিতা। জীবনের নেমে এলো অমাবস্যার নিঃসীম কালো অন্ধকার। পদে পদে লাঞ্ছিত ও বঞ্চনার শিকার হয়ে শ্মশানসম অমাবস্যার জীবন বেছে নিতে বাধ্য হলেন।

৩. কয়েকজনের নিকট থেকে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ শুনুন।

৪. এরপর সহায়ক তথ্যের আলোকে যুক্তবর্ণের উচ্চারণ-সূত্রসমূহ উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের দলে ভাগ করে তথ্যপত্রের আলোকে বাংলা যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতি নিয়ে নিম্নের ছক অনুসারে কাজ করতে বলুন। সময় নির্দিষ্ট করে দিয়ে ঘুরে ঘুরে দেখুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**কর্মপত্র**

| দল | শব্দ | উচ্চারণরূপ | উচ্চারণ-সূত্র |
|---|---|---|---|
| নমুনা | পক্ষ | পোক্খো | ১. প > পো : ক্ষ পরে থাকলে শব্দের প্রথম প ও-কারান্ত হয়।<br>২. ক্ষ > ক্খো : শব্দের মধ্যে বা শেষে ক্ষ থাকলে তার উচ্চারণ হয় ক্খ। শব্দের শেষে থাকায় ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়। |
| ১ | ক্ষয়, অক্ষয় | | |
| ২ | ব্রহ্ম, ব্রাহ্মণ | | |
| ৩ | বাহ্য, সদ্য | | |
| ৪ | জ্ঞান, বিজ্ঞান | | |
| ৫ | আহ্বান, গহ্বর | | |

৬. দলীয় কাজ উপস্থাপনের সুযোগ দিন। প্রাসঙ্গিক আলোচনা করে বিষয়গুলো স্পষ্ট করুন।

| অংশ-খ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. ত্বক, ছদ্ম, অজ্ঞাত, চিহ্ন - শব্দগুলোর শুদ্ধ উচ্চারণ করুন।

খ. য-ফলার উচ্চারণরীতি লিখুন।

| সহায়ক তথ্য: ১৪ | অধিবেশন ১৪ : বাংলা যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতি |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক) যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণ-সূত্র ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ) যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতি অনুসরণ করতে পারবেন।

**বাংলা যুক্তবর্ণের উচ্চারণরীতি**

বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণের ক্ষেত্রে রয়েছে নানাবিধ সমস্যা। একই ধ্বনির একাধিক বর্ণ-প্রতীক থাকায় যেমন উচ্চারণ বিভ্রাটের সম্ভাবনা রয়েছে, তেমনি বাংলায় ব্যবহৃত প্রায় আড়াইশ'র মতো যুক্তবর্ণের উচ্চারণেও নানা বৈচিত্র্য দেখা যায়। উচ্চারণ-বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী কয়েকটি যুক্তবর্ণের উচ্চারণ-সূত্র নিচে আলোচনা করা হলো:

**ক্ষ উচ্চারণরীতি**

ক্ষ একটি যুক্তবর্ণ। 'ক্ + ষ' মিলে হয় ক্ষ। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ 'ক্ষ' [ যথা : দক্ষ (দক্ষ) ; পক্ষ (পক্ষ) ]। কিন্তু বাংলায় ক্ষ-এর সেই উচ্চারণ রক্ষিত হয়নি। ক্ষ উচ্চারণের সূত্র নিচে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো :

বাংলা ভাষায় পদের প্রথমে ক্ষ-এর উচ্চারণ স্পষ্ট খ-এর মতো হয়। যেমন : ক্ষত (খতো) ; ক্ষুধিত (খুধিতো) ; ক্ষান্ত (খান্‌তো) ; ক্ষমা (খমা) ; ক্ষমতা (খমোতা)।

পদের মধ্যে ও অন্তে ক্ষ-এর উচ্চারণ 'ক্‌খ'-এর মতো। যেমন : দক্ষ (দোক্‌খো) ; পক্ষ ( পোক্‌খো) ;  বক্ষ (বোক্‌খো) ; পরীক্ষা (পোরিক্‌খা); অক্ষম (অক্‌খোম্); পাক্ষিক (পাক্‌খিক্)।

**জ্ঞ উচ্চারণরীতি**

জ্ঞ যুক্তবর্ণটি জ্ + ঞ যোগে গঠিত। সংস্কৃতে এর উচ্চারণ ছিল 'জ্ঞ' [অনেকটা জ্যঁ (জইঅঁ)]। কিন্তু বাংলায় জ্ঞ-এর সেই উচ্চারণ রক্ষিত হয়নি। জ্ঞ উচ্চারণের সূত্র নিচে উদাহরণসহ উল্লেখ করা হলো :

বাংলা ভাষায় পদের সূচনায় জ্ঞ-এর উচ্চারণ অনেকটা গঁ বা গ্যঁ-এর মতো। আবার জ্ঞ-এর সঙ্গে আ-কার যুক্ত হলে প্রায়শ এ্যাঁ (্যা) রূপে উচ্চারিত হয়ে থাকে। যেমন : জ্ঞান (গ্যাঁন্) ; জ্ঞাত (গ্যাঁতো) ; জ্ঞাতব্য (গ্যাঁতোব্‌বো) ইত্যাদি।

পদের মধ্যে বা অন্তে জ্ঞ উচ্চারিত হয় গ্‌গঁ-এর অনুরূপ। যেমন : বিজ্ঞান (বিগ্‌গ্যাঁন্) ; অনভিজ্ঞ (অনোভিগ্‌গোঁ) ; অজ্ঞাত (অগ্‌গ্যাঁতো)।

**ব-ফলার উচ্চারণরীতি**

শব্দের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ব-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত সে ব-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না। তবে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে। যেমন : স্বদেশ (শদেশ্); স্বাধীন (শাধিন্); ত্বক (তক্); শ্বাস (শাশ্); ধ্বনি (ধোনি); স্বাগত (শাগতো)।

বাংলায় পদের মধ্যে বা শেষে ব-ফলা থাকলে সংযুক্ত বর্ণের উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে থাকে। যেমন : দ্বিত্ব (দিত্‌তো); বিশ্ব (বিশ্‌শো); বিশ্বাস (বিশ্‌শাশ্); বিদ্বান (বিদ্‌দান্); রাজত্ব (রাজোত্‌তো)।

উৎ (উদ্) উপসর্গযোগে গঠিত শব্দের 'ৎ'(দ্)-এর সঙ্গে ব-ফলার ব বাংলা উচ্চারণে সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : উদ্বেগ (উদ্‌বেগ্); উদ্বোধন (উদ্‌বোধোন্); উদ্বাস্তু (উদ্‌বাস্‌তু; উদ্বিগ্ন (উদ্‌বিগ্‌নো)।

বাংলা শব্দে ক্ থেকে সন্ধির সূত্রে আগত গ-এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে সেক্ষেত্রে ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : দিগ্‌বিদিক (দিগ্‌বিদিক্); দিগ্বলয় (দিগ্‌বলয়্); দিগ্বিজয় (দিগ্‌বিজয়্); ঋগ্‌বেদ (রিগ্‌বেদ্)।

ব এবং ম -এর সঙ্গে ব-ফলা যুক্ত হলে, সে ব-এর উচ্চারণ অবিকৃত থাকে। যেমন : সব্বাই (শব্‌বাই); সাব্বাশ (শাব্‌বাশ্); তিব্বত (তিব্‌বত্); নব্বুই (নোব্বুই); বিম্ব (বিম্‌বো); লম্ব (লম্‌বো); নিতম্ব (নিতম্‌বো); সম্বোধন (শম্‌বোধোন্)।

তবে যুক্তবর্ণের সঙ্গে ব-ফলা সংযুক্ত হলে তার কোনো উচ্চারণ হয় না। যেমন : উচ্ছ্বাস (উচ্ ছাশ্); দ্বন্দ্ব (দন্দো); সান্ত্বনা (শান্তোনা); তত্ত্ব (তত্তো)।

**ম-ফলার উচ্চারণরীতি**

শব্দের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণে ম-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে প্রমিত উচ্চারণে ম-ফলাযুক্ত বর্ণটি সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়ে ওঠে। যেমন : স্মরণ (শঁরোন্); শ্মশান (শঁশান্); স্মৃতি (সৃঁতি); স্মারক (শাঁরোক্)।

শব্দের মধ্যে বা অন্তে ম-ফলা-সংযুক্ত বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। তবে এই ম যেহেতু নাসিক্য ধ্বনি সেজন্যে দ্বিত্ব উচ্চারিত শেষ ধ্বনিটি সাধারণত সামান্য নাসিক্য-প্রভাবিত হয়। যেমন : ছদ্ম (ছদ্দোঁ); পদ্ম (পদ্দোঁ); আত্ম (আত্তোঁ); রশ্মি (রোশ্শিঁ)।

বাংলায় পদের মধ্যে কিংবা অন্তে সর্বত্র ম-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না; গ, ঙ, ট, ণ, ন, ম এবং ল-এর সঙ্গে সংযুক্ত ম-এর উচ্চারণ সাধারণত অবিকৃত থাকে। যেমন : বাগ্মী (বাগ্মি), যুগ্ম (জুগ্মো); বাঙ্ময় (বাঙ্ময়্); কুট্মল (কুট্মল্); হিরণ্ময় (হিরন্ময়্), মৃণ্ময় (মৃন্ময়্); জন্ম (জন্মো), উন্মাদ (উন্মাদ্); সম্মান (শম্মান্), সম্মতি (শম্মোতি); গুল্ম (গুল্মো), বাল্মীকি (বাল্মিকি)।

যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত ম-ফলার কোনো উচ্চারণ হয় না, তবে এক্ষেত্রেও যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের শেষ বর্ণটিকে প্রমিত উচ্চারণে সামান্য আনুনাসিক করে তোলে। যেমন : সূক্ষ্ম (শুক্খোঁ); লক্ষ্মী (লোক্খিঁ); লক্ষ্মণ (লক্খোঁন্); যক্ষ্মা (জক্খাঁ)।

বাংলায় ব্যবহৃত ম-ফলাযুক্ত কতিপয় সংস্কৃত শব্দ আছে (কৃতঋণ শব্দ) যার বানান যেমন অবিকৃত, উচ্চারণেও সংস্কৃতরীতি অনুসৃত। যেমন : কুষ্মান্ড (কুশ্মান্ডো); স্মিত (স্মিতো); শুচিস্মিতা (শুচিশ্মিতা); কাশ্মীর (কাশ্মির্)।

**য-ফলার উচ্চারণরীতি**

বাংলায় য-ফলা কখনও সংস্কৃতের মতো 'ইঅ' উচ্চারণ গ্রহণ করে না। বাংলায় পদের আদ্য বর্ণে য-ফলা যুক্ত হলে বর্ণটির উচ্চারণে সামান্য শ্বাসাঘাত পড়ে এবং বর্ণটি অ-কারান্ত বা আ-কারান্ত হলে প্রায়শ তার উচ্চারণ এ্যা-কারান্ত হয়ে থাকে। যেমন : ব্যক্ত (ব্যাক্তো); ব্যর্থ (ব্যার্থো); ব্যগ্র (ব্যাগ্গ্রো); ব্যাকরণ (ব্যাকরোন্); ব্যাহত (ব্যাহতো)। কিন্তু পদের আদ্য (অ-কারান্ত) বর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত য-ফলার পরে যদি ই-কার বা ঈ-কার থাকে তবে সেক্ষেত্রে তার উচ্চারণ এ্যা-কারান্ত না হয়ে এ-কারান্ত হয়। যেমন : ব্যথিত (বেথিতো); ব্যতীত (বেতিতো); ব্যক্তি (বেক্তি); ব্যতিক্রম (বেতিক্ক্রোম্)।

পদের মধ্যে বা অন্তে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে য-ফলা সংযুক্ত হলে সাধারণত তার কোনো উচ্চারণ থাকে না। যেমন : সন্ধ্যা (শোন্ধা); স্বাস্থ্য (শাস্থো); সন্ন্যাসী (শোন্নাশি); বন্ধ্যা (বন্ধা)।

পদের মধ্য ও অন্ত বর্ণে য-ফলা সংযুক্ত হলে সে বর্ণটি দুবার উচ্চারিত হয়। এক্ষেত্রে বর্ণটি অল্পপ্রাণ হলে প্রথমটি হসন্ত, দ্বিতীয়টি ও-কারান্ত, আর মহাপ্রাণ হলে প্রথমটি তার অল্পপ্রাণ হসন্ত এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ ও-কারান্ত উচ্চারিত হয়। যেমন: অদ্য (ওদ্দো); ধন্য (ধোন্নো); সত্য (শোত্তো); মধ্য (মোদ্ধো); লভ্য (লোব্ভো); কথ্য (কোত্থো)।

**র-ফলার উচ্চারণরীতি**

পদের আদ্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে র-ফলা সংযুক্ত হলে (এবং বর্ণটিতে অন্য স্বরবর্ণ যুক্ত না থাকলে) তার উচ্চারণ ও-কারান্ত হয়ে থাকে, সে-বর্ণের দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : প্রকাশ (প্রোকাশ্), প্রণাম (প্রোনাম), গ্রন্থ (গ্রোন্থো), গ্রহ (গ্রোহো), প্রতিজ্ঞা (প্রোতিগ্গাঁ), প্রজ্ঞা (প্রোগ্গাঁ), ব্রত (ব্রোতো), ক্রম (ক্রোমো), শ্রম (স্রোম্)।

র-ফলা যদি পদের মধ্য কিংবা অন্ত্য ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে সংযুক্ত হয় তবে সে-বর্ণটির দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়ে থাকে। যেমন : বিদ্রোহ (বিদ্দ্রোহো), যাত্রী (জাত্ত্রি), রাত্রি (রাত্ত্রি), ছাত্র (ছাত্ত্রো), মাত্র (মাত্ত্রো), অভ্র (অব্ভ্রো), তীব্র (তিব্ব্রো), নম্র (নম্ম্রো), বজ্র (বজ্জ্রো), ধরিত্রী (ধোরিত্ত্রি)।

সংযুক্ত বর্ণে র-ফলা যুক্ত হলে তার উচ্চারণ বিলুপ্ত হয় না (যদিও সে-বর্ণটির উচ্চারণ দ্বিত্ব ঘটে না)। যথা: কম্প্র (কম্প্রো), অন্ধ্র (অন্ধ্রো), কৃচ্ছ্র (কৃচ্ছ্রো), কেন্দ্র (কেন্দ্রো), যন্ত্র (জন্ত্রো), অস্ত্র (অস্ত্রো), শস্ত্র (শস্ত্রো)।

**ল-ফলার উচ্চারণরীতি**

পদের আদিতে বা প্রথমে ল-ফলা সংযুক্ত ব্যঞ্জন বর্ণের উচ্চারণ প্রায়শ অবিকৃত থাকে এবং কোনো দ্বিত্ব উচ্চারণ হয় না। যেমন : ক্লান্ত (ক্লান্‌তো), স্লান (স্লান্), প্লাবন (প্লাবোন্), ক্লেশ (ক্লেশ্), গ্লানি (গ্লানি)।

কিন্তু ল-ফলা সংযুক্ত বর্ণটি যখন পদের মধ্যে বা অন্তে বসে তখন তার উচ্চারণে র-ফলার মতোই দ্বিত্ব হয়। যেমন : অক্লান্ত (অক্‌ক্লান্‌তো), অম্লান (অম্‌ম্লান্), আপ্লুত (আপ্‌প্লুতো), বিপ্লব (বিপ্‌প্লব্), অক্লেশে (অক্‌ক্লেশে), শুক্লপক্ষ (শুক্‌ক্লোপোক্‌খো), আত্মগ্লানি (আত্‌তোঁগ্‌গ্লানি)।

**হ সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের উচ্চারণরীতি**

হ আন্তঃস্বরযন্ত্রীয় বা কণ্ঠনালীয় মহাপ্রাণ ঘোষধ্বনি। এই হ যখন স্বাধীন বা স্বতন্ত্র বর্ণরূপে পদে ব্যবহৃত হয় তখন উচ্চারণে কোনো সমস্যারই সৃষ্টি হয় না কিন্তু এই বর্ণটি যখন ঋ-কার, ণ, ন, ম, য-ফলা, র-ফলা, ল, ব ইত্যাদির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পদে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণের মতো ব্যবহৃত হয়, তখন উচ্চারণে নানা বৈচিত্র্য আসে। হ-যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে হ ধ্বনিটি মূলত মহাপ্রাণতা দান করে। যেখানে ব্যঞ্জনবর্ণটির নিজস্ব মহাপ্রাণ বর্ণ নেই সেখানে 'হ' নিজে তার সঙ্গে যুক্ত হয়ে মহাপ্রাণের মতো করে তোলে। সংযুক্ত হ বহুক্ষেত্রে উচ্চারণে স্থান পরিবর্তন করে এবং বর্ণে মহাপ্রাণতা সঞ্চার ও উচ্চারণ দ্বিত্ববোধক করে থাকে।

**হ-এর সঙ্গে ঋ-কার**

বস্তুত হ এর সঙ্গে ঋ-কার, র-ফলা কিংবা সংযুক্ত হলে হ নয় র-ই মহাপ্রাণ হয়ে ওঠে। [তবে ঋ-কার যেহেতু 'কার' ফলা নয় তাই এখানে হ-এ-কার যুক্ত হলে হ-এর উচ্চারণ আগেই শোনা যায়, অন্যত্র হ-এর স্থান পরিবর্তন স্পষ্ট)] যেমন : হৃদয় (hriদয়), আহৃত (আhriতো), সুহৃদ (শুhriদ্), হৃৎপিণ্ড (hriত্‌পিন্‌ডো), হৃদি (hriদি), হৃদ্য (hriদ্‌দো), হৃষ্ট (hriশ্‌টো) ইত্যাদি। এখানে হ-র উচ্চারণ 'হিরি' বা কেবল 'রি' নয় মহাপ্রাণ 'hri'।

**হ-এর সঙ্গে র-ফলা**

হ্রদ (rhcদ্), হ্রস্ব (rhcশো), হ্রাস (rhaশ্), হ্রেষা (rheশা) প্রভৃতি। অতএব এখানেও হ্র-এর উচ্চারণ হর্ বা রহ্৷ নয় র্হ বা rh।

**হ-এর সঙ্গে ণ বা ন যুক্ত (ন্হ nh)**

পূর্বাহ্ণ, প্রাহ্ণ, চিহ্ন, মধ্যাহ্ন, বহ্নি, সায়াহ্ন ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণে হ্ণ কিংবা হ্ন আসলে ন-এরই মহাপ্রাণ রূপ। এখানে হ্ন ও হ্ণ নিশ্বাসের একই প্রয়াসে উচ্চারিত হয়। শব্দগুলোর উচ্চারিত রূপ হলো পুর্‌বান্nho, অপোরান্nho, প্রান্nho, চিন্nho, মোদ্‌ধান্nho, বোন্nhi, শায়ান্nho।

**হ-এর সঙ্গে ম সংযুক্ত (ম্হ mh)**

ব্রহ্ম, ব্রহ্মা, ব্রহ্মাণ্ড, ব্রাহ্ম, ব্রাহ্মণ এ জাতীয় কতিপয় সংস্কৃত শব্দের উচ্চারণে মূলত ম-এর মহাপ্রাণ রূপই ধরা পড়ে এবং ধ্বনিতাত্ত্বিক বিচারে হ্ম-এর নাম ঘোষ মহাপ্রাণ ওষ্ঠ্য নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি। ফলে উল্লিখিত শব্দগুলোর উচ্চারণ: ব্রোম্mho, ব্রোম্mha, ব্রোম্mhaন্‌ডো, ব্রাম্mho এবং ব্রাম্mhoন্। কখনও ব্রোহ্‌মা, ব্রোহ্‌মা কিংবা ব্রাম্‌মোন্ অথবা ব্রাহ্‌মোন্ জাতীয় নয়।

**হ-এর সঙ্গে য-ফলা**

হ-এর সঙ্গে য-ফলা যুক্ত হলে হ-এর নিজস্ব কোনো উচ্চারণ থাকে না, য (উচ্চারিত রূপ জ-এর মহাপ্রাণ ঝ আসবে)-এর দ্বিত্ব উচ্চারণ হয়, প্রথমটি অল্পপ্রাণ হসন্ত (জ্) এবং দ্বিতীয়টি মহাপ্রাণ (ঝ) ও-কারান্ত উচ্চারণ হয়ে থাকে। যেমন : উহ্য (উজ্‌ঝো), বাহ্য (বাজ্‌ঝো), গ্রাহ্য (গ্রাজ্‌ঝো), দাহ্য (দাজ্‌ঝো), সহ্য (শোজ্‌ঝো), মুহ্যমান (মুজ্‌ঝোমান্), বাহ্য (বাজ্‌ঝো) গুহ্য (গুজ্‌ঝো), লেহ্য (লেজ্‌ঝো), ঐতিহ্য (ওইতিজ্‌ঝো)।

**হ-এর সঙ্গে ল**

আহ্লাদ, হ্লাদ, হ্লাদিনী, প্রহ্লাদ - এ ধরনের কয়েকটি শব্দে যে হ্ল ব্যবহৃত সেটিও মূলত ল-এরই মহাপ্রাণ রূপ। কিন্তু আমাদের উচ্চারণে শব্দের প্রথমে হ্ল-এর মহাপ্রাণতা বিলুপ্ত হয়ে কেবল ল উচ্চারিত হয়, আবার মধ্য বা অন্তে মহাপ্রাণতা লোপ পেয়ে কেবল ল-এর দ্বিত্ব হয়ে থাকে। যেমন লাদ্ (হ্লাদ), লাদিনি (হ্লাদিনী) কিংবা আল্লাদ্ অথবা প্রোল্লাদ্। কিন্তু এর কোনোটিই প্রমিত উচ্চারণ নয়। উল্লিখিত শব্দগুলোর উচ্চারণ হওয়া উচিত আল্lhaদ্, lhaদিনি এবং প্রোল্lhaদ্।

**হ-এর সঙ্গে ব**

আহ্বান, গহ্বর, আহ্বায়ক, বিহ্বল, জিহ্বা - এধরনের কিছু শব্দে হ-এর সঙ্গে 'ব সংযুক্ত হওয়ার ফলে প্রথমত ব-এর পর (মহাপ্রাণ) ভ আসে এবং প্রকৃত পর্যায়ে উচ্চারিত হয় আব্‌ভান্, গব্‌ভর, আব্‌ভায়োক্ বিব্‌ভল্ ইত্যাদি। এরপর ব ও বা উ- তে পরিবর্তিত (ব-শ্রুতির ধারা অনুসারে) হয়ে বাঞ্ছিত উচ্চারণ দাঁড়ায় আওভান, গওভর, আওভায়োক্, বিউভল্, জিউভা ইত্যাদি। এখানে জিহ্বা এবং বিহ্বল শব্দে আদ্য জ এবং ব-এ ই-কার থাকার জন্যে ব জাত ও কিছুটা উ-কারের মতো উচ্চারিত।

| অধিবেশন: ১৫ | যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

**শিখনফল :**

অধিবেশন শেষে অংশগ্রহণকারীগণ-

ক. যুক্তবর্ণের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যুক্তবর্ণের ধারণা প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময় :** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল :** দলগত কাজ, আলোচনা।

**উপকরণ :** বাংলা বই (দ্বিতীয় শ্রেণি), শিক্ষক সহায়িকা (দ্বিতীয় শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, সহায়ক তথ্য, পিপিটি স্লাইড, সাদা কাগজ, কর্মপত্র।

| অংশ-ক | যুক্তবর্ণের বৈশিষ্ট্য | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. অংশগ্রহণকারীদের জানান যে, এই অধিবেশনে যুক্তবর্ণ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে। সকলকে বলুন যে, দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোন স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়।

২. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন, প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সকল বর্ণ ও কারচিহ্ন শিখে থাকে। আমরা সকলেই জানি যে, প্রতিটি ব্যাঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন দুটি ব্যাঞ্জনবর্ণ একত্র হয়ে যখন একটি যুক্তবর্ণ তৈরি হয় তখন প্রথম বর্ণের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ হয়।

৩. এরপর বলুন, 'ঘণ্টা' শব্দটির মধ্যে 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। এখানে 'ণ' বর্ণটির উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের চারটি দলে ভাগ করুন। প্রতিটি দলকে নিম্নোক্তভাবে যুক্তব্যঞ্জনবর্ণের ব্যবহার হয়েছে এমন শব্দগুলো খুঁজে আলাদা করতে বলুন। পোস্টার পেপারে নির্বাচিত যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দগুলো লিখতে বলুন এবং যুক্তবর্ণগুলোকে ভেঙে বর্ণগুলো দেখাতে বলুন।

| দল | শ্রেণি | বিষয় |
|---|---|---|
| ১ | ১ম ও ২য় শ্রেণির বাংলা বই | যুক্তবর্ণযুক্ত শব্দ থেকে যুক্তবর্ণ আলাদা করা |
| ২ | ৩য় শ্রেণির বাংলা বই | |
| ৩ | ৪র্থ শ্রেণির বাংলা বই | |
| ৪ | ৫ম শ্রেণির বাংলা বই | |

৫. প্রত্যেক দলকে তাদের দলীয় কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। একদল যখন উপস্থাপন করবে তখন অন্য দলগুলোকে মনোযোগসহকারে দেখতে ও শুনতে বলুন।

৬. দলীয় উপস্থাপনা শেষে তথ্যপত্রের আলোকে বিভিন্ন যুক্তবর্ণসমূহ পিপিটির সহায়তায় উপস্থাপন করুন। প্রয়োজনে বোর্ড ব্যবহার করে যুক্তবর্ণগুলো ভেঙ্গে দেখান।

৭. এবার নিচের পিপিটি স্লাইড উপস্থাপনের মাধ্যমে যুক্তব্যঞ্জন বিশ্লেষণ করুন।

| | |
|---|---|
| ক্ত = ক+ত : শক্ত, রক্ত | প্স = প+স : লিপ্সা, অভীপ্সা |
| ক্র = ক+র : বক্র, চক্র | ব্দ = ব+দ : শব্দ, জব্দ |
| ক্স = ক+স : বাক্স, কক্স | ভ্র = ভ+র : ভ্রমণ, ভ্রমর |
| ক্ষ = ক+ষ : বক্ষ, দক্ষ | ভ্রূ = ভ+র+ঊ : ভ্রূকুটি |
| ঙ্ক্ষ = ঙ+ক+ষ : আকাঙ্ক্ষা | রু = র+উ : রুপা, রুপালি |
| ঙ্ক = ঙ+ক : অঙ্ক, কঙ্কাল | রূ = র+ঊ : রূপ, রূপকথা |
| ঙ্খ = ঙ+খ : শঙ্খ, পঙ্খী | ল্ক = ল+ক : উল্কা, বল্কল |
| ঙ্গ = ঙ+গ : অঙ্গ, বঙ্গ | ল্গ = ল+গ : ফাল্গুন |
| ঙ্ঘ = ঙ+ঘ : সঙ্ঘ, লঙ্ঘন | ল্ট = ল+ট : উল্টা |
| চ্ছ= চ+ছ : উচ্ছল, উচ্ছেদ | স্ত = স+ত : সস্তা, প্রশস্ত |
| চ্ছ্ব= চ+ছ+ব: উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত | স্থ = স+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য |

| | |
|---|---|
| জ্জ্ব= জ+জ+ব : উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা | স্ক = স+ক : স্কুল, স্কন্ধ |
| জ্ঝ= জ+ঝ : কুজ্ঝটিকা | স্খ = স+খ : স্খলন |
| জ্ঞ = জ+ঞ : জ্ঞান, সংজ্ঞা | স্ট = স+ট : স্টেশন, আগস্ট |
| ঞ্চ = ঞ+চ : বঞ্চনা, মঞ্চ | স্ত = স+ত : অস্ত, মস্ত |
| ঞ্ছ = ঞ+ছ : বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা | শু = শ+উ : শুভ, শুদ্ধ |
| ঞ্জ = ঞ+জ : গঞ্জনা, ভঞ্জন | শ্রু = শ+উ : অশ্রু, শ্রুতি |
| ঞ্ঝ = ঞ+ঝ : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট | শ্রু = শ+র+উ: অশ্রু, শ্রুতি |
| ট্ট = ট+ট : অট্টালিকা, চট্টগ্রাম | শ্রূ = শ+র+ঊ: শুশ্রূষা |
| ণ্ড = ণ+ড : কাণ্ড, গণ্ড | ষ্ম = ষ+ম : গ্রীষ্ম, ভষ্ম |
| ত্ত = ত+ত : মত্ত, বিত্ত | ষ্ণ = ষ+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা |
| ত্র = ত+র : পত্র, সূত্র | ষ্ক = ষ+ক : শুষ্ক, পরিষ্কার |
| ত্রু = ত+র+উ : ত্রুটি, শত্রু | হু = হ+উ : হুকুম, বহু |
| ত্থ = ত+থ : উত্থান, উত্থিত | হৃ = হ+ঋ : হৃদয়, সুহৃদ |
| দ্ধ = দ+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ | হ্ন = হ+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন |
| ন্ধ = ন+ধ : অন্ধ, বন্ধ | হ্ণ = হ+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ |
| ন্দ = ন+দ : আনন্দ, বন্দী | |
| ন্ম = ন+ম : জন্ম, আজন্ম | |
| প্ত = প+ত : রপ্ত, লিপ্ত | |

| অংশ-খ | শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যুক্তবর্ণের ধারণা অনুশীলন | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

**যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

**প্রশিক্ষকের করণীয়**

**'ন্ট' যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

নির্দিষ্ট যুক্তবর্ণ যুক্ত একটি শব্দ শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দটি মুখে মুখে বলবেন। শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা যে যুক্তবর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে 'ন্ট'। (শিক্ষক ন্ট যুক্তবর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) এবার বলবেন, 'ন্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়।

**যুক্তবর্ণ চিনি**

**ধাপ-১: শিক্ষক**

শিক্ষক বোর্ডে একটি ঘরে 'ন্ট' লিখে পাশে 'ণ+ট' এভাবে ভেঙে দেখাবেন। এবার শিক্ষক 'ন্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ দিবেন (যেমন: বণ্টন, ঘণ্টা)।

**ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী**

শিক্ষক 'ন্ট' যুক্তবর্ণটি কার্ড দেখে শিক্ষকের সাথে বলতে বলবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ন্ট' শিক্ষক এবার জানতে চাইবেন, এই যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ মিলে হয়েছে? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একসাথে কয়েকবার যুক্তবর্ণটি বলার চর্চা করাবেন। এবার শিক্ষক 'ন্ট' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণগুলো (যেমন বণ্টন, ঘণ্টা) শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে একসাথে উচ্চারণ করবেন (বণ্টন, ন্ট - ণ, ট)।

**ধাপ-৩: শিক্ষার্থী**

শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন, আজকে শেখা যুক্তবর্ণ কোনটি? শিক্ষার্থীরা বলবে, ' ন্ট ' । শিক্ষক জানতে চাইবেন, কোন কোন বর্ণ মিলে এই যুক্তবর্ণটি হয়েছে? শিক্ষার্থীরা বলবে, 'ণ' এর সাথে 'ট' মিলে (শিক্ষক ৩/৪ জন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ' ন্ট ' যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ হিসেবে দুটি শব্দ (বণ্টন, ঘণ্টা) উচ্চারণ করে দেখাতে বলবেন এবং নির্দিষ্ট পাঠ থেকে ' ন্ট ' শব্দ যুক্ত শব্দ খুঁজে বের করতে বলবেন।

**যুক্তবর্ণ লিখি:**

**আমি করি:** শিক্ষক বলবেন, এখন আমরা 'ন্ট' যুক্তবর্ণটি লেখা শিখব। শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে যুক্তবর্ণটি সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে

| |
|---|
| লিখে দেখাবেন।<br><br>**আমরা করি:** শিক্ষক এবার বোর্ডে 'ন্ট' যুক্তবর্ণটির উপর হাত ঘুরাবেন আর শিক্ষার্থীদের খাতায় যুক্তবর্ণটি মিলিয়ে লিখতে বলবেন।<br><br>**তুমি কর:** শিক্ষার্থীরা এবার খাতায় যুক্তবর্ণটি ৫ বার লিখতে বলবেন।<br><br>একের অধিক যুক্তবর্ণ থাকলে শিক্ষক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখাবেন।<br>**যুক্তবর্ণযুক্ত অনুচ্ছেদ পড়ি:**<br><br>**তুমি কর:** শিক্ষার্থীদের বলা শব্দ বা উদাহরণে দেওয়া শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলা বাক্যগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষাথীদের খাতায় লিখতে বলবেন।<br><br>**আমরা করি:** শিক্ষক এমন একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবেন যেখানে ন্ট – যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দ থাকে। এবার অনুচ্ছেদটি বোর্ডে/ পোস্টারে ঝুলিয়ে/ লিখে দিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে নীরবে পড়তে বলবেন এবং এ অনুচ্ছেদের যে সকল যুক্তবর্ণ আছে তা শনাক্ত করে বানান করে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন। |

প্রশিক্ষণার্থীদের কয়েকটি দলে ভাগ করে নির্দিষ্ট কয়েকটি পাঠ থেকে যুক্তবর্ণ নিয়ে সিমুলেশনের প্রস্তুতি নিতে বলুন। কয়েকটি দলের উপস্থাপন দেখুন।

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. দ্বিত্বব্যঞ্জন কী?
২. 'ঝঞ্ঝাট'-শব্দটি বিশ্লেষণ করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

| সহায়ক তথ্য: ১৫ | অধিবেশন-১৫: যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

| অংশ-ক | যুক্তবর্ণের বৈশিষ্ট্য |
|---|---|

**যুক্তবর্ণ**

দুই বা ততোধিক ব্যঞ্জনধ্বনির মাঝখানে কোনো স্বরধ্বনি না থাকলে ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে একত্রে লেখা হয়।

- প্রথম শ্রেণিতে শিক্ষার্থীরা সকল বর্ণ ও কারচিহ্ন শিখে থাকে। প্রতিটি ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু যখন দুটি ব্যঞ্জনবর্ণ একত্র হয়ে যখন একটি যুক্তবর্ণ তৈরি হয় তখন প্রথম বর্ণের সংক্ষিপ্ত উচ্চারণ হয়। যেমন 'ঘণ্টা' শব্দটির মধ্যে 'ণ্ট' যুক্তবর্ণটি 'ণ' ও 'ট' মিলে হয়েছে। এখানে 'ণ' বর্ণটির উচ্চারণ সংক্ষিপ্ত হয়েছে।

- বহুল ব্যহৃত যুক্তবর্ণসমূহ:

| | |
|---|---|
| ক্ত = ক+ত : শক্ত, রক্ত | প্ত = প+ত : রপ্ত, লিপ্ত |
| ক্র = ক+র : বক্র, চক্র | প্স = প+স : লিপ্সা, অভীপ্সা |
| ক্স = ক+স : বাক্স, কক্স | ব্দ = ব+দ : শব্দ, জব্দ |
| ক্ষ = ক+ষ : বক্ষ, দক্ষ | ভ্র = ভ+র : ভ্রমণ, ভ্রমর |
| ঙ্ক্ষ = ঙ+ক+ষ : আকাঙ্ক্ষা | ভ্রূ = ভ+র+ঊ : ভ্রূকুটি |
| ঙ্ক = ঙ+ক : অঙ্ক, কঙ্কাল | রু = র+উ : রুপা, রুপালি |
| ঙ্খ = ঙ+খ : শঙ্খ, পঙ্খী | রূ = র+ঊ : রূপ, রূপকথা |
| ঙ্গ = ঙ+গ : অঙ্গ, বঙ্গ | ল্ক = ল+ক : উল্কা, বল্কল |
| ঙ্ঘ = ঙ+ঘ : সঙ্ঘ, লঙ্ঘন | ল্গ = ল+গ : ফাল্গুন |
| চ্ছ= চ+ছ : উচ্ছল, উচ্ছেদ | ল্ট = ল+ট : উল্টা |
| চ্ছ্ব= চ+ছ+ব : উচ্ছ্বাস, উচ্ছ্বসিত | স্ত = স+ত : সস্তা, প্রশস্ত |
| জ্জ্ব= জ+জ+ব : উজ্জ্বল, উজ্জ্বলতা | স্থ = স+থ : অসুস্থ, স্বাস্থ্য |
| জ্ঝ= জ+ঝ : কুজ্ঝটিকা | স্ক = স+ক : স্কুল, স্কন্ধ |
| জ্ঞ = জ+ঞ : জ্ঞান, সংজ্ঞা | স্খ = স+খ : স্খলন |
| ঞ্চ = ঞ+চ : বঞ্চনা, মঞ্চ | স্ট = স+ট : স্টেশন, আগস্ট |
| ঞ্ছ = ঞ+ছ : বাঞ্ছনীয়, লাঞ্ছনা | স্ত = স+ত : অস্ত, মস্ত |
| ঞ্জ = ঞ+জ : গঞ্জনা, ভঞ্জন | শু = শ+উ : শুভ, শুদ্ধ |
| ঞ্ঝ = ঞ+ঝ : ঝঞ্ঝা, ঝঞ্ঝাট | শ্রূ = শ+ঊ : অশ্রূ, শ্রূতি |
| ট্ট = ট+ট : অট্টালিকা, চট্টগ্রাম | শ্রু = শ+র+: অশ্রু, শ্রুতি |
| ণ্ড = ণ+ড : কাণ্ড, গণ্ড | শ্রূ = শ+র+ঊ: শুশ্রূষা |
| ত্ত = ত+ত : মত্ত, বিত্ত | ষ্ম = ষ+ম : গ্রীষ্ম, ভষ্ম |
| ত্র = ত+র : পত্র, সূত্র | ষ্ণ = ষ+ণ : উষ্ণ, তৃষ্ণা |
| ত্রু = ত+র+উ : ত্রুটি, শত্রু | ষ্ক = ষ+ক : শুষ্ক, পরিষ্কার |
| ত্থ = ত+থ : উত্থান, উত্থিত | হু = হ+উ : হুকুম, বহু |
| দ্ধ = দ+ধ : যুদ্ধ, বদ্ধ | হৃ = হ+ঋ : হৃদয়, সুহৃদ |
| ন্ধ = ন+ধ : অন্ধ, বন্ধ | হ্ন = হ+ন : বহ্নি, সায়াহ্ন |
| ন্দ = ন+দ : আনন্দ, বন্দী | হ্ণ = হ+ণ : অপরাহ্ণ, পূর্বাহ্ণ |
| ন্ম = ন+ম : জন্ম, আজন্ম | |

| অংশ-খ | শিখন-শেখানো কার্যক্রমে যুক্তবর্ণের ধারণা প্রয়োগ |
|---|---|

**যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

**‘ন্ট’ যুক্তবর্ণ শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া**

নির্দিষ্ট যুক্তবর্ণ যুক্ত একটি শব্দ শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শব্দটি মুখে মুখে বলবেন। শিক্ষক বলবেন, আজ আমরা যে যুক্তবর্ণটি শিখব, তা হচ্ছে ‘ন্ট’। (শিক্ষক ন্ট যুক্তবর্ণ কার্ডটি দেখাবেন) এবার বলবেন, ‘ন্ট’ যুক্তবর্ণটি ‘ণ’ ও ‘ট’ মিলে হয়।

**যুক্তবর্ণ চিনি**

**ধাপ-১: শিক্ষক**

শিক্ষক বোর্ডে একটি ঘরে ‘ন্ট’ লিখে পাশে ‘ণ+ট’ এভাবে ভেঙে দেখাবেন। এবার শিক্ষক ‘ন্ট’ যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ দিবেন (যেমন, বণ্টন, ঘণ্টা)।

**ধাপ-২: শিক্ষক-শিক্ষার্থী**

শিক্ষক ‘ন্ট’ যুক্তবর্ণটি কার্ড দেখে শিক্ষকের সাথে বলতে বলবেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে ‘ন্ট’। শিক্ষক এবার জানতে চাইবেন, এই যুক্তবর্ণটি কোন কোন বর্ণ মিলে হয়েছে? শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা একসাথে বলবে ‘ণ’ ও ‘ট’ মিলে হয়েছে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একসাথে কয়েকবার যুক্তবর্ণটি বলার চর্চা করাবেন। এবার শিক্ষক ‘ন্ট’ যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণগুলো (যেমন, বণ্টন, ঘণ্টা) শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে একসাথে উচ্চারণ করবেন (বণ্টন,  ন্ট - ণ ট)।

**ধাপ-৩: শিক্ষার্থী**

শিক্ষক কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন, আজকে শেখা যুক্তবর্ণ কোনটি? শিক্ষার্থীরা বলবে, ‘ ন্ট ’ । শিক্ষক জানতে চাইবেন, কোন কোন বর্ণ মিলে এই যুক্তবর্ণটি হয়েছে? শিক্ষার্থীরা বলবে, ‘ণ’ এর সাথে ‘ট’ মিলে (শিক্ষক ৩/৪ জন শিক্ষার্থীর কাছে জানতে চাইবেন)। শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে ‘ ন্ট ’ যুক্তবর্ণটি দিয়ে উদাহরণ হিসেবে দুটি শব্দ (বণ্টন, ঘণ্টা) উচ্চারণ করে দেখাতে বলবেন।

**যুক্তবর্ণ লিখি:**

**আমি করি:** শিক্ষক বলবেন, এখন আমরা ‘ন্ট’ যুক্তবর্ণটি লেখা শিখব। শিক্ষক প্রথমে বোর্ডে যুক্তবর্ণটি সঠিক প্রবাহ অনুসরণ করে লিখে দেখাবেন।

**আমরা করি:** শিক্ষক এবার বোর্ডে ‘ন্ট’ যুক্তবর্ণটির উপর হাত ঘুরাবেন আর শিক্ষার্থীদের খাতায় যুক্তবর্ণটি মিলিয়ে লিখতে বলবেন।

**তুমি কর:** শিক্ষার্থীরা এবার খাতায় যুক্তবর্ণটি ৫ বার লিখতে বলবেন।

একের অধিক যুক্তবর্ণ থাকলে শিক্ষক একই পদ্ধতি অনুসরণ করে শিখাবেন।

**যুক্তবর্ণযুক্ত অনুচ্ছেদ পড়ি:**

**তুমি কর:** শিক্ষার্থীদের বলা শব্দ বা উদাহরণে দেওয়া শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করতে বলবেন। শিক্ষার্থীদের বলা বাক্যগুলো শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন এবং শিক্ষাথীদের খাতায় লিখতে বলবেন।

**আমরা করি:** শিক্ষক এমন একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবেন যেখানে ন্ট – যুক্তবর্ণ সংবলিত শব্দ থাকে। এবার অনুচ্ছেদটি বোর্ডে/ পোস্টারে ঝুলিয়ে/ লিখে দিয়ে সকল শিক্ষার্থীকে নীরবে পড়তে বলবেন এবং এ অনুচ্ছেদের যে সকল যুক্তবর্ণ আছে তা শনাক্ত করে বানান করে পড়তে বলবেন। প্রয়োজনে শিক্ষক সহায়তা করবেন।

| অধিবেশন: ১৬ | শব্দজ্ঞান শিখন-শেখানো কৌশল ও প্রয়োগ অনুশীলন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শব্দজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. শব্দজ্ঞান প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** শব্দ ধাঁধা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন ।

**উপকরণ:** পিপিটি স্লাইড/ ফ্লিপচার্ট, পাঠ্যবই, তথ্যপত্র।

| অংশ-ক | শব্দজ্ঞানের গুরুত্ব ব্যাখ্যা | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, আজ শব্দজ্ঞানের ধারণা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা করব।

২. নিচের পিপিট স্লাইডটি প্রদর্শন করুন।

> শব্দজ্ঞান হলো বিভিন্ন পরিস্থিতিতে একটি শব্দের অর্থ কী তা বোঝা ও ব্যবহার করতে পারা। বাক্যের অর্থ বুঝতে শব্দজ্ঞান অপরিহার্য। শিশুকে শব্দজ্ঞান শেখাতে হয়।

৩. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রারম্ভিক পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা অনেক নতুন নতুন শব্দ শেখে। আবার বড় হয়েও তারা নতুন শব্দ শিখতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, আজ আমরা নতুন শব্দ ধ্বনি সচেতনতা ও বর্ণজ্ঞান শিখেছি। তাই কোন পাঠ পড়ে বুঝতে শিক্ষার্থীদেরও শব্দের অর্থ শেখানো দরকার। বিশেষ করে যেগুলো অপরিচিত ও অজানা শব্দ।

৪. পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড বা ফ্লিপচার্টে নিচের লেখাগুলো লিখে প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীরা অনুচ্ছেদটি পড়ে বুঝতে পারছেন কিনা জিজ্ঞেস করুন। যারা বুঝতে পারেননি তারা কেন অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন না তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের উত্তর শুনুন,

> **ট্রেগনেক্স জেড** হচ্ছে এক ধরনের **জেড** যা দিয়ে যে কোন জায়গা থেকে **জেড** করা যায়। সাধারণ **জেড** থেকে **ট্রেগনেক্স জেড** একটু আলাদা। **ট্রেগনেক্স জেড** বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম **ট্রেগনেক্স জেড** ছিল এক কেজি ওজনের।

৫. এরপর বলুন যে, আমরা অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছি না কারণ আমরা বেশ কিছু শব্দের অর্থ জানি না। অনুচ্ছেদটি **ট্রেগনেক্স জেড** কী সে সম্পর্কে বলেছে। তবে এই শব্দটির অর্থ না জানা পর্যন্ত আমরা এটি বুঝতে পারবো না।

৬. নিচের অনুচ্ছেদটি পুনরায় প্রদর্শন করুন। অংশগ্রহণকারীরা এবার অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন কি না জিজ্ঞেস করুন। জিজ্ঞেস করুন, কেন তারা এখন অনুচ্ছেদটি বুঝতে পারছেন।

> **মোবাইল ফোন** হচ্ছে এক ধরনের **ফোন** যা দিয়ে যে কোন জায়গা থেকে **ফোন** করা যায়। সাধারণ **ফোন** থেকে **মোবাইল ফোন** একটু আলাদা। **মোবাইল ফোন** বর্তমানে খুবই ছোট আর হালকা। ১৯৭৩ সালে তৈরি প্রথম **মোবাইল ফোন** ছিল এক কেজি ওজনের।

৭. ব্যাখ্যা করুন, আমরা উপরের অনুচ্ছেদটিতে ট্রেগনেক্স জেড শব্দটির অর্থ জানি না। শুধুমাত্র এই শব্দটির অর্থ জানার কারণে আমরা দেখতে পাই যে এই অনুচ্ছেদটিতে একটি মোবাইল ফোন সম্পর্কে বলা হয়েছে। একইভাবে যে কোনো শব্দ শিক্ষার্থীদের জানা না থাকলে তা তাদের কাছে একটি অর্থহীন শব্দ হিসেবে গণ্য হয়। যা পড়ে তা বুঝতে পারে না। তারা শুধু শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে। তবে অর্থ বুঝতে পারে না,

৮. অংশগ্রহণকারীদের জিজ্ঞেস করুন যে, শব্দজ্ঞান কেন গুরুত্বপুর্ণ? প্রয়োজনে প্রশ্নটি বোর্ডে লিখুন এবং পরস্পর আলোচনা করে প্রাপ্ত ধারণা লেখার ব্যবস্থা করুন।

৯. নিচে প্রদত্ত তথ্য স্লাইড অথবা পোস্টার পেপারের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন। পূর্বে প্রদর্শিত তথ্যের সাথে সমন্বয় করে এ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট করুন।

| |
|---|
| পড়ার পাঁচটি মৌলিক উপাদানের মধ্যে একটি অন্যতম উপাদান হলো শব্দজ্ঞান। শব্দজ্ঞান বাক্যের অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। বিদ্যালয়ে আসার আগেই শিক্ষার্থীরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখে আসে। কিন্তু শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে এমন কিছু নতুন শব্দের সাথে পরিচিত হয় যার অর্থ না জানা থাকলে বাক্য বা অনুচ্ছেদ পড়ে বুঝতে পারে না এবং এসকল নতুন শব্দ শিক্ষার্থী পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দভাণ্ডারের জন্য সেই সকল শব্দ নির্বাচন করা হয় যা একজন শিক্ষার্থীর বর্তমান বা নিকট ভবিষ্যতের পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু পড়ে বুঝার জন্য তার অর্থ জানা প্রয়োজন। |

১০. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, সফল পাঠক হতে হলে শিক্ষার্থীদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে ও অর্থ বুঝতে হবে। অর্থ বোঝার জন্য শব্দগুলো অবশ্যই শিক্ষার্থীদের জানা থাকতে হবে।

| **অংশ-খ** | **শব্দজ্ঞান প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন** | **সময়: ৪০ মিনিট** |
|---|---|---|

প্রশিক্ষক নিচের ধাপ অনুসরণ করে প্রথমে সিমুলেশন করবেন। পরে অংশগ্রহণকারীদের ৪ দলে বসে পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ নিয়ে শব্দজ্ঞান শেখানোর ধাপসমূহ অনুশীলন করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে দেখুন ও প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

শব্দজ্ঞান শেখানোর ক্ষেত্রে শিক্ষক তিনটি ধাপে কাজটি করবেন-

ধাপ-১

শিক্ষক: এখন আমি তোমাদের একটি গল্প পড়ে শোনাব। তবে তার আগে আমরা দুটো শব্দ শিখব।

প্রথম শব্দটি হলো - হাজির। (ছবি থাকলে তা দেখাবেন) হাজির শব্দটির অর্থ হলো উপস্থিত (শিক্ষক নিজের মতো করে অর্থটি বুঝিয়ে দিবেন)।

এখন আমি এই শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য বলছি। হাজির দিয়ে বাক্যটি হলো - মিতু ডাকতেই তোতা হাজির হলো।

ধাপ-২

শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে শব্দটি বলব। শব্দটি হলো- হাজির (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে বলবে)।

শিক্ষক: আমরা একসঙ্গে শব্দটির অর্থ বলব।

শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: হাজির শব্দের অর্থ হলো- উপস্থিত।

শিক্ষক: এবার আমরা হাজির দিয়ে আরেকটি বাক্য বলব। (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি নতুন বাক্য বলতে সহায়তা করবেন অথবা নিচের বাক্যটি ব্যবহার করতে পারেন।)

মিতু ডাকতেই তোতা হাজির হলো।

ধাপ-৩

শিক্ষক: এবার তোমরা জুটিতে এই বাক্যগুলো বলো। যদি পার, আরো নতুন নতুন বাক্য তৈরি কর।

(শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের বাক্য শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে ৪-৫ জন শিক্ষার্থী সকলের উদ্দেশে তাদের বাক্যগুলো বলবে। শিক্ষার্থী বলতে না পারলে প্রয়োজনে নিচের বাক্যটি ব্যবহার করবেন।)

রাতে মামা বাসায় হাজির হলেন।

শিক্ষক একই প্রক্রিয়ায় উর্মি শব্দটি নিয়ে কাজ করবেন।

উর্মি অর্থ ঢেউ।

বাক্য হলো - সাগরের উর্মিতে জাহাজ ভেসে বেড়ায়। হাঁস উর্মিতে সাঁতার কেটে বেড়ায়।

এভাবে শিক্ষক তিনটি ধাপের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে দুটো শব্দের উচ্চারণ, অর্থ এবং বাক্যে ব্যবহার শেখাবেন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. শিশুদের শব্দজ্ঞান শেখানোর ধাপগুলো কী কী?

২. শব্দভাণ্ডারের কাজসমূহ লিখুন।

| সহায়ক তথ্য: ১৬ | অধিবেশন: ১৬ শব্দজ্ঞান শিখন-শেখানো কৌশল ও প্রয়োগ অনুশীলন |
| --- | --- |

**অংশ: ক শব্দভাণ্ডার**

সঠিক ও অর্থপূর্ণভাবে ভাষা ব্যবহার করার জন্য সমৃদ্ধ শব্দভাণ্ডার প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডার অর্জনের বিষয়টি একটি শব্দের সঠিক উচ্চারণ, শব্দের আভিধানিক ও ব্যবহারিক অর্থ, শব্দের বানান এবং শব্দটি যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারার দক্ষতাকে নির্দেশ করে। পড়া ও লেখার জন্য শব্দভাণ্ডার উন্নয়নের ক্ষেত্রে মৌখিক ভাষায় ব্যবহৃত শব্দ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার উন্নয়নের জন্য প্রাত্যহিক আলাপচারিতার মধ্যে নতুন নতুন শব্দ ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া বিভিন্ন গল্প পঠনের মাধ্যমে শিশুদের শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধি পায়। এছাড়াও শ্রেণিকক্ষে ধারাবাহিক কর্মকাণ্ডে নিয়মিত নির্ধারিত নতুন নতুন শব্দ চর্চার সুযোগ শিশুর শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির সাথে সাথে শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা অধিক কার্যকরভাবে ব্যবহার করার সক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

এই পাঁচ উপাদানের মধ্যে শব্দভাণ্ডার সরাসরি পাঠ্যবস্তু বোঝার সাথে যুক্ত। শব্দভাণ্ডার হলো এমন একগুচ্ছ অর্থবোধক শব্দ যার অর্থ শিশুরা জানে এবং যেগুলো বাক্য বা গল্পে ব্যবহৃত হলে তা বুঝতে সক্ষম হয়। একজন পাঠক যখন শব্দ চিনতে পারে, ডিকোড বা পাঠোদ্ধার করতে পারে এবং তার অর্থ ব্যাখ্যা করতে পারে, তখনই তার পঠন বা পড়া হয়। তাই দৈনন্দিন কথোপকথনে পাওয়া যায় না–এমন নতুন, জটিল ও অপরিচিত শব্দগুলো পরিকল্পিতভাবে শেখানো শিক্ষার অপরিহার্য অংশ।

গবেষণা দেখায় যে, পাঠ বোধগম্যতা অনেকাংশেই নির্ভর করে শিক্ষার্থীর শব্দভাণ্ডারের পরিমাণ ও গুণমানের উপর। অপরিচিত শব্দ একটি পাঠ্যাংশকে পুরোপুরি অর্থহীন করে তুলতে পারে, আর পরিচিত শব্দ একই পাঠকে সহজবোধ্য ও উপভোগ্য করে। এজন্য শ্রেণিকক্ষে প্রতিদিন দুটি নতুন শব্দের সঠিক উচ্চারণ, অর্থ এবং বাক্যে প্রয়োগ শেখানো শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির কার্যকর পদ্ধতি।

**শব্দভাণ্ডার কী?**

শব্দভাণ্ডার হচ্ছে একগুচ্ছ অর্থবোধক শব্দ যা বাক্যেও অর্থ বুঝতে সহায়তা করে। পঠনের একটি উপাদান হলো শব্দভাণ্ডার । শব্দভাণ্ডার হলো এমন এক সেট শব্দ, যার অর্থ আপনি বোঝেন। প্রাথমিকভাবে শিশুরা তাদের চারপাশের পরিবেশ থেকে অনেক নতুন নতুন শব্দ শিখে। বড় হয়েও, আমরা নতুন শব্দ শিখতে পারি। কিন্তু শিশু বিদ্যালয়ের পাঠ্যবইয়ে নতুন কিছু শব্দের সাথে পরিচিত হয়। যে শব্দগুলো তাকে শেখানোর দরকার হয়। যেমন- প্রথম শ্রেণির আমার বাংলা বইয়ের শুরুর দিকে একটি শব্দ অজ। যে শব্দটা আমরা সচারচর বাড়িতে ব্যবহার করি না। তাই এই শব্দের অর্থ পরিকল্পিতভাবে শেখাতে হয়। শব্দভাণ্ডার শেখানো দরকার বিশেষ করে যখন এটি বেশি জটিল বা অপরিচিত শব্দ হয়। আমরা যখন শব্দ শেখাই, তখন সেসব শব্দ শেখানোর উপরে জোর দেই যেগুলো শিশুরা সাধারনত দৈনন্দিন জীবনে শেখে না, কথোপকথনে শোনে না। তবে এরকম শব্দ আমরা পাঠ্যবইয়ে প্রায়ই পড়ি এবং এই শব্দগুলোই শেখাতে হবে। একজন সার্থক পাঠক হতে হলে শব্দকে ডিকোড করতে পারতে হবে এবং তার অর্থ বুঝতে পারতে হবে।

আর অর্থ বুঝতে হলে শিক্ষার্থীর ভাণ্ডারে শব্দটি থাকতে হবে। শিশুরা সাধারণভাবে যে সকল শব্দ শিখে স্কুলে আসে, তা পর্যাপ্ত নয়। তাই পরিকল্পিতভাবে শিশুদের শব্দভাণ্ডার শিক্ষণ পড়ায় ভালো ফলাফল বয়ে আনে।

কোনো পাঠ বোধগম্য হতে হলে সেই পাঠে ব্যবহৃত শব্দের অর্থ বুঝতে হবে অর্থাৎ আমরা বলতে পারি বোধগম্যতা নির্ভর করে শব্দের অর্থ বুঝতে পারার উপর। যার শব্দভাণ্ডার যত বেশি তার বোধগম্যতাও তত বেশি।

কোনো গল্প ভালোভাবে বুঝতে হলে গল্পে ব্যবহৃত নতুন শব্দের অর্থ জানা থাকতে হবে। এছাড়াও সফল পাঠক হতে হলে, শিশুদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে ও অর্থ বুঝতে হবে। অর্থ বোঝার জন্য, শব্দগুলো অবশ্যই শিশুদের শব্দভাণ্ডারে থাকতে হবে। শিশুরা যখন কোনো গল্প শোনে তখন তারা নতুন নতুন অনেক শব্দের সাথে পরিচিত হয়। কিন্তু সেগুলোর অর্থ জানা না থাকায় বার বার প্রশ্নের মাধ্যমে তা জানতে চায়।

নতুন শোনা শব্দের অর্থ জানতে না পারলে তা তাদের কাছে অর্থহীন আওয়াজ বা ধ্বনি হিসাবে থেকে যায়। তাই প্রতিদিনই পরিকল্পনা মাফিক কিছু কিছু শব্দ শিশুদের শেখাতে হয়। এই শেখানোর কাজটা গল্প পড়ার আগে দুটো নতুন শব্দ শেখানোর মাধ্যমে হয়ে থাকে। গল্প শোনানোর মাঝে তা ঘটলে তাতে গল্প শোনার বা বলার মজা কমে আসে।

**শব্দভাণ্ডারের কাজসমূহ:**

- শব্দটির স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে উচ্চারণ শেখানো
- শব্দটির অর্থ শেখানো
- নতুন শব্দটি সঠিকভাবে বাক্যে ব্যবহার করতে শেখানো

**শব্দভাণ্ডারে যেসকল শব্দ শেখানো হবে যাতে থাকবে-**

- সঠিক উচ্চারণে শব্দটি বলা
- শব্দটির অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া
- শব্দটি ব্যবহার করে বাক্য গঠন
- শিক্ষার্থীদের নতুন বাক্য গঠন করতে বলা
- শব্দভাণ্ডার শেখানোর জন্য শিক্ষক প্রথমে গল্পটি থেকে শব্দ নির্বাচন করবেন। এরপর ক্লাসে গল্পটি পড়ানোর আগে শব্দটির সাথে পরিচিত করাবেন। প্রথমে নিজে করবেন, এরপর শিক্ষার্থীদের সাথে নিয়ে করবেন, শেষে শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের সুযোগ দিবেন।

**অংশ: খ**

**শিক্ষক তিনটি ধাপে তিনি কাজটি করবেন-**

ধাপ-১
শিক্ষক: এখন আমি তোমাদের একটি গল্প পড়ে শোনাব। তবে তার আগে আমরা দুটো শব্দ শিখব।
প্রথম শব্দটি হলো - হাজির। (ছবি থাকলে তা দেখাবেন) হাজির শব্দটির অর্থ হলো উপস্থিত (শিক্ষক নিজের মতো করে অর্থটি বুঝিয়ে দিবেন)।
এখন আমি এই শব্দটি দিয়ে একটি বাক্য বলছি। হাজির দিয়ে বাক্যটি হলো - মিতু ডাকতেই তোতা হাজির হলো।
ধাপ-২
শিক্ষক: এবার আমরা একসঙ্গে শব্দটি বলব। শব্দটি হলো- হাজির (শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে বলবে)।
শিক্ষক: আমরা একসঙ্গে শব্দটির অর্থ বলব।
শিক্ষক ও শিক্ষার্থী: হাজির শব্দের অর্থ হলো- উপস্থিত।
শিক্ষক: এবার আমরা হাজির দিয়ে আরেকটি বাক্য বলব। (শিক্ষক শিক্ষার্থীদের একটি নতুন বাক্য বলতে সহায়তা করবেন অথবা নিচের বাক্যটি ব্যবহার করতে পারেন।)
মিতু ডাকতেই তোতা হাজির হলো।
ধাপ-৩
শিক্ষক: এবার তোমরা জুটিতে এই বাক্যগুলো বলো। যদি পার, আরো নতুন নতুন বাক্য তৈরি কর।
(শিক্ষক ঘুরে ঘুরে শিক্ষার্থীদের বাক্য শুনবেন। প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। নির্দিষ্ট সময় শেষে ৪-৫ জন শিক্ষার্থী সকলের উদ্দেশে তাদের বাক্যগুলো বলবে। শিক্ষার্থী বলতে না পারলে প্রয়োজনে নিচের বাক্যটি ব্যবহার করবেন।)
রাতে মামা বাসায় হাজির হলেন।
শিক্ষক একই প্রক্রিয়ায় ঊর্মি শব্দটি নিয়ে কাজ করবেন।
ঊর্মি অর্থ ঢেউ।
বাক্য হলো - সাগরের ঊর্মিতে জাহাজ ভেসে বেড়ায়। হাঁস ঊর্মিতে সাঁতার কেটে বেড়ায়।
এভাবে শিক্ষক তিনটি ধাপের মাধ্যমে শব্দভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য পরিকল্পিতভাবে দুটো শব্দের উচ্চারণ, অর্থ এবং বাক্যে ব্যবহার শেখাবেন।

প্রারম্ভিক স্তরের শিক্ষার্থীদের পঠন দক্ষতা উন্নয়নে পাঁচটি মূল উপাদান ধ্বনি সচেতনতা, বর্ণজ্ঞান, শব্দভাণ্ডার, পঠন সাবলীলতা এবং বোধগম্যতা সমন্বিতভাবে চর্চা করা অত্যন্ত জরুরি। এর মধ্যে শব্দভাণ্ডার এমন একটি উপাদান যা পড়ার অর্থ অনুধাবন, নতুন ধারণা গ্রহণ

এবং পাঠে আনন্দ বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কারণ শব্দের অর্থ জানা না থাকলে কোনো পাঠই বোধগম্য হয় না, আর অর্থ জানলেই একই পাঠ শিক্ষার্থীর কাছে জীবন্ত ও অর্থবহ হয়ে ওঠে।

পরিকল্পিতভাবে প্রতিদিন নতুন শব্দ শেখানো, তার উচ্চারণ ও অর্থ স্পষ্ট করা এবং বাক্যে প্রয়োগ করানোর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শব্দভাণ্ডার সমৃদ্ধ হয়।

সমন্বিতভাবে পাঁচটি পঠন উপাদান চর্চা এবং শব্দভাণ্ডারকে শিক্ষণের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে বিবেচনা করলে প্রারম্ভিক স্তরের শিশুরা দক্ষ, সাবলীল ও স্বাধীন পাঠক হিসেবে গড়ে উঠবে। এভাবেই প্রাথমিক শিক্ষার গুণগত মানোন্নয়ন এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের পথে বাংলাদেশের অগ্রযাত্রা।

| অধিবেশন: ১৭ | পঠন সাবলীলতার প্রয়োগ কৌশল ও অনুশীলন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পঠন সাবলীলতার গুরুত ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. পঠন সাবলীলতার প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** শব্দ ধাঁধা, প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন ।

**উপকরণ:** পিপিটি স্লাইড/ ফ্লিপচার্ট, তথ্যপত্র।

| অংশ-ক | পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব ব্যাখ্যা | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়া সম্পর্কে জানব।

২. নিচের স্লাইডটি প্রদর্শন করে এ সম্পর্কে ধারণা প্রদান করুন

> **পঠন সাবলীলতা**
> পঠন সাবলীলতা বলতে কোন শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, প্রমিত উচ্চারণে, স্বাভাবিক গতিতে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাকে বুঝায়।

অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, এখন আমরা পড়া নিয়ে একটি কাজ করব। আমরা বিভিন্ন গতিতে পড়া শুনবো,

- একটি অডিও ক্লিপ প্লে করুন (ধীরগতিতে ভেঙে ভেঙে বানান করে পড়বে)
- এবার ২য় অডিও ক্লিপ প্লে করুন (খুব দ্রুত পড়বে)
- এরপর একটি অনুচ্ছেদ সাবলীলভাবে পড়ছে তা শোনান।
  (নোট: যদি অডিও ক্লিপের ব্যবস্থা না করা যায় তাহলে সহায়ক নিজেই উপরে বর্ণিত গতিতে পড়ে শোনাবেন অথবা ৩ জন প্রশিক্ষণার্থীকে দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন গতিতে পড়াবেন)।
  পড়ার চারটি উদাহরণে কী পার্থক্য ছিলো তা অংশগ্রহণকারীদের বলতে বলুন। প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে কম সাবলীল পাঠক ও বেশি সাবলীল পাঠকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিন। যতিচিহ্নের ব্যবহার আলোচনা করুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্যের সহায়তা নিন,
- অংশগ্রহণকারীগণকে ৫ দলে ভাগ করুন। পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন তা অংশগ্রহণকারীদের ছোট দলে আলোচনা করতে বলুন। নির্ধারিত সময় শেষে প্রতি দল থেকে মতামত নিয়ে বোর্ডে লিখুন।
- নিচের পিপিটি স্লাইডটি প্রদর্শন করুন। আপনি যা প্রদর্শন করছেন, তার সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের কোন প্রতিক্রিয়া মিলে গেলে মূল শব্দগুলোর নিচে দাগ দিন।

> **পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন?**
> কম সাবলীল পাঠক তার বেশির ভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র শব্দ পাঠোদ্ধার করতেই ব্যয় করে ফেলে। যার ফলে কোন কিছু পড়ার পর সে কী পড়েছিল, তা মনে করতে পারে না। এর ফলে সে পাঠটি বুঝতে পারে না। আর সাবলীল পাঠকদের শব্দের পাঠোদ্ধার করতে যেহেতু কম সময় লাগে, তাই সাধারণত সাবলীল পাঠকেরা যা পড়েন তা বুঝেই পড়েন। এই কারণে বোধগম্যতার জন্য পঠন সাবলীলতা খুব গুরুত্বপূর্ণ।

৩. অংশগ্রহণকারীদের বলুন যে, পঠন সাবলীলতার জন্য শ্রেণিতে আদর্শ পঠন কীভাবে করতে হয় তা শিক্ষকদের প্রদর্শন করতে হবে।

৪. সহায়ক তথ্য থেকে পঠন সাবলীলতার জন্য আদর্শ পঠন এর ধাপসমূহ ও যতিচিহ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করুন। ব্যাখ্যা করুন যে, এই কার্যক্রম শিক্ষার্থীদের জন্য সাবলীল পঠন প্রদর্শন করতে সহায়তা করবে। তাদের পঠন সাবলীলতার জন্য কীভাবে পড়তে হবে তা এই কাজের মাধ্যমে তারা দেখতে পাবে।

৫. সহায়ক তথ্যে দেওয়া ধাপসমূহ ব্যবহার করে পঠন সাবলীলতা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রম প্রদর্শন করে দেখাবেন। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।

| অংশ-খ | পঠন সাবলীলতার প্রয়োগ কৌশল অনুশীলন | সময়: ৫০ মিনিট |
|---|---|---|

অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে বসে পঠন সাবলীলতা শেখানোর ধাপসমূহ চর্চা করতে বলুন। ঘুরে ঘুরে দেখুন, প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

**শিক্ষক পঠন সাবলীলতা শেখানোর ক্ষেত্রে নিচের ধাপসমূহ প্রয়োগ করবেন:**

**শিক্ষক:** সবাই এই ছবিটি দেখ। শিক্ষক পাঠ্য বইয়ের একটি ছবি দেখাবেন।
**শিক্ষক:** আমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? কয়েকজন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন। এরপরে পাঠের শিরোনাম বলবেন। তোমরা কি বলতে পারো গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে? (শিক্ষক ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন) পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখবেন।
শিক্ষার্থীদের বলবেন, আমি এই গল্পটি তোমাদের পড়ে শোনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে।
শিক্ষক সঠিক গতি, শুদ্ধ উচ্চারণ এবং যতিচিহ্ন অনুসরণ করে অভিব্যক্তির মাধ্যমে গল্পটি পড়বেন। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে যেখানে প্রয়োজন সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করবেন।
শিক্ষক: এরপর তোমরা আমার সঙ্গে পড়বে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের নিয়ে ঐ দিনের পাঠের জন্য গল্পের নির্ধারিত অংশটুকু কয়েকবার (তিন/চারবার) পড়বেন। শিক্ষক একসাথে দুই লাইন করে পড়বেন এবং তারপর সকল শিক্ষার্থী পড়বে। এ সময় শিক্ষক খেয়াল রাখবেন শিক্ষার্থীরা তাদের বইয়ে শব্দের নিচে আঙুল নির্দেশ করে সঠিক উচ্চারণে পড়ছে কিনা। এরপর এককভাবে সবাইকে নিজ নিজ পাঠ্য বইয়ে পাঠ বা গল্পটি পড়তে বলবেন।
নির্ধারিত সময় শেষে শিক্ষক চার/পাঁচজন শিক্ষার্থীর তাদের কাছে যাবেন, তাদের পড়া শুনবেন, প্রয়োজনে সহায়তা করবেন। অন্য শিশুরা মনোযোগ সহকারে শুনবে ও শব্দে আঙুল দিয়ে নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করবে।

এবার অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। পাঠ পরিকল্পনার ধাপ অনুযায়ী শিখন শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর পঠন সাবলীলতা অর্জনে শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। দলে নিম্নরূপ কাজ বন্টন করুন।

| দল | শ্রেণি | বিষয় |
|---|---|---|
| ১ | দ্বিতীয় শ্রেণি | নির্বাচিত অংশ |
| ২ | তৃতীয় শ্রেণি | নির্বাচিত অংশ |
| ৩ | চতুর্থ শ্রেণি | নির্বাচিত অংশ |
| ৪ | পঞ্চম শ্রেণি | নির্বাচিত অংশ |

- দলে সংশ্লিষ্ট সহায়ক তথ্য, কর্মপত্র, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা বিতরণ করুন এবং দলগত কাজের জন্য সময় নির্ধারণ করুন। দলগত আলোচনা করে দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে বলুন।
- এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে শিক্ষক হিসেবে ও অন্যদের শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করে নির্ধারিত কাজের সিমুলেশন করতে বলুন।
- প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে নিজে সিমুলেশনে সহায়তা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. পঠন সাবলীলতা কী?

২. শিশুদের পঠন সাবলীলতা অর্জনের কৌশল বর্ণনা করুন।

| সহায়ক তথ্য: ১৭ | অধিবেশন-১৭: পঠন সাবলীলতার প্রয়োগ কৌশল ও অনুশীলন |
|---|---|

**অংশ ক:**

**পঠন সাবলীলতা**

পঠন সাবলীলতা হলো কোনো একটি পাঠ বা পাঠ্যাংশ নির্দিষ্ট মান গতিতে, সঠিক উচ্চারণে এবং অভিব্যক্তির মাধ্যমে পড়তে পারার দক্ষতা। অর্থাৎ কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারার দক্ষতাই পঠন সাবলীলতা।

পঠন সাবলীলতায় কোনো শব্দ বা বাক্য স্পষ্ট ও শুদ্ধভাবে, সঠিক উচ্চারণে ও সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারতে হয়।

**পড়ার দুটো অংশ...**

- পাঠোদ্ধার বা ডিকোডিং
- বোধগম্যতা বা পঠিত অংশের অর্থ বুঝতে পারা

সমস্বরে পড়ার সময় কোথাও তাড়াতাড়ি, কোথাও আস্তে, কোথাও জোর দিয়ে, কোথাও আবার একটু থেমে, শ্বাসাঘাত ও স্বরভঙ্গি অনুসরণ করে অর্থাৎ সঠিক যতি চিহ্নের ব্যবহার জেনে সাবলীলভাবে পড়তে হয়। সাবলীলভাবে পড়তে না পারলে শিশু পঠিত অংশের অর্থ বুঝতে পারবে না।

সাবলীলতার বৈশিষ্ট্য

- সঠিক গতিতে পড়তে পারা;
- সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারা;
- যতি-চিহ্ন মেনে যথাযথ নিয়মানুযায়ী পড়তে পারা;
- সঠিক স্বরভঙ্গি ও স্বরাঘাত বজায় রেখে পড়তে পারা।

**পঠন সাবলীলতার গুরুত্ব**

পড়ার দুটো অংশ আছে একটি হলো শব্দকে ডিকোড করতে পারা আরেকটি হলো ডিকোডকৃত শব্দের অর্থ বুঝতে পারা।
কম সাবলীল পাঠক একটি একটি করে শব্দ শনাক্ত করে এবং খুব ধীরে ধীরে পড়ে, নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে না, খুব কম ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে, মনে হয় না যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে যতি-চিহ্নের ব্যবহার করতে পারে না, খুব অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে যায় ফলে যা পড়ে তা বুঝতে পারে না।
অপরদিকে, সাবলীল পাঠক দ্রুত অর্থ শনাক্ত করে এবং বাধাহীনভাবে পড়ে, একটা মান গতি বজায় রাখে, নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে, অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে, মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে, যতি-চিহ্নের ব্যবহার করতে পারে, দেখে মনে হয় না যে পরিশ্রান্ত হয়েছে ফলে যা পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারে।
কম সাবলীল পাঠক তাঁর বেশিরভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র ডিকোডের পেছনেই ব্যয় করে ফেলে। যার ফলে কোন কিছু পড়ার পর সে কী পড়েছিল তা মনে করতে পারে না, ফলে সে বুঝতে পারে না।
অপরদিকে সাধারণভাবে যে শিশু সাবলীলভাবে পড়ে সে কী পড়েছিল তা বুঝতে পারে। এছাড়াও শিশুদের গল্প শোনানোর ক্ষেত্রে সঠিক স্বরভঙ্গি বজায় রেখে মানগতিসহকারে এবং শুদ্ধ উচ্চারণে গল্প পড়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয়। কেননা সঠিক স্বরভঙ্গির মাধ্যমে গল্প না পড়লে শিশুদের কাছে গল্পের আকর্ষণ কমে যায়।

**পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন?**

কম সাবলীল পাঠক তাঁর বেশিরভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র শব্দ শনাক্তকরণের পেছনেই ব্যয় করে ফেলে
যার ফলে কোনো কিছু পড়ার পড়ে সে কী পড়েছিল তা মনে করতে পারে না। সে বুঝতে পারে না যে, সে কী পড়েছিল
সাধারণভাবে সাবলীল পাঠক বুঝতে পারে যে সে কী পড়েছিল। এসব দিক বিবেচনা করে বলা যায় পাঠের বোধগম্যতার জন্য সাবলীলতা গুরুত্বপূর্ণ।

**কম সাবলীল পাঠক এবং সাবলীল পাঠকের বৈশিষ্ট্য**

| কম সাবলীল পাঠক | সাবলীল পাঠক |
|---|---|
| • একটি একটি করে শব্দ শনাক্ত করে খুব ধীরে ধীরে পড়ে।<br>• নিজে নিজে ভুল সংশোধন করতে পারে না<br>• খুব কম ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে।<br>• অর্থাৎ মনে হয় না যে পড়ে সে অর্থ বুঝতে পারছে।<br>• যতি-চিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে না এবং খুব অল্পতেই পরিশ্রান্ত হয়ে যায়।<br>• বেশিরভাগ সময়, শ্রম এবং মনোযোগ শুধুমাত্র শব্দ ডিকোডের পেছনেই ব্যয় করে। যার ফলে কোন কিছু পড়ার পর সে কী পড়েছিল তা মনে করতে পারে না। এর ফলে সে যা পড়ছে তা বুঝতে পারে না। | • অর্থ শনাক্ত করে বাধাহীনভাবে পড়ে।<br>• নিজে নিজে ভুল সংশোধন করেও পড়তে পারে।<br>• অধিকাংশ ক্ষেত্রে স্বরভঙ্গি বজায় রেখে পড়তে পারে এবং মনে হয় যে পড়ে অর্থ বুঝতে পারছে।<br>• যতি-চিহ্নের ব্যবহার করে পড়তে পারে এবং তার অর্থ বুঝতে পারে।<br>• একটা নির্দিষ্ট মানগতি বজায় রেখে পড়ে। |

**পঠন সাবলীলতার চর্চা**

পঠন সাবলীলতা অর্জনের জন্য এর চর্চা খুবই প্রয়োজন। চর্চা আরও অর্থবহ হয়ে ওঠে যখন শিক্ষক ফিডব্যাক দেন এবং শিক্ষার্থীদের নানা পরামর্শ ও সহায়তা প্রদান করেন। বারবার পঠন সাবলীলতার চর্চা শিক্ষার্থীদের পড়ার শুদ্ধতা, মানগতি আনা এবং পাঠের অর্থ উদ্ধারের দক্ষতা বাড়ায়

**শব্দ পঠন সাবলীলতা**

শিক্ষার্থীরা গল্প বা অনুচ্ছেদ পড়ার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ শব্দ জানার আগ পর্যন্ত বর্ণ, শব্দাংশ বা শব্দ দিয়ে পঠন সাবলীলতার চর্চা করতে পারে।

**শব্দ পঠন সাবলীলতা কেন প্রয়োজন?**

- শব্দ পড়ার চর্চা শিক্ষার্থীদেরকে সাবলীলভাবে শব্দাংশ মিলিয়ে শব্দ পড়তে সহায়তা করে;
- যখন শিক্ষার্থীরা শব্দকে আলাদাভাবে চিনতে পারে তখন তারা খুব সহজেই এগুলোকে জোড়া লাগাতে পারে এবং শব্দগুলোকে পড়তে পারে;
- যখন শিক্ষার্থী সহজে শব্দ শনাক্ত করতে পারে তখন সে শব্দ পড়তে কম সময় ব্যয় করে এবং অর্থ উদ্ধারে বেশি সময় ব্যয় করে।

**শব্দ পঠন সাবলীলতা চর্চা**

- শিক্ষক সহায়িকা ব্যবহার করুন;
- আমি করি- আমরা করি-তুমি কর পদ্ধতি অনুসরণ করুন;
- শিক্ষার্থীরা সাবলীল ও শুদ্ধভাবে শব্দ পড়ছে কি না, তা লক্ষ করুন (বানান করে যেন না পড়ে);
- বারবার পড়া শিক্ষার্থীকে সাবলীলভাবে পড়তে সহায়তা করছে কি না, তা লক্ষ করুন;
- মনিটর করুন এবং প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক দিন।

**অনুচ্ছেদ বা গল্প পড়া**

- প্রারম্ভিক পর্যায়ে গল্পে সেই বর্ণগুলোই কেবল ব্যবহার করা হয় যেগুলো শিক্ষার্থীরা ইতিমধ্যে শিখেছে;
- অনুচ্ছেদের সবগুলো শব্দ শিক্ষার্থীরা শনাক্ত করতে পারে এবং উচ্চারণ করতে পারে;

- এটা শিক্ষার্থীদেরকে বাধাহীনভাবে অনুচ্ছেদটি পড়তে সাহায্য করে। প্রতিটা শব্দ আলাদাভাবে শনাক্ত করতে তার সময় ব্যয় করতে হয় না। ফলে শিক্ষার্থীরা একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে তার পূর্বে শেখা শব্দগুলোকে জোড়া লাগিয়ে গল্প আকারে পড়তে পারে।
**অনুচ্ছেদ/গল্প পড়া কেন প্রয়োজন?**
- কানেকটেড টেক্সট বলতে বাক্যের মধ্যের শব্দগুলোর সম্পর্ককে বোঝায় (যেমন একটি গল্প বা অনুচ্ছেদ)। এটা আলাদা আলাদা শব্দ বা একটা শব্দ তালিকা বা একনাগাড়ে অনেকগুলো শব্দ নয়। শিক্ষার্থীদেরকে অনুচ্ছেদের মধ্যের শব্দ পড়ার চর্চা করা জরুরি। কারণ-
- কানেকটেড টেক্সট শিক্ষার্থীকে শব্দ পড়তে এবং শব্দ মিলে তৈরি বাক্য পড়ে বুঝতে সাহায্য করে;
- ডিকোডেবল টেক্সট শিক্ষার্থীকে প্রথম সত্যিকার অর্থে পড়তে পারার একটি সফল অভিজ্ঞতা দেয়।

**অনুচ্ছেদ বা গল্প চর্চা**

কানেকটেড টেক্সট শিক্ষার্থীদেরকে নিচের বিষয়গুলো চর্চা করতে সাহায্য করে

- শব্দ পড়া
- বিচ্ছিন্ন শব্দগুলো বাক্যে বা অনুচ্ছেদে একসাথে পড়ার ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ অর্থ বুঝতে শিক্ষার্থীদেরকে সাহায্য করে
- যতি-চিহ্ন ব্যবহার করে পড়া
- ডিকোডেবল গল্প শিক্ষার্থীদেরকে একটি ভালো অভিজ্ঞতা ও আত্মবিশ্বাস তৈরি করে ফলে পরে তারা পাঠ্যবই ও গল্প পড়তে উৎসাহিত হয়। যে সাবলীলতাভাবে পড়তে পারে না, সে পড়তে গেলে অনেক বেশি সময়, শক্তি আর মনোযোগ ব্যয় করে শুধুমাত্র শব্দকে ভাঙতে। ফলে সে কী পড়েছ, তা মনে রাখতে  না পারার  কারণে বুঝতে পারে না। সচরাচর যাদের পঠন সাবলীলতা আছে তারা কী পড়েছে বুঝতে পারে।

**পঠন সাবলীলতায় তিনটি কাজ**
১. বইয়ের ছবির সাথে পরিচিত করানো
২. গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে তা জানতে চাওয়া
৩. গল্পটি মানগতি, শুদ্ধতা ও অভিব্যক্তির সাথে পড়া
পঠন সাবলীলতা অংশে শিক্ষক পাঠে ব্যবহৃত ছবিটি দেখাবেন। ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে তা জানতে চাইবেন। গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে তা জানতে চাইবেন। এরপর গল্পটি মানগতি, শুদ্ধতা ও অভিব্যক্তির সাথে পড়বে।

(শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পৃষ্ঠা-..... এর ছবিটি দেখতে বলবেন।)
শিক্ষক: আমরা ছবিতে কী দেখতে পাচ্ছি? (শিক্ষক ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন)।
শিক্ষক: এই গল্পের নাম হলো '..............'। তোমরা কি বলতে পার গল্পটি কী নিয়ে হতে পারে? (শিক্ষক ৩-৪ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন)।
শিক্ষক: এবার আমি গল্পটি তোমাদের পড়ে শোনাব। তোমরা মনোযোগ দিয়ে শুনবে। (শিক্ষক সঠিক গতি এবং অঙ্গভঙ্গি সহকারে গল্পটি পড়বেন।)

এভাবে শিক্ষক গল্পটি সঠিক গতি এবং অঙ্গভঙ্গি সহকারে পাঠ করবেন। শিক্ষার্থী যাতে বুঝতে পারে সেই দিকে খেয়াল রাখবেন।

সাবলীলতা পড়াকে স্বচ্ছ, ধারাবাহিক ও অর্থকেন্দ্রিক করে। একটি কম সাবলীল পাঠক যেখানে প্রায় পুরো শক্তি ডিকোডিং-এ ব্যয় করে, সেখানে সাবলীল পাঠক সহজে শব্দ শনাক্ত করে অর্থের দিকে মনোযোগ দিতে পারে  ফলে সে যা পড়ে তা বুঝতে সক্ষম হয়।

শিক্ষক যদি পরিকল্পিতভাবে শব্দভাণ্ডার শেখানো, সঠিক স্বরভঙ্গিতে গল্প পড়ানো, পাঠ-পূর্ব শব্দ পরিচিতি এবং স্বতন্ত্র চর্চার সুযোগ নিশ্চিত করেন তাহলে শিশুরা শুধু পড়তে নয় অর্থসহকারে বুঝে পড়তে শিখবে।

| অধিবেশন: ১৮ | বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ-অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতা বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন;

খ. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশলসমূহ অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন, সিমুলেশন ।

**উপকরণ:** পোস্টার পেপার, মার্কার, পিপিটি স্লাইড, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা (২য় থেকে ৫ম শ্রেণি)।

| অংশ-ক | শিখন শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার কৌশলসমূহ ব্যাখ্যা | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. অংশগ্রহণকারীগণকে বলুন যে, পঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো বোধগম্যতা। পঠনের মূল উদ্দেশ্য বোধগম্যতা না থাকলে পঠন অর্থহীন হয়ে পড়ে। এখন আমরা বোধগম্যতার গুরুত্ব ও শিখন শেখানো প্রক্রিয়া আলোচনা করব। নিচের তথ্যটি পিপিটি স্লাইড এর মাধ্যমে প্রদর্শন করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

> **বোধগম্যতা**
> বোধগম্যতা হলো কোন কিছু পড়ে তার অর্থ বুঝতে পারা। যখন শিক্ষার্থীর বোধগম্যতার দক্ষতা অর্জিত হয়, তখন কোন পাঠ পড়ে সে তার অর্থ বুঝতে পারে।

২. অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে সহায়ক তথ্য বিতরণ করুন। তথ্যপত্রটি পড়তে বলুন। প্রত্যেক দল থেকে একটি করে অংশ ব্যাখ্যা করতে বলুন। প্রয়োজনে নিজে সহায়তা করুন।

৩. এবার অংশগ্রহণকারীদের বলুন, এখন আমি সহায়ক তথ্যে দেওয়া ধাপসমূহ ব্যবহার করে বোধগম্যতা সম্পর্কিত শিখন কার্যক্রমটি প্রদর্শন করব। কী কী ধাপ অনুসরণ করা হয়েছে তা অংশগ্রহণকারীদের নোট নিতে বলুন।

৪. এরপর অংশগ্রহণকারীদের পূর্বের দলে বসে বোধগম্যতা শেখানোর কৌশলসমূহ অনুশীলন করতে বলুন। প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

| অংশ-খ | বোধগম্যতার কৌশলসমূহ প্রয়োগ | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

সহায়ক তথ্য অনুযায়ী অংশগ্রহণকারীগণদের পূর্ণাঙ্গ পাঠ পরিকল্পনার ধাপসমূহ পাওয়ার পয়েন্টের মাধ্যমে প্রদর্শন করুন।

১. অংশগ্রহণকারীগণকে ৪টি দলে ভাগ করুন। পাঠ পরিকল্পনার ধাপ অনুযায়ী শিখ- শেখানো কাজে শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা অর্জনে শিক্ষকের পূর্ণাঙ্গ পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে বলুন। দলে নিম্নরূপ কাজ বন্টন করুন।

| দল | শ্রেণি | বিষয় |
|---|---|---|
| ১ | দ্বিতীয় শ্রেণি | পাঠ্যপুস্তক থেকে বিষয় নির্বাচন করে দিতে হবে। |
| ২ | তৃতীয় শ্রেণি | |
| ৩ | চতুর্থ শ্রেণি | |
| ৪ | পঞ্চম শ্রেণি | |

২. দলে সংশ্লিষ্ট সহায়ক তথ্য, বাংলা পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষক সহায়িকা বিতরণ করুন এবং দলগত কাজের জন্য ১০ মিনিট সময় নির্ধারণ করুন। দলগত আলোচনা করে দলে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অনুশীলন করতে বলুন।

৩. এবার ক্রমানুসারে প্রত্যেকটি দল থেকে দৈবচয়নে একজনকে শিক্ষক হিসেবে ও অন্যদের শিক্ষার্থী হিসেবে গণ্য করে নির্ধারিত কাজের সিমুলেশন করতে বলুন।

৪. প্রত্যেক দলের উপস্থাপন শেষে সংক্ষিপ্ত আলোচনার সুযোগ দিন। প্রয়োজনে নিজে সিমুলেশনে সহায়তা করে ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-ঘ | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ১০ মিনিট** |
| --- | --- | --- |

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. পঠনে বোধগম্যতা বলতে কী বুঝায়?

২. শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতার যে কোন ১টি উল্লেখ করুন।

| সহায়ক তথ্য: ১৮ | অধিবেশন-১৮: বোধগম্যতার কৌশল ও অনুশীলন |
|---|---|

| অংশ-ক | শিখন-শেখানো কার্যক্রমে বোধগম্যতা বৃদ্ধির কৌশল প্রয়োগ |
|---|---|

**বোধগম্যতা**

'বোধগম্যতা' হলো কোনো কিছু পড়ে বুঝতে পারা। পড়ার আসল উদ্দেশ্য হলো পঠিত বিষয়ের অর্থ উদ্ধার করা বা বোঝা। পড়ার দুইটি অংশ থাকে: ১। পাঠোদ্ধার (Decoding) ২। বোধগম্যতা (Understanding)। সাংকেতিক চিহ্নগুলোকে বর্ণ হিসেবে চিনতে পারার মাধ্যমে শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারাকেই বলে পাঠোদ্ধার এবং পুরো লেখাটির অর্থ উদ্ধারের মাধ্যমে বুঝতে পারাই হলো বোধগম্যতা এই দুইটি অংশের মধ্যে বোধগম্যতাই হচ্ছে পড়ার মূল উদ্দেশ্য। যে সকল শিক্ষার্থী বুঝে পড়তে পারে তারা পড়ে যেমন- আনন্দ পায় তেমনি সেই পঠিত অনুচ্ছেদ থেকে যেকোনো ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। শিক্ষার্থীদের বোধগম্যতার জন্য শ্রেণিকক্ষে যে দুটি কাজ করা হয় তা হলো-

১. পূর্বানুমান
২. প্রশ্নোত্তর

**পূর্বানুমান**

পূর্বানুমান যাচাইয়ে জন্য শিক্ষক প্রথমে পাঠ সংশ্লিষ্ট ছবি দেখিয়ে পাঠটি কী নিয়ে হতে পারে তা নিয়ে অনুমানভিত্তিক কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবেন। শিক্ষক সঠিক গতি, অভিব্যক্তি, স্বরের উঠানামা, শুদ্ধ উচ্চারণের সাথে গল্পটি শিক্ষার্থীদের পড়ে শোনাবেন। পড়া শেষে শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান সঠিক ছিল কি না।

**প্রশ্নোত্তর**

বোধগম্যতার প্রশ্নোত্তরের কাজটি ৩ ধাপে করা হয়-
ধাপ-১: আমি করি: শিক্ষক প্রথম প্রশ্নটির উত্তর কীভাবে খুঁজে বের করতে হয় তা নিজে করে দেখান।
ধাপ-২ আমরা করি: শিক্ষক ও শিক্ষার্থী একসাথে দ্বিতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করে।
ধাপ-৩ তুমি কর: শিক্ষার্থীরা নিজে নিজে তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরটি খুঁজে বের করার অনুশীলনা করে।

এভাবে শিক্ষক শিক্ষাথীদের অনুমান করতে দিয়ে, প্রশ্ন-উত্তর প্রদানের মাধ্যমে বোধগম্যতা অনুশীলন করাবেন। এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত প্রশ্নের ধরন অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের প্রশ্নোত্তর দক্ষতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে-

| অংশ-খ | বোধগম্যতা শিখন-শেখানো প্রক্রিয়া অনুশীলন |
|---|---|

**আক্ষরিক বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন-**

যে প্রশ্নগুলোর উত্তর সরাসরি পাঠে দেওয়া আছে। শিক্ষার্থী পাঠে দেওয়া তথ্যগুলো মনে করে উত্তর দিতে পারে। যেমন-

- কে - কোনো প্রশ্ন কে দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ব্যক্তির বা চরিত্রের নাম।
- কী - কোনো প্রশ্ন কী দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বস্তুর নাম।
- কোথায় - কোনো প্রশ্ন কোথায় দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো জায়গার নাম।
- কখন - কোনো প্রশ্ন কখন দিয়ে হলে উত্তরটি হবে কোনো সময়ের।
- কীভাবে - কীভাবে দিয়ে প্রশ্ন হলে উত্তরটি হবে কোনো ঘটনা বা বিষয় ঘটার প্রক্রিয়া যেভাবে ঘটেছে তা।

**অনুমানসিদ্ধ বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন:**

অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন - পাঠে সরাসরি উত্তর দেওয়া নেই। কিন্তু সংকেত বা উত্তর কী হতে পারে তা জানা যায়। পাঠের সেই সংকেত বা ঘটনার পরম্পরা বিবেচনায় শিক্ষার্থীরা প্রশ্নের উত্তর দেয়। যেমন: বাঘ রাখালকে নিয়ে কোথায় গেলো?

**মূল্যায়নধর্মী বোধগম্যতা যাচাইয়ের জন্য প্রশ্ন -**

- মূল্যায়নধর্মী প্রশ্ন- ঘটনার মূল্যায়ন করতে বা পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে এই ধরনের প্রশ্ন করা হয়। যেমন- কে বেশি ভালো? লোভী কাঠুরে জলপরির কাছ থেকে কী শিক্ষা পেল?

**আমাদের দেশ**

আমাদের দেশের নাম বাংলাদেশ। এদেশে অনেক নদী আছে। নদী বয়ে চলে। পাখিরা গান গায়। গাছে গাছে ফুল ফোটে। এদেশের আকাশ নীল। আকাশে উড়ে বেড়ায় সাদা মেঘ। রাতে চাঁদ ওঠে। কত ভালো লাগে। এদেশের পাহাড় সবুজ। তেমনি সবুজ ফসলের মাঠ। মাঠে মাঠে ধান হয়। খালের জলে ভেসে বেড়ায় মাছ। ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল। দোয়েল আমাদের জাতীয় পাখি। কী সুন্দর আমাদের এই দেশ!

**শিক্ষক:** এখন আমরা দেখব, পড়ার আগে গল্পটির ছবি দেখে তোমরা যা বলেছিলে, তার সাথে গল্পটি মিলল কিনা। (শিক্ষক ২-৩ জন শিক্ষার্থীর নিকট থেকে শুনবেন তাদের পূর্বানুমান ঠিক ছিল কিনা।

**শিক্ষক:** এখন আমরা আজকের পড়া গল্পটি থেকে কয়েকটি প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করব। আমার প্রথম প্রশ্ন হলো, পাখিরা কি গান গায়? - এর উত্তর **হ্যাঁ** অথবা **না** হতে পারে।

**শিক্ষক:** আমি গল্পটি আবার পড়ব এবং উত্তর খুঁজে বের করব। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমি হাত উঠাব।

(শিক্ষক গল্পটি আবার পড়বেন এবং পাখিরা গান গায় পর্যন্ত পড়ে থামবেন এবং হাত ওঠাবেন।)

**শিক্ষক:** এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর আমরা একসাথে খুঁজে বের করব। দ্বিতীয় প্রশ্নটি হলো- ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

-এর উত্তর কী হবে, তা আমরা খুঁজে বের করব।

আমি গল্পটি আবার পড়ছি। যেখানে উত্তর আসবে সেখানে আমরা হাত উঠাব। (ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল) পর্যন্ত পড়ে শিক্ষক থামবেন এবং হাত ওঠাবেন; তিনি দেখবেন কতজন শিক্ষার্থী হাত উঠিয়েছে)

**শিক্ষক:** এখানে আমরা পেলাম- ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।

শিক্ষক: তাহলে ভোর বেলায় শিস দেয় কে?

**শিক্ষার্থী:** ভোর বেলায় শিস দেয় দোয়েল ।

**শিক্ষক:** এবার তোমরা তৃতীয় প্রশ্নটির উত্তর খুঁজে বের করবে। প্রশ্নটি হলো- আমাদের জাতীয় পাখির নাম কী? এর উত্তর **কী** হবে, তা তোমরা খুঁজে বের করবে।

| অধিবেশন: ১৯ | ছবি পড়া ও ছবির পাঠ |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ছবির পাঠের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
খ. ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** মাইন্ডম্যাপিং, আলোচনা।

**উপকরণ:** বাংলা বই (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি), পর্যবেক্ষণ ছক, তথ্যপত্র, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড।

| অংশ-ক | ছবির পাঠের গুরুত্ব | সময়: ৫০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করুন এবং অধিবেশনের বিষয়বস্তু সম্পর্কে অবহিত করুন।
২. প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট জানতে চান, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইয়ের কোন পাঠে কোনো ছবি ব্যবহার করা হয়নি?
৩. প্রাপ্ত উত্তর মাইন্ডম্যাপিংয়ে লিপিবদ্ধ করুন। পাওয়ার পর বলুন, প্রাথমিক স্তরের বাংলা বইয়ের সকল পাঠেই এক বা একাধিক ছবি ব্যবহার করা হয়েছে।
৪. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রথম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যবইয়ের ছবিনির্ভর একটি পাঠ প্রদর্শন করুন এবং সবাইকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে বলুন। ছবিটি দেখা হয়ে গেলে ছবিটির ওপর ভিত্তি করে প্রত্যেককে গল্প তৈরি করতে বলুন। কয়েকজনকে তাদের লেখা গল্প উপস্থাপন করতে বলুন।
৫. এবার প্রশ্ন করুন যে, সকলের গল্প কি একইভাবে লেখা? উত্তর পাওয়ার পর বলুন যে, 'শিক্ষার্থীকে যখন ছবি দেখতে দেওয়া হয় তখন তাদের মধ্যেও এরূপ বিভিন্ন ঘটনা, পরিস্থিতি, চিন্তা ইত্যাদি যুক্ত হয়। এভাবে শিক্ষার্থীর মধ্যেও বলা ও লেখার ক্ষেত্রে সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটে।
৬. পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে কী উদ্দেশ্যে পাঠে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে তা পরস্পর আলোচনা করে নোট খাতায় লিখতে বলুন। প্রশিক্ষণার্থীদের লেখা নিয়ে বোর্ডে একটি তালিকা তৈরিতে সহায়তা করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে প্রাপ্ত তথ্যের সঙ্গে মিল রেখে নিচের তথ্যটি প্রদর্শন করুন।

**পাঠে ছবি ব্যবহারের উদ্দেশ্য**

- পাঠ/পাঠের অংশের বিষয়বস্তুকে ছবির মাধ্যমে উপস্থাপনের জন্য
- ছবি দেখে বলার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য
- শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি বা মূল্যায়নের জন্য
- শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা বৃদ্ধির জন্য
- বিষয়বস্তুর ধারাবাহিক বর্ণনায় শিক্ষার্থীকে সহায়তা করার জন্য

৭. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচ দলে ভাগ করে প্রথম চার দলকে নমুনা পাঠ উপস্থাপনের কাজ দিন। পঞ্চম দলকে নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে উপস্থাপিত পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টটি পোস্টারে লিখে প্রশিক্ষণ কক্ষে ঝুলিয়ে রেখে সকলকে বুঝিয়ে দিন। পাঠ উপস্থাপনের জন্য ১০ মিনিট সময় দিন।

| দল | শ্রেণি | কাজ |
|---|---|---|
| দল-১ | ১ম শ্রেণি | নির্ধারিত পাঠের অংশ ছবি ছাড়া উপস্থাপন |
| দল-২ | ১ম শ্রেণি | নির্ধারিত পাঠের অংশ ছবি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন |
| দল-৩ | ১ম শ্রেণি | নির্ধারিত পাঠের অংশ ছবি ছাড়া উপস্থাপন |
| দল-৪ | ১ম শ্রেণি | নির্ধারিত পাঠের অংশ ছবি বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন |
| দল-৫ | - | পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল উপস্থাপন |

৮. সহায়ক ৫ম দলকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল উপস্থাপন করতে বলুন। ৫ম দলের পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল উপস্থাপন শেষে অন্যান্য দল থেকেও পুনরাবৃত্তি পরিহার করে পর্যবেক্ষণকৃত ফলাফল সংযোজন করতে বলুন।

৯. যেকোনো একটি ছবির পাঠের শিখন শেখানো কৌশল উপস্থাপন করুন। পাঠ উপস্থাপনের উদ্দেশ্য থাকবে ছবি পাঠের গুরুত্ব সম্পর্কে ধারণা প্রদানের পাশাপাশি একটি ছবির পাঠ উপস্থাপন কতটা বিশ্লেষণধর্মী করা যায়, তা দেখানো।

১০. মাল্টিমিডিয়ার মাধ্যমে/পূর্বেই প্রিন্ট করা একটি ছবি প্রদর্শন করে প্রশ্নগুলোর উত্তর আহ্বান করুন।

ক. ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে? ছবিতে কে কী করছে?

খ. ছবির মানুষগুলো কী করছে? ছবির পশু-পাখি/জীবজন্তুগুলো কী করছে?

গ. ছবিতে ফুল, ফল, শাক-সবজি, প্রভৃতি আর কী কী আছে? সেগুলো কোথায় কী অবস্থানে আছে? এদের রং, আকার-আকৃতি কেমন?

ঘ. ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের মিল/যোগসূত্র কোথায়?

ঙ. ছবির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তুলে ধরে খুব সংক্ষেপে ছবিটির একটি নাম দিন।

**১১.** পরিশেষে, প্রশ্নোত্তরে ছবি পাঠের গুরুত্ব এবং শিখন শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করুন। প্রয়োজনে সহায়ক তথ্যের সহায়তা নিন।

| অংশ-খ | ছবির পাঠ শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের ৫টি দলে বসতে বলুন। পাঁচটি দলকেই প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা বইয়ের নিচের পাঁচটি ছবির পাঠ পড়ানোর শিখন শেখানো কৌশল প্রদর্শন করতে বলুন। এজন্য প্রতিটি দলকে তাদের জন্য নির্ধারিত ছবির পাঠ অথবা পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবির পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতির জন্য সর্বোচ্চ ৫ মিনিট সময় দিন।

| দল | শ্রেণি | কাজ |
|---|---|---|
| দল-১ | প্রথম শ্রেণি | **নির্ধারিত পাঠের ছবি বিশ্লেষণ** |
| দল-২ | দ্বিতীয় শ্রেণি | **নির্ধারিত পাঠের ছবি বিশ্লেষণ** |
| দল-৩ | তৃতীয় শ্রেণি | **নির্ধারিত পাঠের ছবি বিশ্লেষণ** |
| দল-৪ | চতুর্থ শ্রেণি | **নির্ধারিত পাঠের ছবি বিশ্লেষণ** |
| দল-৫ | পঞ্চম শ্রেণি | **নির্ধারিত পাঠের ছবি বিশ্লেষণ** |

২. একই সঙ্গে প্রতিটি দলকে নির্দিষ্ট ছবি পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের মাধ্যমে নির্দিষ্ট দলের পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ করতে বলুন। পাঠ পর্যবেক্ষণের জন্য প্রদত্ত ছকটি পোস্টার পেপারে এঁকে দৃশ্যমান স্থানে অথবা মাল্টিমিডিয়ায় প্রদর্শন করে ব্যাখ্যা করুন।

৩. দৈবচয়নের মাধ্যমে দুইটি দলকে তাদের দলগত কাজ প্রদর্শন করতে বলুন। প্রতিটি দলের জন্য উপস্থাপনের সময় ৫ মিনিট বলে দিন। [এখানে উল্লেখ্য যে, প্রতিটি দল থেকে নমুনা পাঠ প্রদর্শনের শিখন শেখানো কৌশল/প্রক্রিয়া দেখানোই মূল বিবেচ্য, পুরো পাঠ দেখানোর প্রয়োজন নেই।]

৪. পাঠ প্রদর্শন শেষে পর্যবেক্ষণ ছকের আলোকে পর্যালোচনা করতে বলুন এবং প্রয়োজনে ফিডব্যাক দিন। প্রথমে দল অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধিকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের আলোকে ফিডব্যাক দিতে বলুন। পরবর্তীতে অন্যান্য দল থেকেও ফিডব্যাক সংযোজন করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন বিষয়বস্তুতে কেন পাঠে ছবি ব্যবহার করা হয়েছে?

| সহায়ক তথ্য: ১৯ | অধিবেশন-১৯: ছবি পড়া ও ছবির পাঠ |
|---|---|

| অংশ-ক | ছবির পাঠের গুরুত্ব |
|---|---|

প্রাথমিক স্তরে ছবির পাঠ বা পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার একটি পরিচিত বিষয়। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বাংলা বইগুলো ভালোভাবে লক্ষ করলেই দেখা যাবে প্রায় প্রতিটি পাঠের সঙ্গেই ছবি রয়েছে। এর কোনোটি শুধুমাত্র ছবির পাঠ আবার কোনোটি পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে পাঠসংশ্লিষ্ট ছবির ব্যবহার। প্রথম থেকে দ্বিতীয় শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে ছবির পাঠ বেশি, লেখার পরিমাণ কম। আর তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত বইয়ে লেখার পরিমাণ বেশি, ছবির পরিমাণ আস্তে আস্তে কমে গেছে। বিশেষ করে প্রাথমিক স্তরে ছবি কিংবা পাঠ-সংশ্লিষ্ট ছবি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হয়েছে, যাতে কোমলমতি শিক্ষার্থীরা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দেখেও পাঠ বুঝতে পারে এবং পাঠটির বিষয়বস্তু সম্পর্কে অগ্রিম ধারণা পায়।

| অংশ-খ | ছবির পাঠ শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন |
|---|---|

**ছবির পাঠ শিখন-শেখানো কৌশলের ক্ষেত্রে বিবেচ্য নীতিমালা**

- ছবির বিভিন্ন উপাদানের বিশ্লেষণ (যেমন- ছবিতে কী কী দেখা যাচ্ছে?)।
- ছবির চরিত্র, স্থান, কাল, পাত্র বিশ্লেষণ (যেমন- ছবিতে কী কী চরিত্র আছে? ছবিতে কে কী করছে? ছবির মানুষগুলো কী করছে? ছবির পশু-পাখি, জীবজন্তুগুলো কী করছে? ছবিতে ফুল, ফল, শাক, সবজি, প্রভৃতি আর কী কী আছে? সেগুলো কোথায় কী অবস্থানে আছে? এদের, রং, আকার-আকৃতি কেমন?
- ধারাবাহিকতা বজায় রেখে ছবি বিশ্লেষণ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- ছবির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে অংশগ্রহণকারীদের বাস্তব জীবনের মিল/যোগসূত্র কোথায়?
- ছবির স্থান, কাল, চরিত্র পাল্টিয়ে গল্প বলা।
- শিক্ষার্থীর জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া, অনুরূপ ঘটনা জানতে চাওয়া।
- ছবির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ অথবা সারমর্ম তুলে ধরা।
- সংক্ষেপে ছবির একটি শিরোনাম দেওয়া।
- ছবির সঙ্গে মিলিয়ে ছবি আঁকার কাজ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)।
- প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুকে অনুমানভিত্তিক প্রশ্ন করা, যেমন- এর পর কী হতে পারে, ছবির চরিত্র কী করতে পারে, প্রভৃতি।

**ছবির পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট**

| ক্রমিক | পর্যবেক্ষণের নির্দেশক | হ্যাঁ/না | কী করা প্রয়োজন ছিল? |
|---|---|---|---|
| ১ | ছবি দেখিয়ে কৌতূহল উদ্দীপক প্রশ্ন করেছেন | | |
| ২ | ছবির উপাদান বিশ্লেষণ করেছেন | | |
| ৩ | ছবির বিষয়বস্তুর প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন | | |
| ৪ | ছবির সঙ্গে বাস্তব জীবনের মিল করেছেন | | |
| ৫ | ছবির সঙ্গে পাঠের মিল করেছেন | | |

| অধিবেশন: ২০ | ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি বর্ণনা করতে পারবেন;
খ. ছড়া ও কবিতার পঠনরীতি অনুসরণ করে বাংলা ছড়া ও কবিতা পড়তে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন, প্লেনারি আলোচনা।

**উপকরণ:** পিপিটি স্লাইড, প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক, পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র।

| অংশ-ক | ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রথমে প্রশিক্ষণার্থী শিক্ষকদের একটি ছড়া বা কবিতা স্মরণ করতে বলুন। এরপর যে কোনো এক দুইজন থেকে একটি ছড়া ও একটি কবিতা সকলের সামনে আবৃত্তি করতে বলুন। ছড়া বলা শেষে সবাইকে জিজ্ঞেস করুন কেমন লাগল? তাদেরকে বলুন, আজ আমরা ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি নিয়ে আলোচনা করব।

২. পিপিটিতে নিচের প্রশ্নগুলো প্রদর্শন করুন-
   - ছড়া ও কবিতা কী?
   - ছড়া ও কবিতা পাঠের বিবেচ্য বিষয় কী কী?

৩. প্রশ্নগুলো নিয়ে চিন্তা করে নিজ খাতায় লিখতে বলুন। লেখা হয়ে গেলে কয়েকজনের নিকট থেকে শুনে মূল অংশ বোর্ডে লিখুন যাতে পুনরাবৃত্তি না হয়। সবার সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ছড়া ও কবিতার বোধগম্য সংজ্ঞা নির্ধারণ করুন। সংজ্ঞাটিকে সমৃদ্ধ করবার জন্য **সহায়ক তথ্য** থেকে নেওয়া ছড়া ও কবিতার সংজ্ঞা স্লাইডে প্রদর্শন করে আলোচনা শেষ করুন।

**কাজ-২: বাংলা ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি**

১. একটি ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করুন। প্রশিক্ষণার্থীদের মনোযোগ দিয়ে কবিতা বা ছড়াটি শুনতে বলুন এবং আবৃত্তি করার ক্ষেত্রে কী কী বিবেচ্য বিষয় অনুসৃত হয়েছে তা খাতায় নোট করতে বলুন। তথ্যের সঙ্গে মিল করে প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

| ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি | |
|---|---|
| • উচ্চারণ<br>• ছন্দ<br>• মাত্রা<br>• অক্ষর | • যতি<br>• পর্ব<br>• শ্বাসাঘাত<br>• তাল ইত্যাদি |

২. এ পর্যায়ে প্রাথমিক শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক থেকে যে কোনো একটি কবিতা যেমন- "বীর পুরুষ" কবিতাটি পঠনরীতি অনুসরণ করে আবৃত্তি করে বা অডিও ক্লিপ শোনান।

| অংশ-খ | ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি অনুশীলন | সময়: ১ ঘণ্টা |
|---|---|---|

১. অংশগ্রহণকারীগণকে ৫টি দলে ভাগ করুন। প্রত্যেক দলে পাঠ্যপুস্তকের একটি করে ছড়া বা কবিতা নির্ধারণ করে দিয়ে পঠনরীতি অনুযায়ী ছড়া ও কবিতাটি দলে অনুশীলন করতে বলুন। দলে অনুশীলনের জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন।

| দলের নাম | শ্রেণি | ছড়া/কবিতার নাম |
|---|---|---|
| দল-১ | ১ম | পাঠ্যপুস্তকের যেকোনো একটি ছড়া |
| দল-২ | ২য় | |
| দল-৩ | ৩য় | পাঠ্যপুস্তকের যেকোনো একটি কবিতা |
| দল-৪ | ৪র্থ | |
| দল-৫ | ৫ম | |

২. নির্ধারিত সময় শেষে দলগুলোকে এক এক করে উপস্থাপন করতে বলুন। অন্য দলগুলোর উপস্থাপন মনোযোগ সহকারে শুনতে বলুন। বলে দিন, প্রত্যেক দলের কবিতাই আয়ত্ত করতে হবে। কেননা বিদ্যালয়ে শ্রেণি কার্যক্রম পরিচালনার সময় প্রত্যেকেরই কবিতাগুলো পড়াতে হবে।
৩. দলে উপস্থাপনের সময় সহায়ক হিসেবে প্রয়োজনীয় নোট রাখুন এবং সে অনুযায়ী ফলাবর্তন দিন। ফলাবর্তনের সময় সহায়ক কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে বিবেচ্য বিষয়গুলো সম্পর্কে ধারণা দিন।

| **অংশ-গ** | **অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী** | **সময়: ১০ মিনিট** |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্নঃ**

১. কয়েকজন প্রশিক্ষণার্থীকে পঠনরীতি অনুসরণ করে ছড়া/কবিতা আবৃত্তি করতে বলুন।
২. ছড়া ও কবিতা আবৃত্তির সময় কোন কোন বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রাখতে হবে?

| সহায়ক তথ্য: ২০ | অধিবেশন-২০: ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি |
|---|---|

বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ধারা রয়েছে। সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারার একটি হলো পদ্য সাহিত্য। আদিতে বাংলা সহিত্য মানেই ছিল হালকা

| অংশ-ক | ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি |
|---|---|

ও দ্রুত চালের ছন্দোবদ্ধ পদের সমন্বয়ে রচিত ছান্দসিক পদ যা আধুনাকালের ছড়ারই আদিরূপ। তাইতো ছড়াকে বাংলা সাহিত্যের আদি নিদর্শন হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ছড়া মূলত এক ধরনের ছন্দোবদ্ধ সমিল বা অমিল পদ্যবিশেষ। বাংলা ভাষার প্রাঞ্জল সাহিত্যরূপ খুঁজে পাওয়া যায় ছড়াগুলোয়। অর্থের গভীরতা নয়, শিশুসুলভ সরলতা, কল্পময়তা, চিত্রময়তা এবং শব্দের ধ্বনিময়তাই ছড়ার প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দের ধ্বনিময়তা আর পদে পদে ছড়ানো কথার একেকটি ছবির সমন্বয়ে কোনো ছন্দময় ব্যঞ্জনা সৃষ্টির নামই ছড়া। অনাবিল আনন্দদানই হচ্ছে ছড়ার উদ্দেশ্য।

অন্যদিকে ভাষা যখন নিবিড় উপলব্ধিতে আবেগ ও প্রাণময় হয়, তার ভিতরে গতির সঞ্চার হতে থাকে। এই বেগ বা গতির সংযত ও পরিমিত প্রকাশই কবিতা। কবিতা 'শব্দ' ভাবকল্পনা ও অর্থ-ব্যঞ্জনার বাহন। কবিতা হৃদয়ের কাছে আবেগদীপ্ত উপলব্ধির ভাষা। সাধারণভাবে ছন্দোবদ্ধ পদকে কবিতা বললেও কেবল ছন্দই কবিতার শেষ কথা নয়। বস্তুত জগৎ ও জীবন সম্পর্কিত নিজস্ব উপলব্ধিগুলো আত্মগত ভাবরসে সিক্ত করে কবি যখন ব্যঞ্জনাময় ভাষার মাধ্যমে প্রকাশ করেন তখন তাকে কবিতা বলে। ইংরেজ কবি Wordsworth-এর ভাষায় "Poetry is spontaneous overflow of powerful feelings" অর্থাৎ কবিতা হচ্ছে শক্তিময় অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত উচ্ছ্বাস।

**বাংলা ছড়া ও কবিতা পঠনরীতি**

ছড়া ও কবিতা আবৃত্তির স্বতন্ত্র নিয়ম রয়েছে; তা গদ্যের মতো পড়লে চলে না। সাধারণত পাঠ ও আবৃত্তিকে সমার্থক ভাবা হলেও পাঠ ও আবৃত্তির মধ্যে অনেক পার্থক্য বিদ্যমান। আবৃত্তির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট ও বিশুদ্ধ উচ্চারণে প্রত্যেকটি ধ্বনি শ্রোতার কানে পৌছে দেওয়া এবং সহজে রচনার আবেগ শ্রোতার মনকে আবেগময় করে তোলা। সুনির্বাচিত শব্দের ব্যঞ্জনাময় প্রকাশ কাব্যে যে মাধুর্যের সৃষ্টি করে তার রসাস্বাদন করতে রচনার তাল, লয়, গতি ছন্দ মেনে আবৃত্তি করতে হবে। ছড়া বা কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে বিবেচ্য রীতিনীতিগুলো:- ছন্দ, মাত্রা, অক্ষর, তাল, লয়, উচ্চারণ, কণ্ঠস্বরের উঠানামা, আঞ্চলিকতা, সাবলীলতা, উপস্থাপন ইত্যাদি।

**ছন্দ:** বাংলা গদ্যের ছন্দ হলো গদ্যের মধ্যে শাব্দিক সুর বা প্রবাহ, যা শব্দের স্বাভাবিক উচ্চারণ, শব্দের আওয়াজ এবং বাক্যের নির্মাণে এক ধরনের সুষমতা ও সঙ্গতি সৃষ্টি করে। এটি কোনো নির্দিষ্ট নিয়ম বা পরিষ্কার মাত্রাবদ্ধ রীতি নয়, তবে গদ্যে প্রাকৃতিকভাবে যে সুরময়তা বা মনোরম প্রবাহ থাকে, তা গদ্যের ছন্দ হিসেবে পরিচিত। প্রখ্যাত ছান্দসিক প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে 'ছন্দ হলো যেভাবে পদবিন্যাস করিলে বাক্য শ্রুতিমধুর হয় এবং মনে রসের সঞ্চার হয়, তাহাকে ছন্দ বলে।' ছন্দের কিছু উপাদান রয়েছে। যেমন- অক্ষর, মাত্রা, যতি, ছেদ,পর্ব, চরণ, স্তবক ইত্যাদি। তবে এগুলোর মধ্যে অক্ষর বা মাত্রা হচ্ছে ছন্দের মূল উপাদান।

বাংলা কবিতার ছন্দ প্রধানত তিন প্রকার। ১. স্বরবৃত্ত; ২. মাত্রাবৃত্ত; ৩. অক্ষরবৃত্ত। ছন্দ সম্পর্কে জানার আগে অক্ষর, যতি, মাত্রা, পর্ব ইত্যাদি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকা আবশ্যক।

**অক্ষর:** সাধারণত অক্ষর বলতে বর্ণকে বুঝালেও, বাংলা ব্যাকরণে বাগযন্ত্রের স্বল্পতম প্রয়াসে বা এক ঝোঁকে যে অংশটুকু উচ্চারিত হয়, তাকে অক্ষর বা দল বলে। যা ইংরেজিতে Syllable । যেমন- কলম, শর্বরী, কুঞ্জ। এখানে 'কলম' তিনটি বর্ণে লিখলেও উচ্চারণে করতে গিয়ে 'ক' ও 'লম্' এই দুই ভাগে আমরা উচ্চারণ করছি। অর্থাৎ 'কলম' শব্দটিতে দু'টি অক্ষর। উল্লেখ্য যে, 'ক' ধ্বনি উচ্চারণে বাগযন্ত্রের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় না তাই এ ধরনের অক্ষরকে বলে 'মুক্তাক্ষর'। অপরদিকে 'লম' ধ্বনিটি উচ্চারণে বাগযন্ত্র কোথাও না কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে বলে এ প্রকার অক্ষরকে বলে 'বদ্ধাক্ষর'।

**মাত্রা:** একটি অক্ষর উচ্চারণে যে সময় প্রয়োজন হয়, তাকে মাত্রা বলে। আপাতদৃষ্টিতে অক্ষর ও মাত্রা একই মনে হলেও এদের মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। মূলত, এই মাত্রার ভিন্নতাই বাংলা ছন্দগুলোর ভিত্তি। বাংলা ছন্দে মুক্তাক্ষর সব সময় এক মাত্রায় গণনা করা হলেও, বদ্ধাক্ষর কখনো এক মাত্রা আবার কখনো দুই মাত্রায় গণনা করা হয়।

**যতি:** কোনো বাক্য পড়ার সময় শ্বাসগ্রহণের সুবিধার জন্য নির্দিষ্ট সময় অন্তর অন্তর যে উচ্চারণ বিরতি নেওয়া হয়, তাকে ছন্দ-যতি বা শ্বাস-যতি বলে। যতি মূলত দুই প্রকার- হ্রস্ব যতি ও দীর্ঘ যতি। অল্পক্ষণ বিরতির জন্য সাধারণত বাক্য বা পদের মাঝখানে হ্রস্ব যতি দেওয়া হয়। আর বেশিক্ষণ বিরতির জন্য সাধারণত বাক্য বা পদের শেষে দীর্ঘ যতি ব্যবহৃত হয়।

**পর্ব:** বাক্য বা পদের এক হ্রস্ব যতি হতে আরেক হ্রস্ব যতি পর্যন্ত অংশকে পর্ব বলা হয়। যেমন-

একলা ছিলেম। কুয়োর ধারে। নিমের ছায়া। তলে ।।
কলস নিয়ে। সবাই তখন। পাড়ায় গেছে। চলে।। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)
( ।- হ্রস্ব যতি ও ।।- দীর্ঘ যতি)

এখানে একলা ছিলেম, কুয়োর ধারে, নিমের ছায়া, তলে- প্রতিটিই একেকটি পর্ব। তবে প্রথম তিনটি পর্ব এক রকম হলেও শেষের পর্বটি একটু ভিন্ন; যেন আগেরগুলো অর্ধেক। তাই শেষ পর্বটিকে অপূর্ণ পর্ব ও বাকি তিনটি পূর্ণ পর্ব। এখানে প্রতিটি পূর্ণ পর্বই ৪ মাত্রার ও অপূর্ণ পর্ব ২ মাত্রার।

**শ্বাসাঘাতঃ** প্রায়ই বাংলা কবিতা পাঠ করার সময় পর্বের প্রথম অক্ষরের উপর একটা আলাদা জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত জোর দিয়ে পাঠ করা বা আবৃত্তি করাকেই বলা হয় শ্বাসাঘাত বা প্রস্বর। যেমন-

আমরা আছি। হাজার বছর। ঘুমের ঘোরের। গাঁয়ে ।।
আমরা ভেসে। বেড়াই স্রোতের। শেওলা ঘেরা। নায়ে।। (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এখানে প্রতিটি পর্বের প্রথম অক্ষরই একটু ঝোঁক দিয়ে, জোর দিয়ে পড়তে হয়। এই অতিরিক্ত ঝোঁক বা জোরকেই শ্বাসাঘাত বলে।

| অধিবেশন: ২১ | ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, প্রদর্শন, উপস্থাপন, সিমুলেশন।

**উপকরণ:** বাংলা বই (প্রথম ও চতুর্থ শ্রেণি), কেইস স্টাডি ১ ও ২, পাঠ পর্যালোচনা ছক, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড।

| অংশ-ক | ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই অধিবেশনের বিষয়ে আলোকপাত করুন।

২. বলুন যে, এই অধিবেশনে আমরা প্রাথমিক স্তরের ছড়া ও কবিতার কার্যকর শিখন-শেখানো কৌশল সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা বিনিময় করব।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪টি দলে ভাগ হতে বলুন। দুটি দলকে **কেস–১** এবং আর দুটি দলকে **কেস–২** বিতরণ করুন। দলগতভাবে কেইস পর্যালোচনা করে ছড়া কবিতা পাঠদানে ব্যবহৃত কৌশলগুলো শনাক্ত করতে বলুন। প্রত্যেক দলের একজন সদস্যকে দলগত আলোচনা থেকে প্রাপ্ত তথ্য নোটবুকে লিখতে বলুন।

**কেস –১**

ফুলজোর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক ঝুমুর চৌধুরী। ভালো শিক্ষক হিসাবে তাঁর সুনাম আছে। একদিন তিনি প্রথম শ্রেণির ছড়া পাঠ দিচ্ছিলেন। তিনি প্রথমে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করলেন। শিশুরাও আনন্দের সঙ্গে জবাব দিল। এরপর শিক্ষক সুন্দর একটি ছবি বোর্ডে টানিয়ে দিয়ে শিশুদের কয়েকটি প্রশ্ন করলেন। শিশুরা প্রশ্নের উত্তর দিল। এভাবে শিক্ষক পাঠের শিরোনাম ঘোষণা করে ছড়ার নাম 'ইতল বিতল' বোর্ডে লিখে দিলেন। শিক্ষক বাংলা পুস্তক খুলে 'ইতল বিতল' ছড়াটি শুদ্ধ উচ্চারণে কয়েকবার পড়ে শোনালেন। তারপর সবাইকে নিয়ে ছন্দের তালে তালে হাততালি দিয়ে সমবেতভাবে পড়লেন। শিশুদের ছোটো দলে ভাগ করে পড়তে বললেন। শিশুরা পড়ল। এরপর জোড়ায় পড়ালেন। কয়েকজন শিশুকে নাম ধরে সামনে ডেকে ছড়া আবৃত্তি করতে বললেন। শিশুদের জন্য উৎসাহমূলক কথা বললেন। সবাই খুশি হলো। ছড়ার শব্দের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলা অনুশীলন করালেন। শিশুদের নিকট থেকে পুস্তকের বাইরের ২/১টি ছড়া শুনলেন। সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণিপাঠ শেষ করলেন।

**কেস – ২**

বাবলাপাড়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক জনাব নাফিজা পারভীন একজন সহকারী শিক্ষক। তিনি একদিন চতুর্থ শ্রেণির বাংলা পুস্তকের যতীন্দ্রমোহন বাগচী রচিত 'কাজলা দিদি' কবিতার পাঠ উপস্থাপন করছিলেন। তিনি শিশুদের ২/১টি প্রশ্ন করে পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দিলেন। একবার নিজে কবিতাটি আবৃত্তি করলেন। তারপর শিশুদের আবৃত্তি শুনলেন। শব্দ দিয়ে বাক্য তৈরি করতে দিলেন। শিশুরা বাক্য তৈরি করল। তিনি কাজগুলো দেখলেন না। কবিতার বিষয়বস্তুর ওপর কয়েকটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করলেন। তারপর বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ করতে দিলেন। কাজ শেষ হয়ে গেলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শ্রেণি পাঠ সমাপ্ত করলেন।

৪. একই কেস নিয়ে কাজ করা দুটি দলকে একসঙ্গে বসার ব্যবস্থা করুন। নোটবুকে লিখিত ছড়া ও কবিতা পাঠদানের কৌশলগুলো পর্যালোচনা করতে বলুন। এখন নতুনভাবে তৈরি হওয়া দুটি দলকে পোস্টার পেপার, মার্কার দিন। তথ্যের পুনরাবৃত্তি না করে নোটবুকে লেখা কৌশলগুলো পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন।

৫. দলগত কাজ উপস্থাপন করার ব্যবস্থা নিন এবং পাঠ উপস্থাপনে যদি আরও কোনো কৌশল গ্রহণ করা প্রয়োজন মনে হয় তাও পোস্টার পেপারে লিপিবদ্ধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করুন। সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত চার্টটি প্রদর্শন করে অধিবেশনে প্রস্তুতকৃত ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশলের সঙ্গে মিলিয়ে নিতে সহায়তা করুন।

৬. সিমুলেশনের মাধ্যমে প্রথমে ছড়া এবং পরে কবিতা শিখন শেখানো কৌশল অনুসরণ করে পাঠ উপস্থাপন করুন। পুরো পাঠের পরিবর্তে বর্ণিত ধাপসমূহে করণীয় উপস্থাপন করুন এবং সিমুলেশন শেষে প্রশ্নোত্তরে ব্যাখ্যা প্রদান করুন।

| অংশ-খ | ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল প্রয়োগ | সময়: ১ ঘণ্টা |
|---|---|---|

**১.** প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের ৪ দলে বসতে বলুন। বলুন, এখন ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানোর ওপর পাঠ অনুশীলন করতে হবে। দলে নিম্নরূপ কাজ নির্ধারণ করে দিন।

| দল | শ্রেণি | | বিষয় ও পরিসর |
|---|---|---|---|
| ১ | প্রথম | ছড়া | নির্ধারিত ছড়া |
| ২ | | ছড়া | নির্ধারিত ছড়া |
| ৩ | চতুর্থ | কবিতা | নির্ধারিত কবিতা |
| ৪ | | কবিতা | নির্ধারিত কবিতা |

২. প্রত্যেক দলে পাঠ্যবই ও শিক্ষক সহায়িকা বিতরণ করুন। শিখন শেখানো অনুশীলনের জন্য দলের একজনের খাতায় অথবা একটি কাগজে পাঠ-পরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

৩. ছড়ার দল থেকে একজনকে পাঠ উপস্থাপনে আহ্বান জনান। বলুন, 'পুরো পাঠ উপস্থাপনের পরিবর্তে শুধু শিখন শেখানোর ধাপগুলো অনুসরণ করে দেখাতে বলুন।

৪. পাঠ উপস্থাপন শেষে সবাইকে ছড়া পাঠ উপস্থাপনের কৌশলের আলোকে পর্যালোচনা করতে উৎসাহিত করুন। প্রয়োজনে নিজে পাঠের কোনো নির্দিষ্ট অংশের সিমুলেশন করে দেখান।

৫. কবিতা পাঠ উপস্থাপনের ক্ষেত্রে একই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বলুন।

৬. সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে অধিবেশন শেষ করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. ছড়া/কবিতা শেখানোর ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা জানতে চাওয়া হয় কেন?

খ. ছড়া/কবিতা আবৃত্তির ক্ষেত্রে ছবি বিশ্লেষণ কী ভূমিকা রাখে?

| সহায়ক তথ্য: ২১ | অধিবেশন-২১: ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

| অংশ-ক | ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

**ছড়া ও কবিতা শিখন-শেখানো কৌশল**

| ছড়া | কবিতা |
|---|---|
| ▪ ছড়া-সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞতা/ঘটনা আছে কিনা তা জানতে চাওয়া<br>▪ সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা<br>▪ ছবি বিশ্লেষণ<br>▪ ছড়াটি কয়েকবার আবৃত্তি করা<br>▪ শিক্ষার্থীদের সঙ্গে নিয়ে আবৃত্তি করানো: সমবেতভাবে, দলে, জোড়ায় ও এককভাবে ছড়াটি আবৃত্তির অনুশীলন করানো<br>▪ ছন্দ মিলিয়ে শব্দ বলতে দেওয়া<br>▪ ছড়া-সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন করা<br>▪ শিক্ষার্থীদের জানা ছড়া বলতে উৎসাহ প্রদান করা<br>▪ ইচ্ছেমতো ছবি আঁকার অনুশীলন। | ▪ অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রশ্ন করা<br>▪ ছবি বিশ্লেষণ<br>▪ কবিতার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বলা<br>▪ আবৃত্তি করা, আবৃত্তিকালে শব্দের উচ্চারণ অনুশীলন, অর্থ বলে দেওয়া<br>▪ আবৃত্তির অনুশীলন করানো<br>▪ পাঠের শব্দ ধরে কবিতা পড়তে সহায়তা করা<br>▪ কবিতা-সংশ্লিষ্ট শ্রেণিভিত্তিক ভাষিক কাজের অনুশীলন করানো |

| অধিবেশন: ২২ | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুসারে পাঠ অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্লেনারি আলোচনা, উপস্থাপন, সিমুলেশন ।

**উপকরণ:** বাংলা বই (প্রথম-পঞ্চম শ্রেণি), তথ্যপত্র।

| অংশ-ক | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল | সময়: ২৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. সবাইকে স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন শুরু করুন, প্রাথমিক স্তরে গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠ শিখন শেখানো কৌশল বিষয়ে কয়েকজন অংশগ্রহণকারীর অভিজ্ঞতা শুনুন। অভিজ্ঞতার আলোকে গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠ শিখন-শেখানোর কৌশল পর্যালোচনা করুন। **সহায়ক তথ্যপত্র** পাওয়ার পয়েন্টতে উপস্থাপনার মাধ্যমে গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনার বিষয় শিখন শেখানোর পদ্ধতি ও কৌশল সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা দিন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ছয়টি দলে ভাগ করুন। প্রতি দলকে ছক অনুযায়ী নির্ধারিত পাঠ বিতরণ করুন। প্রত্যেক দলকে সংশ্লিষ্ট **সহায়ক তথ্যপত্র** প্রদান করুন।

| অংশ-খ | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী পাঠের কার্যকর শিখন শেখানো কৌশল নির্ধারণ ও অনুশীলন | সময়: ৫৫ মিনিট |
|---|---|---|

| দল | পাঠের ধরন | নির্ধারিত পাঠ | শ্রেণি |
|---|---|---|---|
| দল-১ ও দল-৩ | গল্প | নির্ধারিত পাঠ | তৃতীয় শ্রেণি |
| দল-২ ও দল-৪ | প্রবন্ধ | নির্ধারিত পাঠ | চতুর্থ শ্রেণি |
| দল-৫ ও দল-৬ | কথোপকথন | নির্ধারিত পাঠ | প্রথম শ্রেণি |

**দলগত কাজের জন্য নির্দেশনা**

- উপস্থাপিত শিখন শেখানো কৌশলের নিরিখে একটি আদর্শ/কার্যকর পাঠ উপস্থাপন কৌশল সম্পর্কে দলে আলোচনা করতে বলুন।
- আলোচনার ভিত্তিতে পাঠটি উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে বলুন।
- প্রতি দলকে **সহায়ক তথ্য** অংশ থেকে পাঠ পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট প্রদান করুন। বলুন, পাঠ চলাকালীন অন্যান্য দলের সদস্যগণ শিক্ষার্থী হিসেবে অংশগ্রহণ করবেন। উপস্থাপন চলাকালীন সময়ে অন্যান্য দলের নির্দিষ্ট সদস্যকে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট পূরণ করতে হবে।

১. প্রত্যেক দলকে তাদের নির্ধারিত পাঠ সংশ্লিষ্ট উপকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় (মার্কার, পোস্টার পেপারসহ অন্যান্য জিনিস) সরবরাহ করুন। প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সহায়তা প্রদান করুন।

২. প্রত্যেক দলকে তাদের পরিকল্পিত পাঠ উপস্থাপনের জন্য (একই ধরনের পাঠের ক্ষেত্রে একজন উপস্থাপনকারী) আহ্বান করুন। পাঠ উপস্থাপনার উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্রগুলো বর্ণনা করতে বলুন। পূর্ণ পাঠ উপস্থাপনের প্রয়োজন নেই।

৩. উপস্থাপন শেষে পর্যবেক্ষণ চেকলিস্টের আলোকে উপস্থাপিত পাঠ সম্পর্কে অন্যান্য দল থেকে জানতে চান। সকলের আলোচনার মাধ্যমে গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথন শিখন শেখানো কৌশলের একটি সাধারণ কাঠামো ঠিক করে নিন। পোস্টারে ধাপগুলো লিখে দেয়ালে সেঁটে দিতে বলুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. গল্প ও প্রবন্ধ শিখন শেখানো কার্যক্রমে পড়ার আগে কোন বিষয়গুলো অনুসরণ করতে হয়?

খ. পড়ার সময় প্রমিত উচ্চারণের প্রয়োজন হয় কেন ?

| সহায়ক তথ্য: ২২ | অধিবেশন-২২: গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

| অংশ-ক | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল |
|---|---|

**পাঠপরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা**

| পর্যায় | শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ |
|---|---|
| প্রথম পর্যায় | প্রাসঙ্গিক আলোচনা, প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা, পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি। |
| দ্বিতীয় পর্যায় | পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা। |
| তৃতীয় পর্যায় | শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা। |

**১. গল্প ও প্রবন্ধ শিখন শেখানো কার্যক্রম পরিচালনার কৌশল**

**পড়ার আগে**

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লেখা।

**পড়ার সময়**

- প্রমিত উচ্চারণে পাঠটি ২/৩ বার সরবে পড়া ও শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করতে বলা,
- সংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করে দেখানো। নির্ধারিত অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা,
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে পড়ার কাজ করানো। যেমন পাঠের সঙ্গে মিল রেখে/পাঠের সূত্র ধরে প্রয়োজনে প্রশ্ন করতে পারেন- এরপর কী হবে? এ অবস্থায় তুমি হলে কী করতে? পাঠ্যাংশে প্রতিটি ধাপে যাচাই করে করে সামনে এগিয়ে যেতে ও পাঠের সঙ্গে মিল রেখে উচ্চতর চিন্তা করার উপযোগী প্রশ্ন (বিশ্লেষণাত্মক, সংশ্লেষণাত্মক ও প্রায়োগিক প্রশ্ন) করা যেতে পারে। যেমন- কেন এটা/এসব হলো? বা কীভাবে হলো?
- শিক্ষার্থীদের পড়ার অনুশীলন করানো।

**পড়ার পরে**

- শিক্ষক ভাষিক কাজ নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো ও পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে বলা।

**২. কথোপকথনধর্মী পাঠের শিখন-শেখানো কৌশল**

**পড়ার আগে**

- পূর্বজ্ঞান যাচাই করা
- প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করা
- ছবি বিশ্লেষণ করানো
- পাঠের শিরোনাম বোর্ডে লিখে দেওয়া।

**পড়ার সময়**

- প্রমিত উচ্চারণে স্বরভঙ্গির ওঠানামা বজায় রেখে পড়ে শোনানো;
- শব্দে আঙুল নির্দেশ করে পড়া অনুসরণ করানো;
- পাঠের বিষয়বস্তু বোঝার জন্য ২/৩ বার পড়া;
- পাঠসংশ্লিষ্ট নতুন শব্দ/যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ করানো এবং পাঠের অংশের সহজ বর্ণনা বা ব্যাখ্যা করা;
- প্রশ্ন করার মাধ্যমে গল্প পড়ার কাজ করানো;
- প্রাসঙ্গিক কথোপকথন প্রেক্ষাপট তৈরি করা;
- শিক্ষার্থীর পড়ার অনুশীলন করানো;

- চরিত্র অনুযায়ী অনুশীলনদল গঠন করা এবং চরিত্র বন্টন করা। প্রত্যেককে চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত অংশটুকু পড়তে বলা। চরিত্র অনুযায়ী নির্ধারিত শিক্ষার্থীদের নিয়ে কথোপকথন উপস্থাপন করতে বলা।

**পড়ার পরে**

- শিক্ষক ভাষিক কাজ (শব্দার্থ, বাক্যে প্রয়োগ, যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণ, বিপরীত শব্দ, শূন্যস্থান পূরণ, মিলকরণ, এককথায় প্রকাশ, প্রশ্নোত্তর অনুশীলন ইত্যাদি) নির্ভর শিখন-অনুশীলনী চর্চা করানো।
- পাঠের সার-সংক্ষেপ করা বা করতে সহায়তা করা।

| | |
|---|---|
| **অংশ-খ** | **গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুসরণ করে পাঠ অনুশীলন** |

**পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক**

**ছক পূরণের নির্দেশাবলি**

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠপরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিক ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

| | | |
|---|---|---|
| পর্যবেক্ষকের নাম: | উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম: | |
| পাঠ উপস্থাপন শুরু: | পাঠ উপস্থাপন শেষ: | |
| পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল | সবল দিক | উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র |
| | | |
| | | |

**সার্বিক মন্তব্য:**

**পর্যবেক্ষণের তারিখ:**

| অধিবেশন: ২৩ | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এই অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** পাঠ প্রদর্শন, আলোচনা, দলগত কাজ ও উপস্থাপন।

**উপকরণ:** পূর্ববর্তী অধিবেশনের সহায়ক তথ্যসমূহ, পাঠ্যপুস্তক (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি)।

| অংশ-ক | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল উপস্থাপন | সময়: ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. পূর্বের দিনের প্রদত্ত কাজ অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীগণের দলে আলোচনা ও পাঠ উপস্থাপনে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ১৫ মিনিট সময় প্রদান করুন।

২. ঘুরে ঘুরে দলগতকাজ পর্যবেক্ষণ করুন।

৩. পাঠ উপস্থানের জন্য লটারির মাধ্যমে উপস্থাপনকারী নির্বাচন করুন। নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীগণের উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করুন। কয়েকজন অংশগ্রহণকারীকে শিক্ষার্থীর ভূমিকায় থাকার জন্য নির্বাচন করুন।

৪. অন্যদের পাঠ পর্যবেক্ষণ করে প্রদত্ত চেকলিস্টে অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

৫. উপস্থাপন শেষে পর্যবেক্ষণকৃত তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত পাঠ বিশ্লেষণ করতে বলুন। অধিকতর কার্যকরভাবে উপস্থাপনের জন্য নিচের গাইডিং প্রশ্নের নিরিখে সম্ভাব্য দিকসমূহ পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করুন।

- উপস্থাপিত পাঠে প্রত্যাশিত শিখন-শেখানো কৌশল কতটা প্রতিফলিত হয়েছে?
- উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?
- উপকরণ ব্যবহারের প্রক্রিয়া কী ছিল? প্রক্রিয়াটি কতটা কার্যকর হয়েছে?
- পাঠ অংশগ্রহণমূলক করার ক্ষেত্রে উপকরণকে কীভাবে ব্যবহার করা হয়েছে?
- শিক্ষর্থীর শিখন মূল্যায়ন করা হয়েছে কীভাবে? বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা, শিখন ধরন ইত্যাদি কীভাবে শিখন শেখানো কৌশলে প্রতিফলিত হয়েছে?
- পাঠটি কার্যকরভাবে উপস্থাপনে কোন কোন ক্ষেত্রে উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে?

৬. প্রতি দল থেকে লটারির মাধ্যমে নির্বাচিত একজন করে সদস্যকে পাঠ উপস্থানের জন্য আহ্বান করুন। এক ধরনের পাঠ যেমন 'গল্প' উপস্থাপন ও পর্যালোচনার পর পরবর্তী দল হিসেবে অন্য ধরনের পাঠ যেমন 'প্রবন্ধ' বা 'কথোপকথন' উপস্থাপনের জন্য দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নির্বাচন করুন।

৭. পাঠ উপস্থাপনের জন্য প্রতিদল থেকে একজন বা প্রতি ধরনের পাঠ (গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) থেকে একজন/দুইজন করে পাঠ উপস্থাপন করতে বলুন। অংশগ্রহণকারীদের নিজেদের সক্ষমতা উন্নয়নে কীভাবে কাজে লাগাবে, সে সম্পর্কে আলোচনা করুন।

| অংশ-খ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন শেখানো কৌশল উপস্থাপনের ধাপগুলো বলুন।

| সহায়ক তথ্য: ২৩ | অধিবেশন-২৩: গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন- শেখানো কৌশল অনুশীলন |
|---|---|

| অংশ-ক | গল্প, প্রবন্ধ ও কথোপকথনধর্মী রচনা শিখন-শেখানো কৌশল উপস্থাপন করা |
|---|---|

**পাঠপরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা**

| পর্যায় | শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ |
|---|---|
| **প্রথম পর্যায়** | প্রাসঙ্গিক আলোচনা, প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা, পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি। |
| **দ্বিতীয় পর্যায়** | পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা। |
| **তৃতীয় পর্যায়** | শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা। |

**পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক**

**ছক পূরণের নির্দেশাবলি**

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠ পরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিক ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

| পর্যবেক্ষকের নাম: | | উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম: |
|---|---|---|
| পাঠ উপস্থাপন শুরু: | | পাঠ উপস্থাপন শেষ: |
| পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল | সবল দিক | উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র |
| | | |
| | | |

**সার্বিক মন্তব্য:**

**পর্যবেক্ষণের তারিখ:**

| অধিবেশন: ২৪ | লেখা শেখা ও লিখন অনুশীলন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রাক-লিখনের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

খ. লেখা শেখার ধাপগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

গ. লেখা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** আলোচনা, প্রশ্নোত্তর।

**উপকরণ:** সাদা কাগজ, পাঠ্যবই (প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি), ভিপকার্ড, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড, পোস্টার পেপার, পর্যবেক্ষণ ছক।

| অংশ-ক | প্রাক-লিখনের গুরুত্ব | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. ছবি পড়া ও ছবির পাঠের সঙ্গে আঁকার সম্পর্ক আলোচনা করে অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেককে ১টি কাগজে বাম হাতে (বা যে হাতে তারা লেখেন তার অপর হাতে) একটি আম/আপেলের ছবি আঁকতে বলুন। আম/আপেল আঁকা শেষ হলে, একই হাত ব্যবহার করে ছবির নিচে তার নামটি লিখতে বলুন।

২. ছবি আঁকা ও নাম লেখার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন।

৩. এবার নিম্নের প্রশ্নগুলোর আলোকে তাদের লেখার অভিজ্ঞতা আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা শেষে মূল পয়েন্টগুলি থেকে সার-সংক্ষেপ করুন।

৪. বাম হাতে (বা যে হাতে লেখেন তার অপর হাতে) লিখতে তাদের কেমন লেগেছে? কেন? সম্ভাব্য উত্তর: কঠিন, অপ্রস্তুত, অনভ্যস্ত। কারণ অপর হাতে লেখার অভ্যাস/চর্চা নাই।

৫. ছবি আঁকা ও নাম লেখা - কোনটি সহজ? কেন? সম্ভাব্য উত্তর: ছবি আঁকা সহজ কারণ এতে যেকোনো ভাবে হাত ঘুরিয়ে আঁকা যায়। নাম লেখার জন্য নির্দিষ্ট বর্ণ লিখতে হয়।

৬. এবার আলোচনার মূল পয়েন্টগুলি থেকে সার-সংক্ষেপ করুন। নমুনা সার-সংক্ষেপ নিম্নে দেওয়া হলো:

> খাতা-কলমে ইচ্ছেমতো আঁচড় কাটা বা আঁকাআঁকি করা শিশুকে ধাপে ধাপে বর্ণ, শব্দ ও বাক্য লেখা শেখার জন্য প্রস্তুত করে।

৭. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, পাঠ্যবইয়ে কী কী ধরনের আঁকাআঁকি চর্চার সুযোগ রয়েছে? সম্ভাব্য উত্তর: দাগ টানা, ছবি আঁকা, ছবি রং করা, ডট মিলিয়ে দাগ টানা, বিভিন্ন আকৃতি বা নকশা আঁকা (নির্দেশিত আঁকা) ইত্যাদি।

৮. প্রশিক্ষণার্থীদের পাঁচজনের দলে ভাগ করে নিম্নের ছকের বিবৃতিগুলো আলাদা করে কেটে প্রত্যেক দলকে এক সেট করে বিতরণ করুন।

| | |
|---|---|
| ▪ আঁচড় কাটা | ▪ ছবি রং করা |
| ▪ ডট মিলিয়ে দাগ টানা | ▪ বর্ণাংশ লেখা |
| ▪ বিভিন্ন আকৃতি আঁকা | ▪ বিভিন্ন দাগ টানা |
| ▪ সুনির্দিষ্ট ছবি আঁকা | ▪ যেমন খুশি ছবি আঁকা |
| ▪ বর্ণ লেখা | ▪ নকশা আঁকা |

৯. দলগত আলোচনা করে কার্ডগুলোকে শিক্ষার্থীর লেখা শিখনে সহজ থেকে কঠিন ক্রমে সাজাতে বলুন এবং একটি পোস্টার পেপারে আঠা দিয়ে ক্রমানুসারে লাগাতে বলুন। প্রত্যেক দলে প্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করুন।

১০. দলগত কাজ মার্কেট-প্লেসে উপস্থাপন করতে বলুন। প্রতি দলকে তাদের যুক্তি উপস্থাপনের সুযোগ দিন। উপস্থাপন শেষে কাজের সার-সংক্ষেপ করুন।

| অংশ-খ | লেখা শেখার ধাপ | সময়: ১৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. বলুন যে, এখন লেখা শেখার ধাপগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন, লেখা শেখা প্রয়োজন কেন? বড় দলে আলোচনা করে মূল পয়েন্টগুলো থেকে সার-সংক্ষেপ করুন।

লেখা ভাষাকে স্থায়ী রূপ দেয় এবং নির্ভুলভাবে মনের ভাব অন্যের কাছে পৌঁছে দেয়। লেখা শিক্ষার্থীকে কল্পনাপ্রবণ ও সৃজনশীল হতে সহায়তা করে এবং লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত চিন্তার বিকাশ ঘটে। লেখার মাধ্যমে সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য প্রভৃতি ধরে রাখা যায় এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়। লেখা ভাষার ব্যবহারে মনোযোগ আকর্ষণ করে এবং ভাষার ব্যবহারকে সুশৃঙ্খল করে।

৩. এবার প্রশিক্ষণার্থীদের জিজ্ঞেস করুন, লেখা শেখার ধাপ বা পর্যায়গুলো কী? পরস্পর আলোচনা করতে বলুন। আলোচনা শেষে মূল পয়েন্টগুলো থেকে সার-সংক্ষেপ করুন। সম্ভাব্য উত্তর: লিখতে হলে বর্ণ বা চিহ্ন জানতে হয়, শব্দ লিখতে সঠিক চিহ্নগুলো জোড়া দিতে হয়।

৪. দলে আলোচনা করে মূল পয়েন্টগুলো থেকে নিচের তথ্যের আলোকে সার-সংক্ষেপ করুন।

শিশুর লেখার দক্ষতা ধারাবাহিকভাবে বিকশিত হয়। প্রথমে সে বর্ণ লেখার কলাকৌশল আয়ত্ত করে। এরপর সে কয়েকটি বর্ণ জুড়ে শব্দ লেখা এবং শব্দ মিলিয়ে বাক্য লেখা শেখে। সবশেষে একটি বিষয়ের ওপর কতকগুলো বাক্য দিয়ে অনুচ্ছেদ লেখা শেখে।

লেখার দক্ষতার বিকাশের পর্যায় বা ধাপগুলো হলো –

- বর্ণ বা চিহ্ন লেখার কলাকৌশল শেখা (Mechanics of Writing)
- বর্ণ জুড়ে শব্দ লেখা (Joining Letters)
- শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা (Making Sentences)
- বাক্য মিলিয়ে অনুচ্ছেদ লেখা (Writing Paragraph)

৫. কোনো প্রশ্ন থাকলে তা আলোচনার মাধ্যমে ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-গ | লেখা শেখানোর কৌশলগুলো অনুশীলন | সময়: ৪৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানান। বলুন যে, এ পর্যায়ে লেখা দক্ষতা অর্জন করানোর বিভিন্ন কাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের পূর্বের ৪ দলে ভাগ হয়ে নিম্নের নির্বাচিত লেখার কাজের অনুশীলনে উল্লিখিত ধাপ অনুসরণ করে সিমুলেশনের আঙ্গিকে উপস্থাপন করতে বলুন।

ক. বর্ণ লেখা/কার-চিহ্ন লেখা/যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা

খ. শ্রুতলিপি (শব্দ, বাক্য)

গ. ছবি দেখে বা ধারাবাহিকভাবে সাজানো ছবি দেখে বাক্য লেখা

ঘ. অনুচ্ছেদ বা রচনা লেখা।

৩. দলগত কাজের উপস্থাপন শেষে বিভিন্ন ধরনের লেখার কাজ শেখানোর কৌশলের সার-সংক্ষেপ করুন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

ক. ছবি আঁকা বর্ণ লেখার চেয়ে কেন সহজ?

খ. লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সুপ্ত চিন্তার বিকাশ কীভাবে ঘটে?

গ. লেখা শেখার কৌশলগুলোকে কয় ভাগে ভাগ করা যায়?

| সহায়ক তথ্য: ২৪ | অধিবেশন-২৪: লেখা শেখা ও লিখন অনুশীলন |
|---|---|

| অংশ-ক | লেখা শেখার ধাপ |
|---|---|

**লেখা শেখার পর্যায়**

ক. বর্ণ লেখা
খ. শব্দ লেখা
গ. বাক্য লেখা
ঘ. অনুচ্ছেদ লেখা

**লেখা শেখার প্রতিটি পর্যায়ে করণীয়**

| ক্রমিক | লেখার শেখার পর্যায় | শিক্ষক কী শেখাবেন | কীভাবে শিখন যাচাই করবেন |
|---|---|---|---|
| ১ | বর্ণ লেখা | আকার, প্রবাহ, মাত্রা ঠিক রেখে বর্ণ লিখতে দেওয়া | শ্রুতলিপি (বর্ণ), আগের বা পরের বর্ণ লিখতে দিয়ে |
| ২ | শব্দ লেখা | শব্দ মধ্যস্থিত সকল বর্ণের সমশির, সমপদ, দূরত্ব ঠিক রেখে শব্দ লিখতে দেওয়া | শ্রুতলিপি (শব্দ), ছবি দেখে শব্দ লিখতে দিয়ে |
| ৩ | বাক্য লেখা | বাক্য মধ্যস্থিত সকল শব্দে দূরত্ব ঠিক রেখে এবং সঠিক যতিচিহ্ন ব্যবহার করে বাক্য লিখতে দেওয়া | শ্রুতলিপি (বাক্য), ছবি দেখে বাক্য লেখা, শব্দ দিয়ে বাক্য লিখতে দিয়ে |
| ৪ | অনুচ্ছেদ লেখা | ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দেওয়া | ছবি দেখে বা নির্ধারিত বিষয়ের ওপর অনুচ্ছেদ লিখতে দিয়ে |

| অংশ-খ | লেখা শেখানোর কৌশল অনুশীলন |
|---|---|

**লেখা দক্ষতা অনুশীলন কৌশল**

**১. নিয়ন্ত্রিত লেখা:** নিয়ন্ত্রিত লিখনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর সম্পূর্ণ লেখাটি নিয়ন্ত্রণ করা হয়। যেমন–একটি শব্দ বা বাক্য লিখতে দিয়ে তা অনুশীলন করানো, কতগুলো নির্দিষ্ট শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করতে দেওয়া, কতগুলো সুনির্দিষ্ট তথ্য জানার জন্য কতগুলো প্রশ্নোত্তর লিখতে দেওয়া, এলোমেলো শব্দ/বাক্য সাজিয়ে লিখতে দেওয়া, হাতের লেখা ইত্যাদি। এটা বর্ণের গঠন, শব্দ ও বাক্যের কাঠামো ও বানানের শুদ্ধতা আনয়নে সহায়তা করে।

**শিক্ষকের করণীয়:** শিক্ষার্থীদের বর্ণ শেখা হলে তারা শব্দ ও সহজ বাক্য লিখতে শেখে। প্রথম দিকে নিয়ন্ত্রিত অনুশীলনের জন্য প্রতিলিপিকরণ (দেখে দেখে লেখা বা অনুকরণ করে লেখা) একটি ভালো কৌশল। কেননা শিশুরা অনুকরণপ্রবণ। শ্রুতলিপিও একটি কৌশল তবে এক্ষেত্রে সঠিক উচ্চারণের ওপর দৃষ্টি রাখতে হবে এবং শব্দ লিখতে গিয়ে শব্দের মাঝখানে ফাঁক দিচ্ছে কিনা তা দেখতে হবে।

**২. নির্দেশিত লেখা:** এরূপ লিখনে শিক্ষার্থীকে কিছু সূত্র দিয়ে দেওয়া হয়, যেন সূত্র ধরে কিছু লিখতে পারে। যেমন–বাক্য সম্পূর্ণ করা, ছবি দেখে বর্ণনা করা, নির্দিষ্ট বাক্য কাঠামো ব্যবহার করে অনেকগুলো বাক্য তৈরি করা, কোনো প্রশ্ন ঘুরিয়ে করা ইত্যাদি। এরূপ লিখনের সাহায্যে সাধারণত কিছু তথ্য সরবরাহ করা হয়। কিছু নির্দেশনা দেওয়া হয় বিধায় এরূপ লিখনকে নির্দেশিত লিখন বলে।

**শিক্ষকের করণীয়:** শব্দজট থেকে শব্দ তৈরির ক্ষেত্রে বর্ণগুলোকে এলোমেলো করে দেওয়া হয়। শিক্ষার্থীদের সেটিকে সাজিয়ে লিখতে বলতে হবে। শিক্ষক ছাত্রছাত্রীদের বর্ণ বা শব্দ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করতে দিতে পারেন। একইভাবে বাক্যস্থিত শব্দের স্থান ফাঁকা রেখে বাক্য সম্পূর্ণ করতে দেওয়া যায়। আবার বাক্যস্থিত শব্দগুলোকে এলোমেলো করে উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সঠিকভাবে সাজিয়ে বাক্য তৈরি করতে বলা যায়।

**৩. মুক্ত লেখা-** কোনো একটি বিষয় বা বস্তুর ওপর শিক্ষার্থী নিজের মতো করে মনের ভাব গুছিয়ে লিখবে। শিক্ষক শুধু লেখার সূত্র ধরিয়ে দেবেন (কোন বিষয়ের ওপর লেখা)। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও সৃজনশীলতা বিকাশ লাভ করে। অনুচ্ছেদ লিখন, চিঠি লিখন, গল্প লিখন, রচনা লিখন, কোনো কিছুর বর্ণনা, ব্যাখ্যাকরণ, তুলনাকরণ, বিশ্লেষণ ইত্যাদি এরূপ লেখার উদাহরণ।

**শিক্ষকের করণীয়:** বাংলা পাঠ্যপুস্তকের কোনো জায়গা থেকে একটি ছবি দেখিয়ে ছবিতে কী প্রকাশ করছে সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের শব্দ বা বাক্য লিখতে বলা যায়। ফ্লো-চার্ট ব্যবহার করে ধারাবাহিক ঘটনা সম্পর্কে শিশুদের অভিজ্ঞতা লিখে প্রকাশ করতে দেওয়া যায়। সুসংগঠিত লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয় যেমন- কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা, শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা, খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা, লেখার ওপর ফলাবর্তন দেওয়া (বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি); পুনরায় লেখা। শিশুর লেখার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য ধারাবাহিক অনুশীলন প্রয়োজন।

**প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যবইয়ে লেখার কাজের ধরন**

| | |
|---|---|
| • বর্ণ লেখা<br>• দাগ টেনে ছবি শব্দ মেলানো<br>• ছবি দেখে শব্দ লেখা<br>• কার-চিহ্ন লেখা<br>• শূন্যস্থান পূরণ (শব্দ তৈরি)<br>• শব্দজট<br>• শূন্যস্থান পূরণ (বাক্য তৈরি)<br>• যুক্তবর্ণ লেখা<br>• যুক্তবর্ণ ভেঙে লেখা<br>• শ্রুতলিপি (শব্দ)<br>• শ্রুতলিপি (বাক্য) | • ছবি দেখে বাক্য লেখা<br>• ধারাবাহিক ছবি দেখে বাক্য লেখা<br>• শব্দ দিয়ে বাক্য লেখা<br>• বাক্যাংশ মিলিয়ে লেখা<br>• শূন্যস্থান পূরণ (অনুচ্ছেদ)<br>• বিরামচিহ্ন বসিয়ে লেখা<br>• প্রশ্নোত্তর লেখা<br>• ছকের কাজ/ছক পূরণ<br>• ছড়া/কবিতা লেখা<br>• বাক্য লেখা (বিষয়ভিত্তিক)<br>• অনুচ্ছেদ লেখা (বিষয়ভিত্তিক)<br>• রচনা লেখা (একাধিক অনুচ্ছেদ বিশিষ্ট) |

| অধিবেশন: ২৫ | সৃজনশীল লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখা |
|---|---|

**শিখনফল:**

অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. সৃজনশীল লেখার নিয়ম বর্ণনা করতে পারবেন;

খ. অনুচ্ছেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে পারবেন;

গ. অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, প্লেনারি-আলোচনা, উপস্থাপন, কর্মপত্র পূরণ।

**উপকরণ:** অধিবেশন পরিকল্পনা, অধিবেশন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী।

| অংশ-ক | সৃজনশীল লেখার নিয়ম | সময়: ১৫ মিনিট |
|---|---|---|

**সহায়কের করণীয়**

১. প্রশিক্ষণার্থীগণের সঙ্গে কুশল বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি করুন,
২. সৃজনশীল লেখা সম্পর্কে পূর্বজ্ঞান যাচাইয়ের জন্য প্রশিক্ষণার্থীগণের উদ্দেশে প্রশ্ন করুন, সৃজনশীল লেখা বলতে কী বুঝায়?
৩. কয়েকজনের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর শুনুন এবং সহায়ক তথ্যপত্রের আলোকে ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-খ | অনুচ্ছেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করা | সময়: ৩০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীগণের নিকট থেকে অনুচ্ছেদের মূলশব্দ পাশাপাশি সহায়ক শব্দের ধারণা শুনুন এবং নিজে ফলাবর্তন প্রদান করুন।
২. এরপর পাঁচটি দলে ভাগ করে পঞ্চম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক দিন। যে-কোনো একটি গল্পের একটি অনুচ্ছেদ পড়তে বলুন।
৩. অনুচ্ছেদটির মূল শব্দ বের করে অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে বলুন। দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে তা লিখতে বলুন।
৪. দলীয় কাজ শেষ হলে প্লেনারিতে তা উপস্থাপন করতে বলুন।

| অংশ-গ | অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল প্রয়োগ করা | সময়: ৩৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, অনুচ্ছেদ লেখার কৌশল সম্পর্কে আপনারা কী জানেন?
২. এবার কৌশল প্রয়োগ করে অনুচ্ছেদ লেখার অনুশীলন সম্পর্কে নির্দেশনা প্রদান করুন।
৩. শিক্ষার্থীদের পাঁচটি দলে ভাগ করুন। আপনি বোর্ডে মিনি, শিকার, রং, খাদ্য, উপকারিতা, দুধ, মাছ, ইঁদুর ইত্যাদি শব্দগুলো লিখে দিন। দলে আলোচনা করে বিড়াল সম্পর্কে অনুচ্ছেদ লিখতে বলুন।
৪. এবার পূর্ব থেকে প্রস্তুত পাঠ্যবইয়ের যে-কোনো একটি গল্পের অনুচ্ছেদ শূন্যস্থানসহ পোস্টার পেপারে লিখে টানিয়ে দিন।
৫. যথাযথ শব্দ বসিয়ে শিক্ষার্থীদের শূন্যস্থান পূরণ করে অনুচ্ছেদ লিখতে বলুন।
৬. অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে আলোচনা করতে বলুন। সকলকে ধন্যবাদ দিন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. সৃজনশীল লেখা বলতে কী বোঝেন?

| সহায়ক তথ্য: ২৫ | অধিবেশন-২৫: সৃজনশীল লেখা ও অনুচ্ছেদ লেখা |
|---|---|

| অংশ-ক | সৃজনশীল লেখার নিয়ম |
|---|---|

**সৃজনশীল লেখা**

'সৃজনশীল লেখা' হলো কারো সহায়তা ছাড়াই একজন শিক্ষার্থীর চিন্তাভাবনার লিখিত রূপ, শিক্ষার্থী যা তার জানা আর কল্পনা থেকে স্বাভাবিকভাবে প্রকাশ করে। এই মনোময় প্রকাশের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী সৃজনশীল হয়ে ওঠে। এভাবে শিক্ষার্থী চিন্তা ও চিত্ত প্রকাশে ধীরে ধীরে স্বনির্ভর লেখক হয়ে ওঠে। শ্রেণি শিখনে সৃজনশীল লেখনের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। এ বিষয়ে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করে তোলার কৌশল শিক্ষককে জানতে হবে।

**সৃজনশীল লেখার নিয়ম**

- সৃজনশীল লেখা হলো কারো সহায়তা ছাড়াই লেখা
- এখানে নিজস্ব চিন্তার প্রকাশ ঘটাতে হয়
- বাক্যবিন্যাসেও থাকে নিজস্ব চিন্তার ফসল
- নিজের কল্পনাশক্তির সুষ্ঠু প্রতিফলন ঘটাতে হয়
- কোনো কিছুকে নিজের মনের মাধুরী মিশিয়ে প্রকাশ করতে হয়
- সৃজনশীল লেখার জন্য নিজের অভিজ্ঞতার সমৃদ্ধি প্রয়োজন
- প্রচুর পঠন অনুশীলনের মাধ্যমে জ্ঞানভাণ্ডার বৃদ্ধি করা প্রয়োজন
- লেখার প্রতিটি স্তরে থাকবে নিজের প্রতিফলন

| অংশ-খ | অনুচ্ছেদের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য |
|---|---|

**অনুচ্ছেদ**

অনুচ্ছেদ হলো একটি মাত্র ভাবসূত্রে (topic) কতগুলো সুসংবদ্ধ বাক্যের সমষ্টি। Wren & Martin-এর মতে, 'A paragraph is a number of sentences grouped together and relating to one topic or a group of related sentences grouped together and to one topic; or a group of related sentences that develops a single point.' সুতরাং অনুচ্ছেদের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য - একটিমাত্র ভাব বা বিষয় এবং একটি স্বাভাবিক অনুক্রম ও যথাযথ ধারাবাহিকতা।

**অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য**

বিষয়বস্তু অনুসারে অনুচ্ছেদ তিন ধরনের হতে পারে, যেমন- বর্ণনামূলক (Descriptive), ঘটনামূলক (Narrative) ও চিন্তামূলক (Reflective) অন্যদিকে লেখা শেখানোর কৌশলের দিক বিবেচনা করলে আমরা ভিন্ন ধরনের অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য পাই।

**প্রথমত,** শূন্যস্থান পূরণ প্রক্রিয়ায় অনুচ্ছেদ লেখা। এ প্রক্রিয়ায় শিক্ষক প্রথমে পশু, পাখি বা অন্য কোনো বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ লিখতে পারেন - যা শুধু শিক্ষকই জানবেন। এরপর সেই অনুচ্ছেদ থেকে কিছু বিশেষ শব্দ তুলে নিয়ে ঐ জায়গা ফাঁকা করে দেবেন। এবার শিক্ষক শূন্যস্থানযুক্ত অনুচ্ছেদ শিশুদের নিকট সরবরাহ করবেন এবং ঐ ফাঁকা স্থানে প্রকৃত/উপযুক্ত শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করবেন।

**দ্বিতীয়ত,** কোনো ব্যক্তি বা বিষয় সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখা। যেমন-

> আমার নাম উমাইরাহ্ নাওয়ার। আমার বয়স আট বছর। আমি নতুন বাবলা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণিতে পড়ি। মায়ের নাম নাফিজা পারভীন। আমার বাবা চাকরি করেন। আমার এক বোন আছে।

এবার শিক্ষক শিশুদের নিজের জন্য প্রযোজ্য বয়স, নাম ইত্যাদি শব্দ বসিয়ে অনুচ্ছেদ লিখতে অনুপ্রাণিত করতে পারেন। এ ধরনের লিখনকে সমান্তরাল অনুচ্ছেদ লিখনও বলা হয়।

**তৃতীয়ত,** কোনো ঘটনা বা বিষয় সম্পর্কে শিশুর নিকট থেকে শিক্ষক কিছু ইঙ্গিতময় শব্দ (clue word) শনাক্ত করিয়ে নেন। শিক্ষক শিশুদের শব্দের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে অনুচ্ছেদ লিখতে সহায়তা করেন। যেমন- 'বিড়াল' সম্পর্কে একটি অনুচ্ছেদ লেখার জন্য 'ভূমিকা', 'রং', 'খাদ্য', 'উপকারিতা' ইত্যাদি এধরনের শব্দগুলো নির্বাচন করে দেন।

| অংশ-গ | অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল প্রয়োগ করা |
|---|---|

**অনুচ্ছেদ লেখা শেখানোর কৌশল**

শিশুদের অনুচ্ছেদ লিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষককে কতিপয় কৌশল অবলম্বন করতে হয়। যেমন –

- বোর্ডে কোনো বিষয়ের মূল শব্দ লেখা
- বিষয়ের সাথে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলো কী হতে পারে তা শিশুদের সাথে আলোচনা করে নির্ধারণ করা
- বোর্ডে শব্দগুলো লেখা
- শব্দগুলোর পর্যায়ক্রম ঠিক করা
- প্রয়োজনে কতিপয় শব্দ সম্পর্কে ধারণা দেওয়া
- খসড়া অনুচ্ছেদ লিখতে বলা
- প্রত্যেকের লেখার উপর ফলাবর্তন দেওয়া (বানান, ভাষা, ধারণা, তথ্য ইত্যাদি)
- পুনরায় লিখতে বলা
- নিরীক্ষণ করা ও মন্তব্য প্রদান

মনে রাখা আবশ্যক- এধরনের কাজে শিশুর জন্য প্রয়োজন সহায়তা প্রদান ও অনুশীলন। তাই দলগতভাবে কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি করা অত্যন্ত জরুরি।

**অনুচ্ছেদ লেখার কতিপয় নিয়ম**

- একটি প্যারায় লিখতে হবে
- তথ্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে
- একই তথ্যের পুনরাবৃত্তি করা যাবে না
- ১০/১২টির বেশি বাক্য না লেখাই বাঞ্ছনীয়।

| অধিবেশন: ২৬ | বাংলা বানানের নিয়ম |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শুদ্ধ বানান লেখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

খ. প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ব্যাখ্যা করতে পারবেন;

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন, অনুশীলন, প্লেনারি আলোচনা।

**উপকরণ:** পিপিটি স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার।

| অংশ-ক | শুদ্ধ বানান লেখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা | সময়: ২৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন। বলুন, ভাষার অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় বাংলা বানানের গুরুত্বপূর্ণ কিছু নিয়ম আজকের অধিবেশনে জানব।

২. প্রশ্ন করুন, কেউ যদি আপনার নামের ভুল বানান লেখে তাহলে আপনার কেমন অনুভূতি হয়? লেখার ক্ষেত্রে শুদ্ধ বানানের গুরুত্ব নিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের মতামত শুনুন।

এরপর সহায়ক তথ্যপত্রের আলোকে শুদ্ধ বানান লেখার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন।

| অংশ-খ | প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ব্যাখ্যা | সময়: ৫৫ মিনিট |
|---|---|---|

কয়েকটি দলে প্রশিক্ষণার্থীদের ভাগ করুন। প্রতি দলে প্রমিত বাংলা বানানের নিয়ম ভাগ করে দিন। সহায়ক তথ্যপত্র অনুযায়ী দলে আলোচনা করে পোস্টার পেপারে লিখতে বলুন। সময় নির্দিষ্ট করে দিন। ঘুরে ঘুরে দেখুন, প্রয়োজনে সহায়তা করুন।

দলগত কাজ উপস্থাপনের ব্যবস্থা করুন। আলোচনা করে প্রশিক্ষণার্থীদের ধারণা পরিষ্কার করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. লেখার সময় বানান ভুল হলে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

২. প্রমিত বাংলা বানানের একটি নিয়ম লিখুন।

| সহায়ক তথ্য: ২৬ | অধিবেশন-২৬: বাংলা বানানের নিয়ম |
| --- | --- |

**অংশ-ক**

**প্রমিত বাংলা বানানের গুরুত্ব**

'বানান' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'বর্ণন' শব্দ থেকে। ভাষার লিখনপ্রণালি ও প্রকাশরীতির শুদ্ধতার জন্য প্রতিটি ভাষার নিজস্ব বানানরীতি থাকা প্রয়োজন। বাংলা বানানের প্রমিতরীতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ। অনেক সময় একই শব্দের বানান করতে গিয়ে একেকজন একেক রকম বর্ণ ব্যবহার করে থাকেন। এতে ভাষার গাম্ভীর্য, সৌন্দর্যহানি হয়। যা একটি ভাষার জন্য কখনোই ভালো নয়। এজন্য আমাদের সকলেরই প্রমিত বাংলা বানান সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকা এবং শুদ্ধ ভাষা চর্চা করা প্রয়োজন।

বাংলা বানানে আমাদের মধ্যে প্রায়ই উদাসীনতা লক্ষ করা যায়। কাঠিন্যের দোহাই দিয়ে বানানে বিশৃঙ্খলা দিন দিন মারাত্মক পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছে। উনিশ শতকে বাংলা বানানে শৃঙ্খলা আনার চেষ্টা শুরু হলেও আজও কাঙ্ক্ষিত সুফল আসেনি।

লেখার সময় কয়েকটি বিষয়ের ওপর অত্যন্ত সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয়। লেখার সময় বানান ভুল হলে যথাযথ ভাব প্রকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এমনকি শব্দগত ভুলের কারণে বাক্যের অর্থেরও বিভ্রাট ঘটতে পারে। খাতায় কিংবা বোর্ডে লেখার সময় বানানের প্রতি যত্নবান হতে হয়। লেখা দেখতে সুন্দর ও শুদ্ধ বানান হলে পড়ার প্রতি আগ্রহ বেড়ে যায়। হাতের লেখা অস্পষ্ট ও বানান ভুল হলে সে লেখা পড়া দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। পড়ার প্রতি অনাগ্রহ তৈরি হয়।

**বানান-দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা**

আমরা যখন লিখি তখন নির্দিষ্ট বাগধ্বনিকে প্রচলিত বানানে সাজিয়ে প্রকাশ করি। বানান সবচেয়ে সহজ হতো, যদি এক একটি বাগধ্বনির জন্য একটি করে হরফ অথবা যুক্তব্যঞ্জনের ব্যবহার থাকত। কিন্তু বাংলা ভাষায় একই ধ্বনির একাধিক বানান রয়েছে এবং একই রকমের বানান আবার ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চারণ পায়। প্রচলিত বানানের সঙ্গে উচ্চারণের এই যে অসংগতি, তা গড়ে উঠেছে বাংলা ভাষার অতীত ইতিহাস ও উচ্চারণ পরিবর্তনের ধারায়। যদিও কালক্রমে এবং ধীরগতিতে বানানের কিছু কিছু পরিবর্তন হচ্ছে, তবু ইচ্ছে করলেই উচ্চারণ-সংগত বানান-রীতি প্রবর্তন করা সম্ভব নয়। কারণ, সে ক্ষেত্রে এক এক এলাকার উচ্চারণ-বিভিন্নতাকে বানানে ঠাই দেওয়ার প্রশ্ন আসতে পারে। তাতে বানান-বিভিন্নতা আরও বেড়ে যাবে। আবার পিতামহ, পিতা ও পুত্রের উচ্চারণে যে স্বাভাবিক পরিবর্তন ঘটে তাকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হলে বার বার বানান পরিবর্তনের প্রয়োজন পড়বে। উচ্চারণ-সংগত বানান প্রবর্তনের আরও সমস্যা আছে। প্রতিটি বানানেরই আলাদা ইতিহাস আছে। অন্য শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে তা গড়ে ওঠে। উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান চালু করলে সে ইতিহাস হারিয়ে যাবে চিরতরে। উপরন্তু, সহজ করার জন্য হঠাৎ করে বানান আমূল পরিবর্তন করা হলে তা অতীতের হাতে লেখা অসংখ্য পুঁথি ও মুদ্রিত বইপত্র পাঠের ক্ষেত্রে নতুন সমস্যার সৃষ্টি করবে। তাই কঠিন মনে হলেও প্রচলিত বানান ও তার নিয়ম আমাদের মেনে নিতে হবে, শিখতে হবে।

শব্দের বানান শুদ্ধ করে লিখতে পারা শিক্ষিত লোকের একটা প্রয়োজনীয় দক্ষতা। কেউ যদি নিয়মিত বানান ভুল করেন তবে তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে এবং তাঁর মর্যাদাও কিছুটা খাটো হয়ে যায়। আরও মজার ব্যাপার, যারা নিজেদের বানানের ব্যাপারে অসতর্ক তারাও অন্যের লেখায় বানান ভুল দেখলে চট করে সমালোচনা করতে ছাড়েন না। বস্তুত, যে-কোনো লেখার বানান শুদ্ধ হওয়া চাই। তা না হলে লেখা যেমন যথাযোগ্য মানের বলে বিবেচিত হয় না তেমনি ভুল বানান অনেক ক্ষেত্রে লেখকের বক্তব্যকেও বিভ্রান্তির মধ্যে ঠেলে দিতে পারে। তাই, শুদ্ধ বানান যে কোনো লেখা ও লেখকের জন্য

একটি অপরিহার্য গুণ। তবে এ কথাও মানতে হবে যে, বানানের ক্ষেত্রে নিরঙ্কুশ নির্ভুলতা আয়ত্ত করা খুব সহজ নয়। আর সে জন্যই আমাদের সবার প্রচেষ্টা হওয়া উচিত, যতটা সম্ভব বানান ভুল পরিহার করা। এটি তেমন কঠিন কাজ নয়। প্রয়োজনমতো সময় দিয়ে নিয়মিত প্রচেষ্টা চালিয়ে সহজে এ ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জন সম্ভব।

**অংশ-খ**

**প্রমিত বাংলা বানানের উল্লেখযোগ্য নিয়ম**

১. যেসব তৎসম শব্দে ই ঈ বা উ ঊ উভয় শুদ্ধ সেইসব শব্দে কেবল ই বা উ এবং তার-কার চিহ্ন ই-কার উ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন: কিংবদন্তি, খঞ্জনি, চিৎকার, ধমনি, পঞ্জি, ধূলি, পদবি, ভঙ্গি, মঞ্জরি, মসি, লহরি, সরণি, সূচিপত্র, উর্ণা, উষা।

২. রেফ-এর পর ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব হবে না। যেমনঃ অর্চনা, অর্জন, অর্থ, অর্ধ, কর্দম, কর্তন, কর্ম, কার্য, গর্জন, মূর্ছা, কার্তিক, বার্ধক্য, বার্তা, সূর্য।

৩. সন্ধির ক্ষেত্রে ক খ গ ঘ পরে থাকলে পদের অন্তস্থিত ম্ স্থানে অনুস্বার (ং) লেখা যাবে। যেমনঃ অহংকার, ভয়ংকর, সংগীত, শুভংকর, হৃদয়ংগম, সংঘটন। তবে অঙ্ক, অঙ্গ, আকাঙ্ক্ষা, গঙ্গা, বঙ্গ, লঙ্ঘন, সঙ্গ, সঙ্গী প্রভৃতি সন্ধিবদ্ধ নয় বলে ঙ স্থানে ং হবে না।

৪. সকল অ-তৎসম অর্থাৎ তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দে কেবল ই এবং উ এবং এদের-কার চিহ্ন ' ি' এবং ' ু' ব্যবহৃত হবে। এমনকি স্ত্রীবাচক ও জাতিবাচক ইত্যাদি শব্দের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

যেমনঃ গাড়ি, চুরি, দাড়ি, বাড়ি, ভারি (অত্যন্ত অর্থে), জার্মানি, ইরানি, হিন্দি, সিন্ধি, ফিরিঙ্গি, সিঙ্গি, ছুরি, টুপি, সরকারি, মাস্টারি, মালি, পাগলামি, পাগলি, দিঘি, দাদি, বিবি, মামি, চাচি, মাসি, পিসি, দিদি, বুড়ি, উনিশ, উনচল্লিশ ইত্যাদি। অনুরূপভাবে– আলি প্রত্যয়যুক্ত শব্দে ই-কার হবে। যেমন : খেয়ালি, বর্ণালি, মিতালি, সোনালি, হেঁয়ালি।

তবে কোনো কোনো স্ত্রীবাচক শব্দের শেষে ঈ-কার দেওয়া যেতে পারে। যেমনঃ রানী, পরী, গাভী। সর্বনাম পদরূপে এবং বিশেষণ ও ক্রিয়া-বিশেষণ পদরূপে কী শব্দটি ঈ-কার দিয়ে লেখা হবে। যেমনঃ কী করছ? কী পড়ো? কী যে করি! কী বুদ্ধি নিয়ে এসেছিলে। কী আনন্দ! কী দুরাশা! অন্য ক্ষেত্রে অব্যয় পদরূপে ই-কার দিয়ে কি শব্দটি লেখা হবে।

যেমনঃ তুমিও কি যাবে? সে কি এসেছিল? কি বাংলা কি ইংরেজি উভয় ভাষায় তিনি পারদর্শী। পদাশ্রিত নির্দেশক টি-তে ই-কার হবে। যেমনঃ ছেলেটি, লোকটি, বইটি।

৫. তৎসম শব্দের বানানে ণ, ন-য়ের নিয়ম ও শুদ্ধতা রক্ষা করতে হবে। এ ছাড়া তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র কোনো শব্দের বানানে ণত্ব-বিধি মানা হবে না অর্থাৎ ণ ব্যবহার হবে না। যেমন : অঘ্রান, ইরান, কান, কোরান, গুনতি, গোনা, ঝরনা, ধরন, পরান, সোনা, হর্ন। তৎসম শব্দে ট ঠ ড ঢ-য়ের পূর্বে যুক্ত নাসিক্য বর্ণ ণ হয়, যেমন : কন্টক, লুণ্ঠন, প্রচণ্ড। কিন্তু তৎসম ছাড়া অন্য সকল শব্দের ক্ষেত্রে ট ঠ ড ঢ-য়ের আগেও কেবল ন হবে।

৬. তৎসম শব্দে শ, ষ, স-য়ের নিয়ম মানতে হবে। এ-ছাড়া অন্য কোনো ক্ষেত্রে সংস্কৃতের ষত্ব-বিধি প্রযোজ্য হবে না। বিদেশি মূল শব্দে শ, স-য়ের যে ধ্বনি রয়েছে বাংলা বানানে তাই ব্যবহার করতে হবে। যেমন : সাল (= বৎসর), সন, হিসাব, শহর, শরবত, শামিয়ানা, শখ, শৌখিন, মসলা, জিনিস, আপস, সাদা, পোশাক, বেহেশ্‌ত, নাশতা, কিশমিশ, শরম, শয়তান, শার্ট, স্মার্ট। তবে পুলিশ শব্দটি ব্যতিক্রমরূমে শ দিয়ে লেখা হবে। তৎসম শব্দে ট, ঠ বর্ণের পূর্বে ষ হয়। যেমন : বৃষ্টি, দুষ্ট, নিষ্ঠা, পৃষ্ঠা। কিন্তু বিদেশী শব্দে এই ক্ষেত্রে স হবে। যেমন : স্টল, স্টাইল, স্টিমার, স্টুডিও, স্টেশন, স্টোর, স্ট্রিট।

৭. ইংরেজি ও ইংরেজির মাধ্যমে আগত বিদেশী ং বর্ণ বা ধ্বনির জন্য স এবং -sh, -sion, -ssion, -tion প্রভৃতি বর্ণগুচ্ছ বা ধ্বনির জন্য শ ব্যবহৃত হবে।

৮. বাংলায় এ বা এ-কার দ্বারা অবিকৃত এ এবং বিকৃত বা বাঁকা অ্যা এই উভয় উচ্চারণ বা ধ্বনি নিষ্পন্ন হয়। তৎসম বা সংস্কৃত ব্যাস, ব্যায়াম, ব্যাহত, ব্যাপ্ত, জ্যামিতি, ইত্যাদি শব্দের বানান অনুরূপভাবে লেখার নিয়ম রয়েছে। অনুরূপ তৎসম এবং বিদেশি শব্দ ছাড়া অন্য সকল বানানে অবিকৃত-বিকৃত নির্বিশেষে এ বা এ-কার হবে। যেমন : দেখে, দেখি, যেন, জেনো, কেন, কেনো (ক্রয় করো), গেল, গেলে, গেছে। বিদেশি শব্দ অবিকৃত উচ্চারণের ক্ষেত্রে এ বা এ-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : এন্ড (end), নেট, বেড, শেড। বিদেশি শব্দে বিকৃত বা বাঁকা উচ্চারণে অ্যা বা অ্যা-কার ব্যবহৃত হবে। যেমন : অ্যান্ড (and), অ্যাবসার্ড, অ্যাসিড, ক্যাসেট, ব্যাক, ম্যানেজার, হ্যাট। তবে কিছু তদ্ভব এবং বিশেষভাবে দেশি শব্দ রয়েছে যার অ্যা-কারযুক্ত রূপ বহুল-পরিচিত। যেমন : ব্যাঙ, চ্যাঙ, ল্যাঙ, ল্যাঠা। এসব শব্দে অ্যা অপরিবর্তিত থাকবে।

৯. বাংলা অ-কারের উচ্চারণ বহুক্ষেত্রে ও-কার হয়। এই উচ্চারণকে লিখিত রূপ দেওয়ার জন্য ক্রিয়াপদের বেশ কয়েকটি রূপের এবং কিছু বিশেষণ ও অব্যয় পদের শেষে, কখনো আদিতে অনেকে যথেচ্ছভাবে ও-কার ব্যবহার করছেন। যেমন : ছিলো, করলো, বলতো, কোরছ, হোলে, যেনো, কেনো (কী জন্য), ইত্যাদি ও-কারযুক্ত বানান লেখা হচ্ছে। বিশেষ ক্ষেত্র ছাড়া অনুরূপ ও-কার ব্যবহার করা হবে না। বিশেষ ক্ষেত্রের মধ্যে রয়েছে এমন অনুজ্ঞাবাচক ক্রিয়াপদ এবং বিশেষণ ও অব্যয় পদ বা অন্য শব্দ যার শেষে ও-কার যুক্ত না করলে অর্থ অনুধাবনে ভ্রান্তি বা বিলম্ব ঘটতে পারে। যেমন : ধরো, চড়ো, বলো, বোলো, জেনো, কেনো (ক্রয় করো), করানো, খাওয়ানো, শেখানো, করাতো, মতো, ভালো, আলো, কালো, হলো।

১০. তৎসম শব্দে ং এবং ঙ যেখানে যেমন ব্যবহার্য ও ব্যাকরণসম্মত সেইভাবে ব্যবহার করতে হবে। তদ্ভব, দেশি, বিদেশি, মিশ্র শব্দের বানানের ক্ষেত্রে ওই নিয়মের বাধ্যবাধকতা নেই। তবে এই ক্ষেত্রে প্রত্যয় ও বিভক্তিহীন শব্দের শেষে সাধারণভাবে অনুস্বার (ং) ব্যবহৃত হবে। যেমন : রং, সং, পালং, ঢং, রাং, গাং। তবে শব্দে অব্যয় বা বিভক্তি যুক্ত হলে কিংবা পদের মধ্যে বা শেষে স্বরচিহ্ন থাকলে ঙ হবে। যেমন : বাঙালি, ভাঙা, রঙিন, রঙের। বাংলা ও বাংলাদেশ শব্দ-দুটি ং দিয়ে লিখতে হবে। বাংলাদেশের সংবিধানে তাই করা হয়েছে।

১১. শব্দের শেষে বিসর্গ (ঃ) থাকবে না। যেমন : কার্যত, মূলত, প্রধানত, প্রয়াত, বস্তুত, ক্রমশ, প্রায়শ। পদমধ্যস্থ বিসর্গ থাকবে। তবে অভিধানসিদ্ধ হলে পদমধ্যস্থ বিসর্গ বর্জনীয়। যেমন: দুস্থ, নিস্পৃহ।

১২. আনো প্রত্যয়ান্ত শব্দের শেষে ও-কার যুক্ত করা হবে। যেমন: করানো, বলানো, খাওয়ানো, পাঠানো, নামানো, শোয়ানো।

১৩. বাংলায় বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণকে বিশ্লিষ্ট করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। যুক্তবর্ণের সুবিধা হচ্ছে তা উচ্চারণের দ্বিধা দূর করে। তাই ব্যাপকভাবে বিদেশি শব্দের বানানে যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা অর্থাৎ ভেঙে দেওয়া উচিত নয়। শব্দের আদিতে তো অনুরূপ বিশ্লেষণ সম্ভবই নয়। যেমন : স্টেশন, স্ট্রিট, স্প্রিন্ট, স্প্রিং ইত্যাদি।

১৪. হস্-চিহ্ন যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন : কাত, মদ, চট, ফটফট, কলকল, ঝরঝর, তছনছ, জজ, টন, হুক, চেক, ডিশ, করলেন, বললেন, শখ, টাক, টক। তবে যদি ভুল উচ্চারণের আশঙ্কা থাকে তাহলে হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : উহ্, যাহ্, বাহ্। যদি অর্থের বিভ্রান্তির আশঙ্কা থাকে তাহলেও তুচ্ছ অনুজ্ঞায় হস্-চিহ্ন ব্যবহার করা যেতে পারে। যেমন : বল্ ।

১৫. ঊর্ধ্ব-কমা যথাসম্ভব বর্জন করা হবে। যেমন: করল (করিল), বলে (বলিয়া), দুজন (দুইজন), চাল (চাউল), আল (আইল)।

১৬. যুক্ত-ব্যঞ্জনবর্ণগুলি যতদূর সম্ভব স্বচ্ছ করতে হবে অর্থাৎ পুরাতন রূপ বাদ দিয়ে এগুলির স্পষ্ট রূপ দিতে হবে। তার জন্য কতকগুলি স্বরচিহ্নকে বর্ণের নিচে বসাতে হবে। তবে ক্ষ, জ্ঞ, ঞ্জ, ষ্ণ, হ্ম, ভ্র, হ্ন-এইসব ক্ষেত্রে পরিচিত যুক্ত-রূপ অপরিবর্তিত থাকবে। কেননা তা বিশ্লিষ্ট করলে উচ্চারণ বিকৃতির আশঙ্কা থাকে।

১৭. সমাসবদ্ধ পদগুলো একসঙ্গে লিখতে হবে, মাঝখানে ফাঁক রাখা চলবে না। যেমন: সংবাদপত্র, অনাস্বাদিতপূর্ব, পূর্বপরিচিত, রবিবার, মঙ্গলবার, স্বভাবগতভাবে, লক্ষ্যভ্রষ্ট, বারবার, বিষাদমণ্ডিত, সমস্যাপূর্ণ, অদৃষ্টপূর্ব, দৃঢ়সঙ্কল্প, সংযতবাক, নেশাগ্রস্ত, পিতাপুত্র। বিশেষ প্রয়োজনে সমাসবদ্ধ পদটিকে একটি, কখনো একটির বেশি হাইফেন (-) দিয়ে যুক্ত করা যায়। যেমন মা-মেয়ে, মা-ছেলে, বেটা-বেটি, বাপ-বেটা, ভবিষ্য-তহবিল, সর্ব-অঙ্গ, বে-সামরিক, স্থল-জল-আকাশ-যুদ্ধ, কিছু-না-কিছু।

১৮. আধুনিক বাংলা বানানে শব্দ সংক্ষেপে ং (অনুস্বার) ও ঃ (বিসর্গ) বর্জনীয়। যেমন: নং, তাং, প্রাং, সাং, কোং, গং এর পরিবর্তে পূর্ণরুপ নম্বর, তারিখ, প্রামাণিক, সাকিন, কোম্পানি, গয়রহ লেখা বাঞ্ছনীয়। একইভাবে শব্দ সংক্ষেপে ঃ (বিসর্গ) এর পরিবর্তে বিন্দু (.)-এর ব্যবহার করতে হবে। যেমন: মোঃ, মোসাঃ, ডাঃ, ডঃ, সাঃ, অবঃ-এর পরিবর্তে মো., মোসা., ডা., ড., সা., অব. ব্যাকরণসম্মত।

| অধিবেশন: ২৭ | যতি বা ছেদ চিহ্ন পরিচিতি ও ব্যবহার |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-
ক. যতি বা ছেদ চিহ্ন সম্পর্কে জানবে;
খ. যতি বা ছেদ চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার করতে পারবেন।
**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট
**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন, অনুশীলন, প্লেনারি আলোচনা।
**উপকরণ:** পিপিটি স্লাইড, পোস্টার পেপার, মার্কার।

| অংশ-ক | যতি বা ছেদ চিহ্নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা | সময়: ২৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করুন এবং প্রশিক্ষণের ইতিবাচক পরিবেশ সৃষ্টি করুন। বলুন, ভাষার অতি গুরুত্বপূর্ণ যতি বা ছেদ  চিহ্ন বিষয়ে আজকের অধিবেশনে জানব।

২. সহায়ক তথ্যপত্রের আলোকে যতি বা ছেদ চিহ্নের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করুন ।

| অংশ-ক | বাংলা যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার | সময়: ৫৫ মিনিট |
|---|---|---|

পোস্টারে কোন একটি অনুচ্ছেদ (যার মধ্যে দাড়ি , কমা, জিজ্ঞাসা চিহ্ন, বিস্ময়সূচক চিহ্ন, ইত্যাদি ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে) বিরাম চিহ্ন বিহীনভাবে লিখে তা বোর্ডে টাঙিয়ে দিন।

প্রশিক্ষার্থীদের নিজ নিজ খাতায় যথাযথ বিরাম চিহ্ন বসিয়ে লিখতে বলুন। খাতা পরস্পর পরিবর্তন করে যাচাই করার সুযোগ দিন। ভুলগুলো শনাক্ত করতে বলুন।

প্রত্যেককে ভাবতে বলুন যে, যতি-চিহ্ন বসানোর ক্ষেত্রে কোন কোন বিষয়গুলো তারা বিবেচনা করেছেন। পুনরাবৃত্তি না করে বোর্ডে উত্তরগুলো লিখুন।

বিষয়বস্তুতে প্রদত্ত তথ্যের সাথে মিল করে ব্যাখ্যা করুন।

সহায়ক তথ্যপত্রে উল্লিখিত বিরাম চিহ্নের সংখ্যা ও বাংলা ভাষায় ব্যবহৃত যতিচিহ্নসমূহ সংক্ষিপ্ত পরিচয় তুলে ধরে আলোচনা করুন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-
**নমুনা প্রশ্ন:**

১. বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদ চিহ্ন কতগুলো কী কী?
২. কয়েকটি যতি বা ছেদ চিহ্নের ব্যবহার লিখুন।

| সহায়ক তথ্য: ২৭ | অধিবেশন: ২৭ যতি বা ছেদ চিহ্ন |
|---|---|

**অংশ-ক**

**যতি বা ছেদ-চিহ্ন**

কথা বলার সময় সব বাক্য একযোগে না বলে থেমে বলতে হয়। এতে উচ্ছ্বাস, আবেগ, বিষাদ ইত্যাদি প্রকাশ করতে যতি বা ছেদ-চিহ্নের প্রয়োজন হয়। বাক্যে যথাযথ যতি চিহ্ন না ব্যবহার করলে অর্থের অসঙ্গতি তৈরি হতে পারে। তাছাড়া শ্রোতাকে কথাগুলো বোঝার সময়ও দিতে হয়। লেখার বেলায়ও তেমনি পাঠককে বোঝাতে মাঝে মাঝে বিরতি দিতে হয়- কথা থামাতে, শ্বাস নেবার জন্য। যতি-চিহ্ন ব্যবহারের ফলে বাক্যের অর্থ সুস্পষ্ট হয়। লিখিত বাক্যে অর্থ সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করে মানুষের আবেগ, অনুভূতি ইত্যাদি ব্যক্ত করার জন্য যে চিহ্নসমূহ ব্যবহার করা হয় তাই যতিচিহ্ন।

আজকের মতো প্রাচীন বাংলায় কোনো যতি চিহ্ন ছিল না। এক দাঁড়ি ( ।) এবং দুই ( ।।) ছিল। এক দাঁড়ি দিয়ে কমার মতো অল্প বিরাম এবং দুই দাঁড়ি দিয়ে অধিক বিরাম বোঝাতো।

বাংলা ভাষায় যতি বা ছেদ-চিহ্নের প্রবর্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগরের আগে বাংলা গদ্য বা কবিতা কোথাও যথাযথ যতি চিহ্ন ব্যবহার হতো না। শুধু পূর্ণচ্ছেদ বা দাঁড়িজ্ঞাপক চিহ্নটি (এক দাঁড়ি ( ।) / দুই দাঁড়ি ( ।।) ) ছিল। বিদ্যাসাগর গদ্য রচনাকালে বক্তব্য যথাযথভাবে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হন। তখন তিনি গদ্যের মধ্যে শ্বাসপর্ব ও অর্থপর্ব ভাগ করে ইংরেজি গদ্য থেকে সবগুলো যতি বা ছেদ-চিহ্ন বাংলায় ব্যবহার করেন। যেহেতু বাংলায় পূর্ণচ্ছেদ জ্ঞাপক দাঁড়ি ( ।) আগেই ছিল, সেহেতু তিনি ফুলস্টপ (.) গ্রহণ না-করে বাংলার নিজস্ব সম্পদ দাঁড়ি ( ।) কেই রক্ষা করলেন। বিদ্যাসাগর যে যতি-চিহ্নসমূহ বাংলায় ব্যবহার করেন আজও সবগুলোর বাংলা নাম হয়নি। কোনোটির বাংলা নাম হলেও তা ইংরেজি নামেই বেশি পরিচিত।

নিচে বাক্যে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার যতি বা ছেদ-চিহ্নের নাম, আকৃতি নির্দেশ করা হলো: বাংলা ভাষায় ২০টির মতো যতি-চিহ্ন রয়েছে। এদের মধ্যে বাক্যের আগে ব্যবহার্য ৬টি, বাক্য শেষে ব্যবহার্য যতি-চিহ্ন ৪টি এবং বাক্যের ভিতরে ব্যবহার্য ১০টি।

**বাংলা ভাষায় নিম্নলিখিত যতি-চিহ্নসমূহ ব্যবহৃত হয়:**

| যতি-চিহ্নের নাম | আকৃতি | বিরতিকাল |
|---|---|---|
| কমা বা পাদচ্ছেদ | , | ১ (এক) বলতে যে সময় প্রয়োজন। |
| সেমিকোলন | ; | ১ বলার দ্বিগুণ সময়। |
| দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ | । | এক সেকেন্ড। |
| প্রশ্নবোধক চিহ্ন | ? | এক সেকেন্ড। |
| বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন | ! | এক সেকেন্ড। |
| কোলন | : | এক সেকেন্ড। |
| ড্যাশ | — | এক সেকেন্ড। |
| কোলন ড্যাশ | :- | এক সেকেন্ড। |
| হাইফেন | - | থামার প্রয়োজন নেই। |
| ইলেক বা লোপ চিহ্ন | ’ | থামার প্রয়োজন নেই। |
| একক উদ্ধৃতি চিহ্ন | ' ' | 'এক' উচ্চরণে যে সময় লাগে। |
| যুগল উদ্ধৃতি চিহ্ন | “ ” | 'এক' উচ্চরণে যে সময় লাগে। |
| ব্র্যাকেট (বন্ধনি চিহ্ন) | (), {}, [] | থামার প্রয়োজন নেই। |

| | | |
|---|---|---|
| ধাতু দ্যোতক চিহ্ন | √ | থামার প্রয়োজন নেই। |
| পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন | < | থামার প্রয়োজন নেই। |
| পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন | > | থামার প্রয়োজন নেই। |
| সমান চিহ্ন | = | থামার প্রয়োজন নেই। |
| ত্রিবিন্দু বা পূর্ণলোপ | ... | থামার প্রয়োজন নেই। |
| একবিন্দু বা শব্দসংক্ষেপ | . | থামার প্রয়োজন নেই। |
| বিকল্প চিহ্ন | / | থামার প্রয়োজন নেই। |

**অংশ-খ**

**যতি বা ছেদ-চিহ্ন ব্যবহার**

**কমা বা পাদচ্ছেদ ( ,) :** ক. সম্বোধন পদের পরে কমা বসে। যেমনঃ স্যার, আমাকে ব্যাপারটি বুঝিয়ে দেবেন?
খ. সমজাতীয় পদ পাশাপাশি বসলে তাদের পর কমা বসে।

যেমনঃ হাঁস, মুরগি, ভেড়া, ছাগল গৃহপালিত পশু।

গ. জটিল বাক্যের অন্তর্গত প্রত্যেক খণ্ড বাক্যের পরে কমা বসে।

যেমনঃ লেখাপড়া করে যে, বাড়ি গাড়ি করে সে।

ঘ. তারিখ লেখার সময় মাস ও দিনের পর কমা বসে।

যেমনঃ শনিবার, ১০ই মে, ২০২১ সাল।

ঙ. বাড়ি বা রাস্তার নম্বরের পরে কমা বসে ।

যেমন : ১০৩, মিরপুর-১, ঢাকা।

**সেমিকোলন (;) :** ক.কমা অপেক্ষা বেশি বিরতির জন্য সেমিকোলন বসে।

খ. কমার বারংবার ব্যবহারের পর কিন্তু দাঁড়ি ব্যবহারের আগে সেমিকোলন বসে।

গ. একাধিক স্বাধীন বাক্যকে একটি স্বাধীন বাক্যে লিখলে সেগুলোর মাঝখানে সেমিকোলন বসে।

যেমনঃ তিনি শুধু তামাশা দেখিতেছিলেন; কোথাকার জল কোথায় গিয়া পড়ে।

**দাঁড়ি বা পূর্ণচ্ছেদ ( ।):** বাক্যের অর্থের পরিসমাপ্তি বোঝাতে। যেমনঃ রহিম ঘরে ঢুকে করুণ দৃষ্টিতে মায়ের দিকে চাইল ।

**প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?):** বাক্যে কোন জিজ্ঞাসা বা প্রশ্ন করা বুঝাতে । যেমন : তুমি কি রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি' পাঠ করেছ?

**বিস্ময় ও সম্বোধন চিহ্ন ( !):** হৃদয়ের বিস্ময় ও আবেগ প্রকাশার্থে। অবশ্য সম্বোধনে আবেগ বোঝালেও এই চিহ্ন বসে।

যেমনঃ আহ! কী করুণ দৃশ্য।

**কোলন (:):** বাক্য অসম্পূর্ণ রেখে প্রাসঙ্গিক অন্য তথ্য জ্ঞাপনের সময় । যেমন : কমিটিতে সিদ্ধান্ত হল : আগামী মাসেই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

**ড্যাশ (-):** ক. কোনো উদাহরণ, দৃষ্টান্ত বা বিস্তার বুঝাতে। যেমন : গঠনানুসারে শব্দ দুই প্রকার ১। মৌলিক শব্দ ২। সাধিত শব্দ । খ. পৃথক ভাবাপন্ন একাধিক বাক্য এক বাক্যে স্থাপনের সময় । যেমন : তোমরা কায়িক শ্রম কর-এতে তোমাদের সম্মান যাবে না-বাড়বে ।

**কোলনড্যাশ (:-):** পূর্বে কোলন খুব কম ব্যবহার হতো, বর্তমানে কোলনড্যাশ কম ব্যবহার হয়। কোলন ও কোলনড্যাশের ব্যবহার একই হওয়ার কারণে কোলনড্যাশের জায়গা দখল করেছে কোলন বা ড্যাশ। এজন্য অনেকে কোলনড্যাশকে পৃথক যতি-চিহ্ন হিসেবে স্বীকার করেন না।

**হাইফেন (-):** একাধিক শব্দ বা পদ সংযোগ দেবার জন্য হাইফেন ব্যবহার করা হয়। যেমন : আমার মা-বাবা গ্রামে থাকেন।

**ইলেক বা লোপ চিহ্ন ('):** এক বর্ণ বা একাধিক বর্ণের লোপ বোঝাতে।যেমন : দুরন্ত বেগে যাচ্ছে কা'রা (এখানে 'কা'রা' কাহারা অর্থে ব্যবহৃত হয়ে 'হা' লোপ পেয়েছে। )

**একক উদ্ধৃতি চিহ্ন (' '):** অন্যের কথা উদ্ধৃত করতে হলে কিংবা কোনো কথায় পাঠকের মনোযোগ দাবি করতে হলে উদ্ধৃতি চিহ্নের প্রযোজন পড়ে। যেমন: পা টিপে-টিপে দুপুরবেলা উকিলদ্দি এসে হাজির। বললে,'কই গো বিবিজান। দেখো এসে কী এনেছি।'

**যুগল বা জোড় উদ্ধৃতি চিহ্ন (" "):** যেখানে কেবল এক ধরনের উদ্ধৃতিচিহ্নেরই প্রয়োজন সেখানে এক-উদ্ধৃতিচিহ্ন বা জোড় উদ্ধৃতচিহ্ন-যেকোনো একটি ব্যবহার করলেই চলে। একজনের বক্তব্যের ভেতরে যদি ভিন্ন জনের বক্তব্য উদ্ধৃত হয় তা হলে প্রধান বক্তব্যের ক্ষেত্রে যুগল বা জোড়-উদ্ধৃতিচিহ্ন এবং তার অন্তর্গত উদ্ধৃতিতে এক-উদ্ধৃতি লাগবে। যেমন: হৈম ব্যথিত হইয়া প্রশ্ন করিল, "কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে কী বলিব?" বাবা বলিলেন, "মিথ্যা বলিবার দরকার নাই, তুমি বলিয়ো, 'আমি জানি না-আমার শাশুড়ি জানেন।'।"

**ব্র্যাকেট (বন্ধনি চিহ্ন) (( ), { }, [ ]) :** কোনো বক্তব্যকে বিশদ করতে হলে বন্ধনির প্রয়োজন পড়ে। যেমন: তিনি উচ্চপদস্থ আমলা ছিলেন এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরে (তথ্য ও যোগাযোগ মন্ত্রণালয়) কাজ করতেন।

**ধাতু দ্যোতক চিহ্ন (√):** ক্রিয়ার মূল বা ধাতু বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

**পরবর্তী রূপবোধক চিহ্ন (<):** পরবর্তী থেকে পূর্ববর্তী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

**পূর্ববর্তী রূপবোধক চিহ্ন (>):** পূর্ববর্তী থেকে পরবর্তী বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

**সমান চিহ্ন (=):** সমন্বয় বোঝাতে ব্যবহৃত হয়।

**ত্রিবিন্দু বা পূর্ণলোপ (...):** বাক্যের কোনো অংশ বা শব্দাবলি বিলোপ বা উল্লেখ না করার প্রয়োজনে ।

**একবিন্দু বা শব্দসংক্ষেপ (.):** কোনো শব্দ সংক্ষেপ করতে হলে ব্যবহার হয়। যেমন: ডক্টর > ড.; মোহম্মদ > মো. ।

**বিকল্পচিহ্ন (/):** বিকল্পচিহ্ন প্রয়োগ করে বোঝানো হয়- দুই বা ততোধিক শব্দ বা বাক্যের মধ্যে যে কোনোটি হতে পারে। অর্থাৎ, এই চিহ্নের অর্থ হচ্ছে 'অথবা'। যেমন: ঘরের মধ্যে বেশি লোক নেই তো-বড়ো জোর আট/দশ জন হবে।

| অধিবেশন: ২৮ | ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ -

ক. ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা বলতে পারবেন;

খ. ভাষা শিখনে নমুনা সম্পূরক উপকরণ উন্নয়ন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রদর্শন, দলগত কাজ, আলোচনা ও উপস্থাপন।

**উপকরণ:** সহায়ক তথ্য।

| অংশ-ক | ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ | সময়: ২৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন আরম্ভ করুন।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪ দলে ভাগ হয়ে বসার ব্যবস্থা করুন। প্রত্যেক দলের একজন সদস্যকে একটি সাদা কাগজ দিন। বলুন, নির্দেশনা মোতাবেক বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করতে হবে।

৩. হোয়াইট বোর্ডে বড় করে **ক ন ম** বর্ণ তিনটি লিখুন। তার নিচে সবগুলো **কারচিহ্ন** লিখুন। প্রশিক্ষণার্থীদের পরস্পর আলোচনা করে ঠিক ২ মিনিটের মধ্যে শুধুমাত্র বর্ণিত তিনটি বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহার করে শব্দ লিখতে বলুন। প্রয়োজনে নিম্নরূপ উদাহরণ দিন – কাক, কামান, নাক, মামা ইত্যাদি।

৪. ২ মিনিট পর প্রত্যেক দল কতগুলো শব্দ লিখেছেন তা সংক্ষিপ্ত উপস্থাপনের মাধ্যমে নিশ্চিত হোন। এক্ষেত্রে সংখ্যার চেয়ে সঠিক শর্ত মেনে লেখা হয়েছে কিনা তা বিবেচনায় আনুন।

৫. দল ঠিক রেখে শব্দ লেখা তালিকাটি নিয়ে কাজ করতে হবে তা বলুন। এবার প্রশিক্ষণার্থীদের দলে প্রণীত শব্দ তালিকা থেকে শব্দ নিয়ে বাক্য লিখতে বলুন। বলুন, তালিকায় নেই এমন শব্দ ব্যবহার করা যাবে না। সময় ২ মিনিট নির্ধারণ করে দিন।

৬. ২ মিনিট পর দল থেকে তৈরিকৃত বাক্য উপস্থাপন করতে বলুন। বাক্যগুলোতে সার্থক বাক্যের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়েছে কিনা তা যাচাই করুন।

৭. এবার নিম্নরূপ প্রশ্ন করে উত্তর আহ্বান করুন –

- ✓ এই কার্যক্রমের সুফল কী?
- ✓ এই কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কোন ভাষাদক্ষতা উন্নয়ন হবে বলে আশা করা যায়?
- ✓ বাংলা পাঠ্যপুস্তকে এমন কাজের নির্দেশনা আছে কিনা?
- ✓ শিক্ষার্থীর ভাষাদক্ষতা উন্নয়নের সঙ্গে এই কাজটি কতটা প্রাসঙ্গিক?

৮. উপরিউক্ত প্রশ্নগুলোর উত্তরের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে সম্পূরক উপকরণ এবং এর প্রয়োজনীয়তা কী – প্রশ্নটি লিখে দিয়ে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে একটি করে তথ্য নিয়ে মাইন্ড ম্যাপিংয়ের মাধ্যমে বোর্ডে লিখুন।

৯. **সহায়ক তথ্যপত্রের** সহায়তায় সম্পূরক উপকরণ ও ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রদর্শন করুন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের দেওয়া তথ্যের সঙ্গে সমন্বয় করে ব্যাখ্যা করুন।

| অংশ-খ | ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ উন্নয়ন | সময়: ৫৫ মিনিট |
|---|---|---|

১. **সহায়ক তথ্যে** বর্ণিত সম্পূরক সামগ্রীর ধরন প্রদর্শন করে এর মধ্য থেকে ৩, ৪, ৬, ১০ নম্বর সম্পূরক কাজের একটি করে নমুনা কাজ পূর্বের দলে বিতরণ করুন।

২. সম্পূরক কাজের পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করে দলগত আলোচনার মাধ্যমে সম্পূরক কার্যাবলি তৈরি করতে বলুন। এর জন্য সময় নির্ধারণ করে দিন।

৩. দলগত কাজ উপস্থাপন করতে বলুন। শেষে বলুন, এই কাজের অনুকরণে আমরা বাংলা পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তুর আলোকে শিক্ষার্থীদের সম্পূরক উপকরণ তৈরি ও ব্যবহার করতে পারব।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্নঃ**

ক. ভাষাখেলা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রীর মধ্যে সম্পর্ক কী?

খ. সম্পূরক উপকরণ প্রয়োজন কেন?

| সহায়ক তথ্য: ২৮ | অধিবেশন-২৮: ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ |
|---|---|

**ভাষা শিখনে সম্পূরক উপকরণ**

ভাষা শিখনে সাধারণত যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হয় সেগুলো হচ্ছে- ছবি, চার্ট বা মডেল। এগুলো পাঠের উপস্থাপন, অনুশীলন ও মূল্যায়ন- এই তিন পর্যায়েই ব্যবহার করা যায়। এছাড়াও বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন কিছু সম্পূরক উপকরণ রয়েছে যেমন- ভাষাখেলা ও সম্পূরক পঠন সামগ্রী।

কোনো পাঠের শিখনফলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত এমন কিছু আনন্দদায়ক খেলাধর্মী কাজ যা পাঠ্যপুস্তকে নেই তাদেরকেই মূলত সম্পূরক কাজ বলা যায়। আর এই কাজগুলো সম্পাদনের জন্য শিক্ষককে যেসব সৃজনশীল উপকরণ ব্যবহার করতে হয় তাই সম্পূরক উপকরণ। এ উপকরণগুলো শিক্ষার্থীর শিখনফল অর্জনে অত্যন্ত সহায়ক। বিষয়বস্তুর ধরন অনুযায়ী এগুলো পাঠ উপস্থাপনের যেকোনো পর্যায়ে ব্যবহার করা যায়। ভাষাদক্ষতা অর্জনে এই উপকরণগুলো কার্যকর ভূমিকা পালন করে। নিচে সম্পূরক উপকরণের প্রয়োজনীয়তা দেওয়া হলো-

শিক্ষার্থীর-

- চাহিদা অনুযায়ী শিখনের সুযোগ সৃষ্টি করে
- শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধি করে
- ব্যাকরণগত জ্ঞানের প্রয়োগের সুযোগ সৃষ্টি করে
- চিন্তাশক্তি প্রসারিত করে
- মুখস্থ করার প্রবণতা হ্রাস করে
- সৃজনশীলতা বৃদ্ধি করে
- সক্রিয়তা বৃদ্ধি করে
- আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দেয়
- আনন্দায়ক শিখন নিশ্চিত করে
- সহযোগিতার মনোভাব বাড়িয়ে দেয়
- ভাষাদক্ষতার অর্জন মূল্যায়নে সহায়তা করে।

**ক. ভাষা শিখনে কতিপয় সম্পূরক কাজের উদাহরণ**

**১। বর্ণ ও কারচিহ্নযোগে শব্দ তৈরি করা।**

পরিপ্রেক্ষিত: শিক্ষার্থীদের সকল স্বরবর্ণ ও **ক** থেকে **ঙ** পর্যন্ত বর্ণ শেখানো হয়েছে। বর্ণ ও কারচিহ্ন সহযোগে শব্দ তৈরির কাজ (বলা ও লেখা) করতে দিন।

উদাহরণ:

এ ব আ উ
ক ও ই গ ঙ
খ ঘ অ

**২। এলোমেলোভাবে সাজানো বর্ণ দিয়ে শব্দ তৈরি করা**

**হ ং সি** –

**র দে শে** –

**র বে ভো লা** –

**ৎ কা র শ ল** –

**মা আ শ র দে** –

**৩। নির্দিষ্ট বর্ণ ও কারচিহ্ন ব্যবহারে বাক্য তৈরি করে লেখা ও পড়া**

**পরিপ্রক্ষিত:** শিখন-শেখানো কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সকল স্বরবর্ণ এবং **ক** থেকে **ঞ** পর্যন্ত বর্ণগুলো শিক্ষার্থীরা শনাক্ত করতে পারে এবং লিখতে পারে। পাশাপাশি শিক্ষক আ (া) কারচিহ্ন চিনেছে এবং বর্ণের সঙ্গে আ (া) কার-চিহ্নযুক্ত করে শিক্ষার্থীদের পড়তে পারার চর্চা করিয়েছেন। বর্ণিত শর্ত মেনে একটি পঠন উপকরণ তৈরি করুন।

**৪। নির্দিষ্ট যুক্তব্যঞ্জন ব্যবহার করে নতুন শব্দ লেখা ও পড়া**

পরিপ্রেক্ষিত: প্রথম শ্রেণির বাংলা বইয়ে **সাত দিনের কথা** গল্পে নিচের পাঠটি পড়ানো হয়েছে।

সাত দিনে এক **সপ্তাহ**। দিনগুলোর সাতটি নাম। **ট্রেনের** সামনে বসে আছে রাফি। রাফির কাছে দিনগুলোর নাম শুনি।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| রবিবার | সোমবার | মঙ্গলবার | বুধবার | বৃহস্পতিবার | শুক্রবার | শনিবার |

সাত দিনে কত কাজ করি আমরা। কখনো পড়ি, কখনো খেলি। কোনোদিন একেবারে ছুটি।
রাফি সাত দিনে বিভিন্ন কাজ করে। গান শোনে ও শেখে। ছবি আঁকে। সাইকেল চালায়। মাঠে খেলতে যায়। ছড়ার বই পড়ে। কাগজ কেটে ফুল বানায়। ছুটির দিনে বেড়াতে যায়।

পাঠটিতে যে সকল যুক্তব্যঞ্জন (**প্ত ট্র ক্র ঙ্গ স্প**) ব্যবহার করা হয়েছে উক্ত যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে গঠিত নতুন শব্দ ব্যবহার করে একটি সমমানের গল্প তৈরি করি।

**৫। শব্দসিঁড়ি**

খেলার পরিকল্পনা-

- শিক্ষার্থীর শব্দ ভাণ্ডার বৃদ্ধির জন্য পাঠবহির্ভূত শব্দ দিয়ে খেলাটি শুরু করুন;
- যেকোনো একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন;
- শব্দের শেষ বর্ণ দিয়ে অন্য একজন শিক্ষার্থীকে একটি শব্দ বলতে বলুন;
- শব্দ বলার আগে সতর্ক থাকতে বলুন, যেন পূর্বের শব্দের শেষ বর্ণটি পুনরায় নতুন শব্দের শেষ বর্ণ না হয়;
- এমনটি হলে খেলা শেষ হয়ে যাবে তা বলে দিন;
- সকলের অংশগ্রহণে খেলাটি চলমান রাখতে চেষ্টা করুন।

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| বা | তা | স | | | | |
| | | বু | | | | |
| | | জ | ল | | | |
| | | | তা | লা | | |
| | | | | উ | র্ব | র |
| | | | | | | স |

**৬। বাক্য তৈরি**

খেলার পরিকল্পনা-

- একটি শব্দ দিয়ে একাধিক বাক্য তৈরি করতে দিন;
- অসম্পূর্ণ বাক্য সম্পূর্ণ করতে দিন;
- বাম পাশের সঙ্গে ডান পাশের বাক্যাংশ মিল করে বাক্য তৈরি করতে দিন;
- এলোমেলো শব্দ সাজিয়ে বাক্য লিখতে ও পড়তে দিন।

**৭। শব্দজাল**

খেলার পরিকল্পনা-

- বোর্ডে বা পোস্টার পেপারে বর্ণিত ছকের মতো কোনো ফুল/ফল/পাখির নাম বৃত্তের মাঝখানে লিখুন
- নিজ নিজ খাতায় প্রদর্শিত ছকটি এঁকে বৃত্তের চারপাশে শিক্ষার্থীর জানা ফুল/ফল/পাখির নাম লিখতে বলুন
  (বি. দ্র. বৃত্তের চারপাশে ফুল/ফল/পাখির ছবি দিয়েও শিক্ষার্থীদের নাম লিখতে সহায়তা করা যায়)

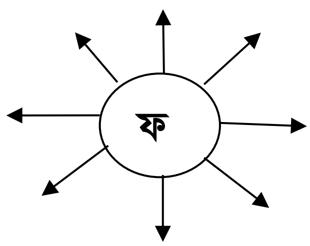


**৮। ধারাবাহিকভাবে গল্প বলা**

পরিপ্রেক্ষিত: ৩য় শ্রেণিতে **হারজিতের গল্প** পড়নো শেষে শিক্ষার্থীদের দিয়ে শিক্ষক একটি নতুন গল্পের অবতারণা করতে চেয়েছেন।

**৯। ছবি দেখে বলা ও লেখা**

ছবি সম্পর্কে পাঁচটি বাক্য লেখ।

**১০। বাক্য সাজিয়ে গল্প লেখা**

পরিপ্রেক্ষিত: গল্পের বাক্যগুলো এলোমেলো করে লেখা রয়েছে। বাক্যগুলো সাজিয়ে গল্পটি লিখতে হবে।

ওরা দুইজনেই গ্রামের স্কুলে পড়ে। বৈশাখি মেলা। ওই গ্রামেই আরিফের বাড়ি। ওদের বাবা-মা সঙ্গেই যাবেন। গ্রামের নাম হাশিমপুর। আরিফের ছোট বোনের নাম রেবেকা। পাশের গ্রামেই মেলা বসেছে। ওরা আজ মেলায় যাবে।

**সম্পূরক পঠন সামগ্রী**

আমরা সাধারণত শ্রেণিকক্ষে পাঠ্যবই ব্যবহার করে থাকি। কিন্তু শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পঠন সামগ্রী পড়ার মাধ্যমে অধিক উপকৃত হতে পারে। কল্পকাহিনি বা বাস্তবধর্মী উভয় ধরনের পঠন সামগ্রী দিয়েই শুরু হতে পারে শিশুর পড়ার যাত্রা। উল্লিখিত বিভিন্ন ধরনের সম্পূরক পাঠ সামগ্রীর ধরন নিচে দেওয়া হলো। যেমন-

কাল্পনিক গল্প বা উপন্যাস, পৌরাণিক কাহিনি, উপকথা, লোককাহিনি, রূপকথা, কবিতা, নাটক (অভিনয় করা যায় এমন পাণ্ডুলিপি) ইত্যাদি।

আবার বাস্তবধর্মী গল্প/প্রবন্ধ বা তথ্যমূলক লেখা, সংবাদপত্রের প্রবন্ধ, পত্রিকার লেখা, তথ্যভিত্তিক বই, সাধারণ জ্ঞান, জীবনকাহিনি, মনীষীর জীবনী, বক্তৃতা, কবিতা ইত্যাদিও শিশুদের পাঠ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে।

নিয়মিত পাঠ অভ্যাস হলো কার্যকর শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার একটি মৌলিক উপাদান। নিয়মিত পড়া চর্চা ও বার বার বিভিন্ন ধরনের পড়ার মাধ্যমে শিশুরা পড়ার অভিজ্ঞতা অর্জনে লাভবান হয়।

| অধিবেশন: ২৯ | শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, আলোচনা, দলগত কাজ, উপস্থাপন।

**উপকরণ:** পাওয়ার পয়েন্ট ও তথ্যপত্র।

| অংশ-ক | শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয় মূল্যায়ন অনুশীলন | সময়: ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের স্বাগত জানিয়ে অধিবেশন আরম্ভ করুন।

২. সবাইকে প্রশ্ন করুন, শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়ন আমরা কীভাবে করতে পারি? সম্ভাব্য উত্তর: লিখতে দিয়ে, পড়তে দিয়ে, বলতে দিয়ে ইত্যাদি। কয়েকজনের উত্তর বোর্ডে লিখে পরের কাজটি করতে আহ্বান জানান।

৩. এবার বলুন, এখন আমরা শ্রেণিকক্ষে বাংলা বিষয়ে মূল্যায়নের কৌশল অনুশীলন করব। এই অনুশীলনে আমরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড প্রণীত মূল্যায়ন নির্দেশিকায় বর্ণিত প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির ভাষাদক্ষতা শোনার মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের টুলস ও উদাহরণ ব্যবহার করব। অনুশীলনের সময় পর্যবেক্ষণ করে প্রতিটি কাজের নোট রাখব।

৪. প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা শোনার (সারণি- ১)** মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের টুলস ও উদাহরণ (ক) পাওয়ার পয়েন্টর মাধ্যমে প্রদর্শন করে বুঝিয়ে দিন। ভাষাদক্ষতা শোনার উদাহরণ (ক-১) অনুশীলন করে দেখান।

৫. প্রশিক্ষণার্থীদের ৪ দলে ভাগ হতে বলুন। সারণি-১ এর উদাহরণ ক- ২ থেকে গ- ১ পর্যন্ত চার দলে আলোচনা করে প্রদর্শনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রতি দল থেকে একজনকে উপস্থাপন করতে বলুন। উপস্থাপনকালে অন্যদলকে পর্যবেক্ষণ করে নোট নিতে বলুন। উপস্থাপনের পর পর্যবেক্ষণ নোটের আলোকে আলোচনা পর্যালোচনা করুন এবং সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

৬. অনুরূপভাবে প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা বলা (সারণি- ২)**, প্রথম থেকে তৃতীয় শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা পড়ার (সারণি- ৩)** ও প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণির **ভাষাদক্ষতা লেখার (সারণি- ৪)** মূল্যায়নের ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, মূল্যায়ন পদ্ধতি, মূল্যায়নের টুলস ও উদাহরণ (ক) বুঝিয়ে দিয়ে প্রথম উদাহরণটি অনুশীলন করে দেখান এবং অন্যগুলো দলে আলোচনা করে এককভাবে একেকটি করে দেখাতে বলুন। উপস্থাপনের পর পর্যবেক্ষণ নোটের আলোকে আলোচনা পর্যালোচনা করুন এবং সকলের ধারণা স্পষ্ট করুন।

| অংশ-খ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. শোনার দক্ষতা উন্নয়নের কয়েকটি উপায় বলুন।

২. শ্রেণিকক্ষে পড়ার দক্ষতা উন্নয়নের শিক্ষক হিসেবে আপনি কী করবেন?

| সহায়ক তথ্য: ২৯ | অধিবেশন-২৯: শ্রেণিকক্ষে বাংলা ভাষা দক্ষতার মূল্যায়ন |
|---|---|

**সারণি ১:** বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

**শ্রেণি: ১ম -৩য়** **ভাষাদক্ষতা: শোনা**

| মূল্যায়নের ক্ষেত্র | মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন টুলস | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| ক. বিভিন্ন রকম ধ্বনি ও শব্দ শুনে আলাদা করতে পারা।<br>খ. মনোযোগ, ধৈর্য সহকারে শুনতে পারা<br>গ. শুনে বুঝতে পারা<br>• ক শুধু ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।<br>• খ ও গ সকল শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। | ১ম থেকে ৩য় শ্রেণির শিশুর শোনা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো-<br>ক. শিশু বিভিন্ন রকম শব্দ শুনে ধ্বনি আলাদা করতে পারছে কি না এবং শিশু বিভিন্ন রকম বাক্য শুনে শব্দ আলাদা করতে পারছে কি না<br>খ. শিশু মনোযোগ সহকারে শুনছে কি না এবং শিশু ধৈর্য সহকারে শুনছে কি না<br>গ. শিশু শুনে বুঝতে পারছে কি না | মৌখিক<br>পর্যবেক্ষণ<br>ও<br>লিখিত | ক. মৌখিক চেকলিস্ট: বর্ণ/শব্দ/বাক্য তালিকা যেমন শব্দ তালিকা- অজ, আম, অলি, ইলিশ<br>খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: আদেশমূলক বাক্য, যেমন দাঁড়াও, এগিয়ে এসো ছড়া আবৃত্তি যেমন, আতা গাছে তোতা পাখি<br>গ. প্রশ্নপত্র বা চিত্র: প্রশ্ন তালিকা যেমন, রাজার কয়জন কন্যা ছিল? তার ছোট কন্যার নাম কী? বড় কন্যা তাকে কী রকম ভালোবাসে? | **ক-১:** শিক্ষক কোনো ধ্বনি/বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন অথবা সিডি হতে শোনাবেন। শিক্ষার্থী তা শুনে সঠিকভাবে লিখতে বা বলতে পারল কিনা শিক্ষক তা যাচাই করে মূল্যায়ন করবেন।<br>**ক-২:** কার-চিহ্নযুক্ত শব্দ যেমন কাকা, খুকু, নানি ইত্যাদি শব্দ বোর্ডে লিখে শিক্ষার্থীদের নিকট হতে কার-চিহ্ন পৃথক করতে বলবেন।<br>**খ-১:** শিক্ষক কোনো একটি ছড়া নিজে এক লাইন বাদ দিয়ে পড়বেন। শিক্ষার্থীরা তার এই ইচ্ছাকৃত ভুল ধরতে পারলে বুঝতে পারা যাবে তাদের মনোযোগ ছিল।<br>**খ-২:** শিক্ষক নিজে অথবা কোনো শিক্ষার্থীকে দিয়ে একটি ছড়া আবৃত্তি করবেন অথবা করাবেন। এ সময় অন্য শিক্ষার্থীরা তা শুনে কী ধরনের অভিব্যক্তি ব্যক্ত করছে শিক্ষক পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন।<br>**খ-৩:** পাঁচ/ছয়জনের গ্রুপ করে চেইন ড্রিলের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদেরকে পরের লাইন আবৃত্তি করতে বলবেন। এতে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ ও ধৈর্যসহ শোনার দক্ষতা যাচাই করা যাবে।<br><br>এখানে নম্বর প্রদান মুখ্য নয় বরং কোনো গ্রুপ বা গ্রুপের কোনো সদস্য আবৃত্তি করতে না পারলে তাকে পুনরায় চর্চার সুযোগ দিয়ে শোনা দক্ষতা অর্জন করাতে হবে।<br><br>**গ-১:** শিক্ষক নিজে অথবা শিক্ষার্থীদের দ্বারা কিংবা অডিও-ভিডিও টুল ব্যবহার করে একটি শ্রুতি সকল শিক্ষার্থীদের শুনিয়ে তারা কী বুঝলো তা শিক্ষার্থীদের লিখতে দিয়ে, কিংবা বলতে দিয়ে শুনে বুঝতে পারার দক্ষতা যাচাই করতে পারেন। শিক্ষক বিভিন্ন রকম ধ্বনি উচ্চারণ করবেন; যেমন, মা-মা-মা; শিক্ষার্থীরা সহপাঠীদের মধ্যে কার নাম 'মা' ধ্বনি দিয়ে শুরু (মায়েশা, মামুন) বলবে/লিখবে।<br>-একই উদাহরণ হতে বলা, পড়া ওলেখা দক্ষতাও যাচাই করা যেতে পারে। |

**সারণি ২:** বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

**শ্রেণি: ১ম - ৩য়** **ভাষাদক্ষতা: বলা**

| মূল্যায়নের ক্ষেত্র | মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন টুলস | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| ক. স্পষ্টতা, শুদ্ধতা, প্রমিত উচ্চারণ, খ. শ্রবণযোগ্যতা, সঠিক ছন্দে কথোপকথন, গ. প্রশ্ন করা, অনুভূতি ব্যক্ত করা, বর্ণনা করা ঘ. বাচনভঙ্গি ঙ. প্রাসঙ্গিকতা<br>ক - ঘ ১ম, ২য় ও ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য।<br>ঙ শুধু ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। | ১ম থেকে ৩য় শেণির শিক্ষার্থীর বলা দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে-সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো-<br>ক. শিক্ষার্থী স্পষ্ট, শুদ্ধ, প্রমিত উচ্চারণ করতে পারছে কিনা,<br>খ. শ্রবণযোগ্য স্বর এবং সঠিক ছন্দে উচ্চারণ করতে পারছে কি না, শ্রেণি কার্যক্রমে কথোপকথনে অংশ নিচ্ছে কিনা,<br>গ. শিক্ষার্থী প্রশ্ন করছে কিনা, অনুভূতি ব্যক্ত করতে এবং কোনো বিষয় বর্ণনা করতে পারছে কি না,<br>ঘ. তার বাচনভঙ্গি যথাযথ কিনা,<br>ঙ. বলার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিকতা বজায় রাখছে কিনা। | মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত | নির্দেশনা/চেকলিস্ট: বর্ণ তালিকা যেমন: অ, আ, ই, ঈ শব্দ তালিকা যেমন: অজ, আম, ইলিশ, অলি বাক্য তালিকা যেমন: অজ আসে, আম খাই<br>খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত ছড়া বা গল্পের অংশবিশেষ<br>গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র | **ক-১:** শিক্ষক প্রমিত উচ্চারণে এক বা একাধিক বর্ণ/শব্দ/বাক্য বলবেন এবং শিক্ষার্থীরা তা শুনে বলবে।<br>**ক-২:** শিক্ষার্থী নিজের বা চারপাশের কোনো বিষয় সম্পর্কে বলবে।<br>খ. শিক্ষার্থী কবিতা সঠিক উচ্চারণ ও ছন্দে আবৃত্তি করবে এবং শিক্ষক তার অনুভূতি ও বাচনভঙ্গি পর্যবেক্ষণ করবেন।<br>**গ-১:** শিক্ষক কোনো পাঠ্যাংশ পড়তে দিয়ে তার উপরে কিছু নির্ধারিত প্রশ্ন করবেন এবং শিক্ষার্থী জবাব দেবে। এভাবে তার বলা দক্ষতা মূল্যায়ন করা হবে।<br>**গ-২:** শিক্ষক বিভিন্ন ধরনের চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে শিক্ষার্থীদের সে সম্পর্কে বলতে বলবেন।<br>(একই কার্যক্রম দিয়ে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে।) |

**সারণি ৩:** বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

**শ্রেণি: ১ম - ৩য়** **ভাষাদক্ষতা: পড়া**

| মূল্যায়নের ক্ষেত্র | মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন টুলস | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| ক. ডিকোডিং (পাঠোদ্ধার)<br>খ. শব্দকোষ/শব্দ ভাণ্ডার (Vocabulary)<br>গ. ব্যাকরণ<br>ঘ. পড়ে বুঝতে পারা | ১ম থেকে ৩য় শেণির শিশুর পড়া দক্ষতা যাচাইয়ের জন্য যে সকল বিষয় বিবেচনা করতে হবে তা হলো-<br>ক. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় সরবে বানান করে সঠিক উচ্চারণে পড়তে পারছে কি না এবং নীরবে পড়ে তার মূল বিষয়/ভাবার্থ | মৌখিক পর্যবেক্ষণ ও লিখিত | ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন, বাগানের চারপাশে বেড়া--------- সাদা ফুল ঝরে পড়ে।<br>খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: নির্ধারিত পাঠ্যাংশ যেমন- বাগানের চারপাশে বেড়া --- | ক. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের পাঠ্যপুস্তকের নির্ধারিত কোনো পাঠ্যাংশ/পড়তে দেবেন এবং তার ওপর মৌখিক বা লিখিত প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার্থী সে প্রশ্নের মৌখিক/লিখিত জবাব প্রদান করবে।<br>খ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তকের কোনো পাঠ্যাংশ/ সমমানের বই পড়তে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করবেন। তারা পরস্পর প্রশ্ন করবে ও উত্তর দেবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে মূল্যায়ন করবেন।<br>গ. শিক্ষক পাঠ্যপুস্তক থেকে কয়েকটি শব্দ বোর্ডে লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের এর অর্থ/বিপরীত শব্দ/সমার্থক শব্দ/বাক্য রচনা |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | জানতে ও বুঝতে পারছে কি না। খ. শিক্ষার্থীর পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয় নীরবে পড়ে শব্দ/বাক্যের অর্থ জানতে পারছে কি না। গ. শিক্ষার্থীরা পাঠ-সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু বা এর সমমানের বিষয়বস্তু পড়ে বাক্যগঠন করা। | | ----- সাদা ফুল ঝরে পড়ে। গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র: বিপরীত শব্দ যেমন: মা, ধনী, রাত সমার্থক -শব্দ: যেমন চাঁদ, ধরণী | করতে বলবেন। শিক্ষার্থী মৌখিক বা লিখিতভাবে উত্তর দিবে। একই কার্যক্রম দিয়ে অন্যান্য দক্ষতার যাচাই করা যেতে পারে। |

**সারণি ৪:** বাংলা বিষয়ের ধারাবাহিক মূল্যায়ন কাঠামো - মূল্যায়ন ক্ষেত্র, বিবেচ্য বিষয়, পদ্ধতি, কৌশল, টুলস ও উদাহরণ

**শ্রেণি: প্রথম থেকে পঞ্চম** **ভাষাদক্ষতা: লেখা**

| মূল্যায়নের ক্ষেত্র | মূল্যায়নের জন্য বিবেচ্য বিষয় | মূল্যায়ন পদ্ধতি | মূল্যায়ন টুলস | উদাহরণ |
|---|---|---|---|---|
| ক. এনকোডিং<br>খ. স্পষ্ট ও সঠিক আকৃতিতে লেখা<br>গ. শব্দকোষ/ শব্দ ভাণ্ডার (শুদ্ধ বানান, সঠিক শব্দ)<br>ঘ. ব্যাকরণ/ভাষিক কাজ<br>ঙ. প্রাসঙ্গিকতা<br>চ. ধারাবাহিকতা<br>ক - ঘ পর্যন্ত সব শেণির জন্য প্রযোজ্য।<br>ঙ ও চ ৩য় শ্রেণির জন্য প্রযোজ্য। | ক. শিক্ষার্থী পৃথক পৃথক ধ্বনি ব্যবহার করে শব্দ তৈরি করতে পারছে কি না। যে বিষয়ে লিখবে/ লিখতে দেওয়া হবে সে বিষয় লেখার মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারছে কিনা।<br>খ. বর্ণ ও সংখ্যা পড়ে শিক্ষার্থীরা লিখতে পারছে কি না।<br>গ. শিক্ষার্থীরা লেখাতে বিষয়- সংশ্লিষ্ট শব্দ ব্যবহার করতে পারছে কিনা।<br>ঘ. কর্তা, ক্রিয়ার ধারাবাহিকতা এবং ব্যাকরণ ঠিক রেখে বাক্য লিখতে পারছে কিনা।<br>**ঙ.** শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা প্রাসঙ্গিকভাবে লিখতে পারছে কি না।<br>চ. শিক্ষার্থী যে বিষয়ে লিখবে/লিখতে দেওয়া হবে তা ধারাবাহিকভাবে লিখতে পারছে কিনা। | লিখিত<br>মৌখিক<br>ও<br>পর্যবেক্ষণ | ক. মৌখিক মূল্যায়ন নির্দেশনা/ চেকলিস্ট: নির্ধারিত বিষয় যেমন, আমার মা।<br>খ. পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট: শব্দ তালিকা যেমন, আম, ঈগল, উট<br>গ. প্রশ্নপত্র, চিত্র: পাঠ্য বইয়ের নির্ধারিত পাঠ্যাংশ বা চিত্র | ক. শিক্ষার্থীকে তার চারপাশের পরিবেশ হতে নির্ধারিত বিষয় বলে বা বোর্ডে লিখে দিয়ে সে সম্পর্কে কিছু লিখতে দিয়ে মূল্যায়ন করবেন।<br>খ. শিক্ষক বর্ণ/শব্দ/বাক্য সঠিক উচ্চারণে বলবেন, শিক্ষার্থী তা লিখবে এবং শিক্ষক সার্বিক বিষয় পর্যবেক্ষণ করবেন।<br>খ-১: শিক্ষক ছবি প্রদর্শন করবেন এবং শিক্ষার্থী তার ওপর কয়েক লাইন লিখবে।<br>খ-২: একই/ভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দলে শিক্ষার্থীদের বিভক্ত করে প্রত্যেককে কিছু লিখতে বলবেন। একদল অপর দলের মূল্যায়ন করবে এবং শিক্ষক বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবেন।<br>গ. শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কোনো একটি পাঠ্যাংশ/চার্ট/চিত্র উপস্থাপন করে তার উপরে কিছু লিখতে বলবেন। শিক্ষক প্রাসঙ্গিকতা ও ধারাবাহিকতা যাচাই করবেন।<br>একই কাজের মাধ্যমে একাধিক দক্ষতা যাচাই করা যেতে পারে। |

| অধিবেশন: ৩০ | বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির ব্যবহার |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র চিহ্নিত করতে পারবেন;

খ. বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি কার্যকর প্রয়োগ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** দলগত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা।

**উপকরণ:** পোস্টার পেপার, মার্কার, কর্মপত্র, ল্যাপটপ, পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইড।

| অংশ-ক | বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্র | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, এই অধিবেশনে বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব এবং বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রসমূহ সম্পর্কে আলোচনা করা হবে।

২. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, বাংলা ভাষা দক্ষতা উন্নয়নের বিভিন্ন কার্যক্রমে প্রযুক্তির ব্যবহার করার সুযোগ আছে। যেমন: শোনার দক্ষতা উন্নয়ন ও মূল্যায়নে অডিও ডিভাইস ব্যবহার করা যায়। যুক্তবর্ণ ভেঙে দেখানোর ক্ষেত্রে পাওয়ার পয়েন্ট-এ এনিমেশনের মাধ্যমে দেখানো যায়।

৩. প্রশিক্ষণার্থীদের বলুন যে, আমরা এখন বাংলা পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বাংলা পাঠদানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রসমূহ কী তার তালিকা তৈরি করতে যাচ্ছি। প্রথমে সংখ্যা অনুযায়ী প্রশিক্ষণার্থীদের নিম্নরূপ ৫টি দলে ভাগ করুন।

| দল | বিষয় | উপকরণ |
|---|---|---|
| ১ | প্রথম | পোস্টার পেপার, মার্কার ও ভাষিক কাজের তালিকা |
| ২ | দ্বিতীয় | |
| ৩ | তৃতীয় | |
| ৪ | চতুর্থ | |
| ৫ | পঞ্চম | |

৪. প্রত্যেক দলকে পোস্টার পেপার, মার্কার ও **ভাষিক কাজের তালিকা** বিতরণ করুন। পোস্টার পেপার বিতরণের সময় খেয়াল রাখুন একই শ্রেণির ওপর কাজ করা দল যেন একই রঙের পোস্টার পেপার পায়। বলুন, **কোন কোন ভাষিক কাজে প্রযুক্তির ব্যবহার শিখনে সহায়ক হবে তা লিখতে হবে।**

৫. শ্রেণিভিত্তিক কাজ পাশাপাশি রেখে পাঁচ দলের কাজই একসঙ্গে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করুন যেন সকলেই সব দলের কাজ একইসঙ্গে দেখতে পান।

| অংশ-খ | বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ ও প্রশিক্ষণার্থীগণের অনুচিন্তন | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রশিক্ষণার্থীগণকে বলুন যে, এবার আমরা বাংলা পাঠদানে প্রযুক্তির প্রয়োগ অনুশীলন করব।

২. কর্মপত্র-১ এ উল্লিখিত প্রেক্ষাপটের প্রতিটি ২টা করে কপি করে লটারির মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীদের দিন। তাদের এবার জোড়া খুঁজে নিয়ে প্রেক্ষাপট আলোচনাপূর্বক প্রত্যেকে প্রদত্ত নির্ধারিত বিষয়ে ডিজিটাল কনটেন্ট (প্রযুক্তির প্রয়োগ) উপস্থাপনের জন্য প্রস্তুতি নিতে বলুন।

৩. বলুন যে, দৈবচয়নের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন করার জন্য উপস্থাপনকারী নির্বাচন করা হবে। বিশেষভাবে বলুন যে, উপস্থাপনকালে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থী উপস্থাপিত পাঠের বিভিন্ন দিক সম্পর্কে চেকলিস্টে তথ্য লিপিবদ্ধ করতে হবে।

৪. প্রশিক্ষণার্থীদের জোড়ায় আলোচনা ও পাঠ উপস্থাপনে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য ১৫ মিনিট সময় প্রদান করুন। ঘুরে ঘুরে দলগত কাজ পর্যবেক্ষণ করুন। জোড়ায় আলোচনা শেষে পাঠ উপস্থাপনের জন্য লটারির মাধ্যমে উপস্থাপনকারী নির্বাচন করুন। নির্বাচিত প্রশিক্ষণার্থীকে উপস্থাপনের জন্য আহ্বান করুন। উপস্থাপনের জন্য সময় নির্ধারণ করুন ০৫ মিনিট। উপস্থাপনকালে অন্যান্য প্রশিক্ষণার্থীদের পর্যবেক্ষণ করে সহায়ক তথ্যে প্রদত্ত পাঠ পর্যবেক্ষণ ছকে লিপিবদ্ধ করতে বলুন।

৫. উপস্থাপন শেষে কয়েকজনকে পর্যবেক্ষণ ছকে লিপিবদ্ধ তথ্যের ভিত্তিতে উপস্থাপিত পাঠ বিশ্লেষণ করতে বলুন। কার্যকরভাবে উপস্থাপনের জন্য নিচের প্রশ্নের নিরিখে সম্ভাব্য দিক পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করুন।

- উপস্থাপিত পাঠে প্রত্যাশিত শিখন/উদ্দেশ্য কতটা প্রতিফলিত হয়েছে?
- উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কীভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে?
- বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কতটুকু উপস্থাপনায় প্রতিফলিত হয়েছে?
- প্রযুক্তির প্রয়োগ কতটা কার্যকর হয়েছে?
- প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগে কতটুকু উন্নয়নের সুযোগ রয়েছে? ইত্যাদি।

| অংশ-খ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. শিখন-শেখানো কাজে প্রযুক্তি ব্যবহারের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

২. প্রযুক্তি শিখন-শেখানো কাজে কী কী ভূমিকা রাখতে পারে?

**কর্মপত্র – ১**

**বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ**

**প্রেক্ষাপট**

১. ধ্বনি সচেতনতা
২. বর্ণ চিহ্নিতকরণ
৩. বর্ণ লেখা
৪. সংকেত জেনে নেওয়া
৫. বর্ণ ও কার চিহ্নের মিলকরণ
৬. বর্ণ মিলিয়ে শব্দ তৈরি
৭. যুক্তব্যঞ্জন বর্ণ
৮. সঠিক উচ্চারণ
৯. ছবি পড়া
১০. ছবির পাঠ
১১. ছবি দেখে গল্প তৈরি করা
১২. ছক/ফরম পূরণ করা

**পর্যবেক্ষণ চেকলিস্ট**

বাংলা পাঠে প্রযুক্তির প্রয়োগ

| **ক্রম.** | **পর্যবেক্ষণের নির্দেশক ক্ষেত্র/প্রশ্ন (৪ স্কেলের পরিবর্তে ২টি স্কেল করলে শিক্ষকের জন্য সহজ হয়)** | **প্রযোজ্য ঘরে টিকচিহ্ন দিন** | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | সন্তোষজনক নয় | মোটামুটি সন্তোষজনক | সন্তোষজনক | উত্তম | অতি উত্তম |
| ১ | নির্ধারিত কনটেন্ট/পাঠের জন্য প্রযুক্তির প্রয়োগ কতটা সহায়ক? | | | | | |
| ২ | প্রযুক্তির প্রয়োগের কৌশল কতটা যথাযথ হয়েছে? | | | | | |
| ৩ | উপস্থাপিত পাঠে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ কতটুকু রয়েছে? | | | | | |
| ৪ | ডিজিটাল কনটেন্টে বিভিন্ন শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদার কতটুকু প্রতিফলিত হয়েছে? | | | | | |
| ৫ | প্রযুক্তির কার্যকর প্রয়োগে উন্নয়নের ক্ষেত্র: | | | | | |

| অধিবেশন: ৩১ | বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. পাঠপরিকল্পনা কী? তা বলতে পারবেন;

খ. নীতিমালা অনুসরণ করে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারবেন;

গ. পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** প্রশ্নোত্তর, দলগত কাজ, উপস্থাপন ও আলোচনা।

**উপকরণ:** আর্ট পেপার, বিভিন্ন রঙের সাইনপেন, পোস্টার পেপার, স্কেল, পিপিটি ইত্যাদি।

| অংশ-ক | পাঠপরিকল্পনা | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

**পাঠপরিকল্পনা কী?**

১. প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশ্ন করুন, পাঠপরিকল্পনা সম্পর্কে তাদের ধারণা কী?
২. বোর্ডে পাঠপরিকল্পনা লিখে প্রশিক্ষণার্থীদের দেওয়া উত্তরগুলো নিচে লিখুন।
৩. তথ্যপত্রের সাথে মিলিয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের দেওয়া উত্তর মিলিয়ে পাঠপরিকল্পনা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা দিন।

| অংশ-খ | নীতিমালা অনুসরণ করে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন | সময়: ৪০ মিনিট |
|---|---|---|

**১.** তথ্যপত্র থেকে পাঠপরিকল্পনার নীতিমালা পিপিটিতে দেখিয়ে ব্যাখ্যা করুন।
**২.** প্রশিক্ষণাথীদের প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পাঁচটি দলে ভাগ করুন।
**৩.** নিচের ছকে বর্ণিত শ্রেণি অনুযায়ী প্রত্যেক দলকে পাঠপরিকল্পনা তৈরি করতে বলুন।

| দল | শ্রেণি | পাঠ্যবইয়ের বিষয়বস্তু | পাঠ্যাংশ |
|---|---|---|---|
| **১** | প্রথম | নির্ধারিত বিষয়বস্তু | নির্ধারিত পাঠ্যাংশ |
| **২** | দ্বিতীয় | নির্ধারিত বিষয়বস্তু | নির্ধারিত পাঠ্যাংশ |
| **৩** | তৃতীয় | নির্ধারিত বিষয়বস্তু | নির্ধারিত পাঠ্যাংশ |
| **৪** | চতুর্থ | নির্ধারিত বিষয়বস্তু | নির্ধারিত পাঠ্যাংশ |
| **৫** | পঞ্চম | নির্ধারিত বিষয়বস্তু | নির্ধারিত পাঠ্যাংশ |

**৪.** প্রত্যেক দলে সংশ্লিষ্ট শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক সহায়িকা, পোস্টার পেপার, মার্কার পেন দিন।

**৫.** প্রণীত পাঠপরিকল্পনা উপস্থাপন করতে বলুন এবং উপস্থাপনের পর পাঠপরিকল্পনাটি উন্নয়নের জন্য অন্য দলের পরামর্শ আহ্বান করুন। কোনো পরামর্শ থাকলে তা সংযোজন করতে বলুন।

| অংশ-গ | প্রণীত পাঠ পরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরি | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় আর্ট পেপার/পোস্টার পেপার, পেনসিল, বিভিন্ন রঙের সাইনপেন প্রতি দলে সরবরাহ করুন।
২. উপকরণ তৈরির সময় প্রয়োজনীয় সহায়তা দিন।
৩. উপকরণ তৈরির পর প্রদর্শন করতে বলুন এবং অন্য দলের কোনো পরামর্শ থাকলে প্রয়োজনে উন্নয়ন সাধনে সহায়তা করুন।

| অংশ-ঘ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. বাংলা পাঠ পরিকল্পনার ধাপগুলো কী কী?

| সহায়ক তথ্য: ৩১ | অধিবেশন-৩১: বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা প্রণয়ন |
|---|---|

পাঠ্যপুস্তকে পাঠের বিষয়গুলো একটি পুরো শিক্ষাবর্ষের জন্য বিন্যস্ত। সমগ্র শিক্ষাবর্ষের জন্যে এটি প্রণীত হয় বলে একে বার্ষিক পাঠপরিকল্পনা

| অংশ-ক | পাঠপরিকল্পনা |
|---|---|

বলা হয়। শিক্ষাবর্ষের শুরুতে এরূপ পরিকল্পনা তৈরি করে নিলে নির্দিষ্ট শ্রেণির জন্য নির্ধারিত পাঠ্যসূচী অনুযায়ী পাঠের বিষয়গুলো সুশৃঙ্খলভাবে পাঠদান করা যায়।

শ্রেণিকক্ষে শিখন-শেখানোর কাজ ও মূল্যায়নের জন্য শিক্ষক যেসব কলাকৌশল অবলম্বন করেন তার লিখিত বিবরণ হলো পাঠ-পরিকল্পনা। শ্রেণিতে পঠন-পাঠনের কাজ শুরু করার আগে শিক্ষকের যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন হয়। শিক্ষক কীভাবে পাঠ শুরু করবেন, কী কী উপকরণ ব্যবহার করবেন, কী কী প্রশ্ন করবেন, কীভাবে মূল্যায়ন করবেন ইত্যাদি বিষয়ে তাকে সুচিন্তিত কৌশল অবলম্বন করতে হয়।

শিক্ষককে অবশ্যই পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে হবে বিশেষত প্রশিক্ষণকালে। প্রশিক্ষণ গ্রহণশেষে বিদ্যালয়ে পাঠদানকালে বিস্তারিত পাঠ-পরিকল্পনা না লিখে সংক্ষিপ্তাকারে লিখতে পারবেন। এক্ষেত্রে এসসিটিবির শিক্ষক সহায়িকার সহায়তা নিয়েও পাঠদান করতে পারবেন। তবে পাঠ-পরিকল্পনা সংক্ষিপ্ত বা বিস্তারিত যাই হোক, সুষ্ঠু ও কার্যকর পাঠদানে শিক্ষকের প্রস্তুতির জন্য একান্ত প্রয়োজন।

**পাঠ-পরিকল্পনার গুরুত্ব**

শিক্ষা প্রক্রিয়ার দুটি দিক হচ্ছে শিখন-শেখানো। আনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিখন-শেখানোর কাজ চলে প্রধানত শ্রেণিকক্ষে। শিক্ষার্থীর শিখনে সাহায্য ও সহযোগিতা করেন শিক্ষক। প্রকৃতপক্ষে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে জ্ঞান ও মতবিনিময়ের মধ্য দিয়েই শিখন-শেখানোর কাজ সার্থক ও কার্যকর হয়ে ওঠে। এই দায়িত্ব পালনে শিক্ষকের প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণের অন্যতম আবশ্যকীয় কাজ হলো পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন।

| অংশ-খ | পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল |
|---|---|

যিনি পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও উদ্ভাবন করেছেন তিনি হচ্ছেন জোহান ফ্রেডরিক হার্বাট। তিনি পাঠদান কার্যক্রমকে পাঁচটি সোপানে বিভক্ত করেছেন। যথা- ১) প্রস্তুতি, ২) উপস্থাপন, ৩) তুলনা, ৪) সূত্রগঠন এবং ৫) প্রয়োগ। পাঠদানের এই সোপানগুলো নিয়ে যুগে যুগে এদেশে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়েছে, এখনও হচ্ছে। বর্তমানে হার্বাটের পঞ্চ সোপানের পরিবর্তে তিনটি সোপান অনুসরণ করা হয়। সেগুলো হলো-

- **প্রস্তুতি**
- **উপস্থাপন** ও
- **মূল্যায়ন**।

১। **প্রস্তুতি:** শিশুদের সাথে শুভেচ্ছা ও কুশল বিনিময়, শ্রেণিবিন্যাস, পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা পর্যবেক্ষণ, আবেগ সৃষ্টি বা পাঠের প্রতি শিশুদের আকৃষ্ট বা আগ্রহ সৃষ্টি করা, পূর্বজ্ঞান যাচাই, পাঠের শিরোনাম ঘোষণা ইত্যাদি।

২। **উপস্থাপন:** উপস্থাপন পাঠের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। বাংলা বিষয়য়ের উপস্থাপন অন্যান্য বিষয় থেকে ভিন্ন।

সংশ্লিষ্ট উপকরণ প্রদর্শন, শিক্ষকের পাঠ, নতুন শব্দ বাছাই, শব্দার্থ, যুক্তবর্ণ, বাক্য রচনা, বিপরীত শব্দ, কবিতার ক্ষেত্রে ছন্দের তালে তালে আবৃত্তি, সরব পাঠ, শিক্ষার্থীর পাঠ, নীরব পাঠ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদি।

৩। **মূল্যায়ন**

- প্রতিদিনের প্রতি পাঠ মূল্যায়ন করতে হবে;
- মূল্যায়ন হবে যোগ্যতাভিত্তিক;
- মূল্যায়নের সময়ও শেখার কাজ চলতে থাকবে;
- মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর যোগ্যতা অর্জন না হলে যোগ্যতা অর্জন করার ব্যবস্থা করতে হবে;
- বলা ও পড়ার যোগ্যতা মৌখিক প্রশ্নের মাধ্যমে মূল্যায়ন করতে হবে;

- লেখার যোগ্যতা মূল্যায়নে শিক্ষার্থীকে লেখার সুযোগ দিতে হবে;
- যেসব যোগ্যতা অর্জিত হবে বলে নির্ধারণ করা হয়েছে, সেগুলো অর্জনের জন্য পর্যাপ্ত অনুশীলনের সুযোগ দান;
- প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে যারা যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি তাদের চিহ্নিত করে নিরাময় দিয়ে শিখন নিশ্চিত করতে হবে।

**বাংলা পাঠপরিকল্পনা প্রণয়নের নীতিমালা**

১। **উদ্দেশ্য নির্ধারণ:** পাঠের উদ্দেশ্য কী হবে তা শিক্ষককে নির্ধারণ করে নিতে হবে।

২। **পাঠের শিখনফল ও যোগ্যতা সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা:** একটি পাঠ থেকে শিক্ষার্থী কী কী যোগ্যতা অর্জন করবে তা শিক্ষককে অবশ্যই জানতে হবে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে প্রণীত 'শিক্ষক সহায়িকায়' এসব যোগ্যতা চিহ্নিত করা হয়েছে।

৩। **উপকরণ ব্যবহার:** পাঠদানের কাজটিকে সহজ ও আনন্দদায়ক করে তোলার জন্য উপকরণের ব্যবহার করা হয়। পাঠের প্রাসঙ্গিক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তকে প্রদত্ত পাঠের ছবিকেই প্রাধান্য দিতে হবে। এক্ষেত্রে বাস্তব, অর্ধবাস্তব, অডিও, ভিডিও ও অন্যান্য উপকরণের উল্লেখ করা যায়। উপকরণের সঠিক ব্যবহার যেমন পাঠকে আনন্দদায়ক করে, তেমনি পাঠের বিষয়বস্তুকে বুঝতে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

৪। **পাঠদান পদ্ধতি ও শিখন-শেখানোর কৌশল:** পাঠ উপস্থাপন থেকে শুরু করে মূল্যায়ন পর্যন্ত শিক্ষক শ্রেণিতে যেসকল কাজ করবেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ পাঠ-পরিকল্পনায় থাকবে। এতে শিশু ও শিক্ষক উভয়ের কাজের উল্লেখ থাকবে।

৫। **পাঠের নির্দিষ্ট সময় ঠিক রাখা:** পাঠপরিকল্পনা এমন হবে যেন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সকল কাজ শেষ করা যায়।

৬। **পাঠ-পরিকল্পনা পাঠদানে শিক্ষকের সহায়ক মাত্র:** শিক্ষক পাঠপরিকল্পনার ওপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করবেন না। শ্রেণিকক্ষে শিশুদের সক্রিয়তা, পরিবেশ, ইত্যাদি বিবেচনা করে তিনি পাঠ-পরিকল্পনা পরিবর্তন ও পরিমার্জন করতে পারবেন। তবে শ্রেণিকক্ষে এটি দেখে পাঠ দেওয়া যাবে না।

৭। **অনুশীলন ও মূল্যায়নের ওপর গুরুত্ব প্রদান:** বেশির ভাগ শিশু পাঠটি যেন সুষ্ঠু ও কার্যকরভাবে আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য অনুশীলনীর ওপর জোর দিতে হবে। মূল্যায়নের মাধ্যমে পুরোপুরি শিখনফল অর্জিত হয়েছে কিনা, তা যাচাই করতে হবে।

| অধিবেশন: ৩২ | বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা উপস্থাপন ও অনুশীলন |
|---|---|

**শিখনফল:**

এ অধিবেশন শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ-

ক. প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ সহযোগে পাঠ উপস্থাপন করতে পারবেন;

খ. বাংলা বিষয়ে শিখন শেখানো কৌশল অনুশীলন করতে পারবেন;

গ. পর্যবেক্ষণ ছক ব্যবহার করে ফলাবর্তনের মাধ্যমে পাঠকে আরও সমৃদ্ধ করতে পারবেন।

**সময়:** ১ ঘণ্টা ৩০ মিনিট

**পদ্ধতি ও কৌশল:** সিমুলেশন, প্রশ্নোত্তর, উপস্থাপন ও আলোচনা।

**উপকরণ:** প্রণীত পাঠপরিকল্পনা ও উপকরণ।

| অংশ-ক | পাঠপরিকল্পনা উপস্থাপন | সময়: ২০ মিনিট |
|---|---|---|

১. অংশগ্রহণকারীদের বিগত দিনের প্রণয়নকৃত পাঠপরিকল্পনা ও উপকরণ উপস্থাপন করতে বলুন।
২. উপস্থাপন শেষে প্রতিটি দলকে প্রয়োজনীয় ফিডব্যাক প্রদান করুন ।
৩. ফিডব্যাক শেষে প্রতিটি দল নিজেরদের পাঠপরিকল্পনা সংশোধন করতে বলুন।

| অংশ-খ | প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী উপকরণ সহযোগে পাঠ উপস্থাপন | সময়: ১ ঘণ্টা |
|---|---|---|

১. প্রণীত পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন-শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য দলে প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিতে বলুন। প্রস্তুতির সময় পাঠের বিভিন্ন পর্যায় (দলগত ও একক পঠন অনুশীলন, গাঠনিক মূল্যায়ন, উপকরণের ব্যবহার পরিকল্পিত কাজ প্রদান ইত্যাদি) অনুশীলন করার নির্দেশনা প্রদান করুন।
২. দলে আলোচনা করে যেকোনো একজনকে শিখন শেখানো কার্যাবলি পরিচালনার জন্য নির্বাচন করুন।
৩. দলের অন্যদের শিক্ষার্থীর ভূমিকা পালন করতে বলুন।
৪. একটি দলকে পর্যবেক্ষক দল হিসেবে নির্বাচন করুন ও পর্যবেক্ষণ ছক প্রদান করে সে অনুযায়ী পাঠ পর্যবেক্ষণ করতে বলুন।
৫. প্রত্যেক দলকে সময় নির্দিষ্ট করে দিন।

| অংশ-গ | অধিবেশন মূল্যায়ন ও সমাপনী | সময়: ১০ মিনিট |
|---|---|---|

প্রশিক্ষণার্থীদের অধিবেশনের শিখনফল অর্জন যাচাইয়ের জন্য নিম্নরূপ প্রশ্ন করুন-

**নমুনা প্রশ্ন:**

১. পাঠ উপস্থাপনের ধাপগুলো বলুন।

| সহায়ক তথ্য: ৩২ | অধিবেশন-৩২: বাংলা বিষয়ে পাঠপরিকল্পনা অনুযায়ী শিখন শেখানো অনুশীলন |
|---|---|

- প্রণীত নমুনা পাঠ-পরিকল্পনা
- পর্যবেক্ষণ ছক-

**পাঠপরিচালনার একটি সাধারণ কাঠামো: নমুনা**

| পর্যায় | শিখন-শেখানো ধাপ/কাজ |
|---|---|
| **প্রথম পর্যায়** | প্রাসঙ্গিক আলোচনা/প্রেক্ষাপট পর্যালোচনা/পাঠের বিষয়বস্তুকে শিক্ষার্থীদের জীবন অভিজ্ঞতার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক উদাহরণ ব্যবহার করা; ছবি বিশ্লেষণ, পাঠ ঘোষণা ইত্যাদি। |
| **দ্বিতীয় পর্যায়** | পাঠ পঠন ও আনুষঙ্গিক অন্যান্য কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন ও শিক্ষার্থীদের পাঠে সম্পৃক্ত করা। |
| **তৃতীয় পর্যায়** | শিক্ষার্থীদের শিখন মূল্যায়ন করা, সংশ্লিষ্ট ভাষিক কাজে শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ করানো, চলমান মূল্যায়নের ক্ষেত্রে পাঠের শুরু থেকে শিখন অবস্থা যাচাই করা। |

**পাঠ প্রদর্শন পর্যবেক্ষণ ছক**

**ছক পূরণের নির্দেশাবলি**

- প্রথমে উপস্থাপিত পাঠ-সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি (পাঠের শিখনফল, উপকরণ, পদ্ধতি, সামগ্রিক পাঠপরিকল্পনা ইত্যাদি) সম্পর্কে পর্যবেক্ষক শিক্ষকগণের নিকট থেকে জেনে নিবেন।
- উপস্থাপনকারী শিক্ষক নির্দিষ্ট পাঠ কীভাবে পরিচালনা করছেন তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন এবং পর্যবেক্ষিত পাঠের বিভিন্ন দিক ছকের নির্দিষ্ট স্থানে লিপিবদ্ধ করবেন।
- পাঠের ধরন (গদ্য, প্রবন্ধ ও কথোপকথন) অনুযায়ী উপস্থাপিত পাঠের পাঠদান কৌশল নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করে পাঠ সম্পর্কিত দিকসমূহ সম্পর্কে নোট নিবেন।
- নির্ধারিত পাঠ পরিচালনার জন্য কোনো প্রশ্ন থাকলে তা নির্ধারিত স্থানে লিপিবদ্ধ করে রাখবেন।

| পর্যবেক্ষকের নাম: | | উপস্থাপনকারী শিক্ষকের নাম: |
|---|---|---|
| পাঠ উপস্থাপন শুরু: | | পাঠ উপস্থাপন শেষ: |
| পাঠ উপস্থাপনের পর্যায়/ধাপ/কৌশল | সবল দিক | উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র |
| | | |
| | | |

**সার্বিক মন্তব্য:**

**পর্যবেক্ষণের তারিখ:**

**<u>তথ্যসূত্র:</u>**

১. ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব, মুহম্মদ আব্দুল হাই;

২. বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (নবম-দশম শ্রেণি), এনসিটিবি;

৩. বাংলা ব্যাকরণ ও নির্মিতি, (৬ষ্ঠ শ্রেণি) পুনর্মুদ্রণ, ২০২০;

৪. প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষা ডিপিএড বাংলা, (বিষয়জ্ঞান ও শিক্ষণবিজ্ঞান);

৫. সি-ইন-এড প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য বাংলা, জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা একাডেমি।